দারুল হাদীস সিরিজ

২

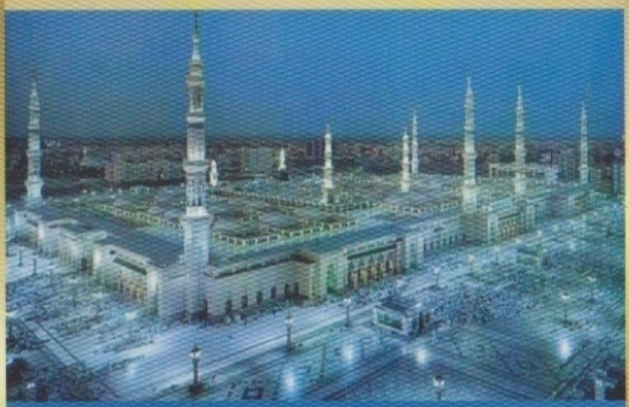

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

দারসুল হাদীস সিরিজ

২

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
ভাদ্র, ১৪২১
যুলকা'দা, ১৪৩৫

প্রচ্ছদ জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় আশি টাকা মাত্র

Darsul Hadith Series : Vol. - II Written & Published by Dr. Mohamma Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 Ne Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campu Dhaka-1000, 1st Edition September 2014 Price Taka 80.00 only.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى مَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَنَهَجَ مَنْهَجَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ :

দারসুল হাদীস সিরিজ-২ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সিরিজের ১ম খণ্ডে হাদীস সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে বিধায় এই খণ্ডে আমরা সরাসরি হাদীসের দারস দিয়েই শুরু করছি।

প্রতিটি হাদীসেই সরল অনুবাদের পর রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, হাদীসের আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এরপর হাদীসটির ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা শেষে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে আমরা প্রথমত: সাহীহাইন বা অন্য কোন সাহীহ গ্রন্থ এবং তারপর সুনানের গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছি। পাঠকের সুবিধার কথা চিন্তা করে কয়েকজন রাবীর জীবনী যথাস্থানে পূনরোল্লেখ করা হয়েছে।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকের কাছে এমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাদের জানালে চিরকৃতজ্ঞ হব। মহান আল্লাহ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং এর উসীলায় আমাদের আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করুন।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا}

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে
তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।
(আলকোরআন : সূরা আল হাশর, ৫৯ :৭)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হাদীস নং	বর্ণনাকারী সাহাবী	হাদীসের বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	কোন্ আমল সর্বোত্তম	৭
২	আনাস ইবনু মালিক (রা.)	নেক আমল মানব জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়	১৭
৩	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	মহান আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমা করার ব্যাকুলতা	২৪
৪	ইবনু মাস'ঊদ (রা.)	ঈমান মানব জীবনে সবচেয়ে বড় নি'আমাত	৩১
৫	আনাস ইবনু মালিক (রা.)	তাওবার ফযীলত	৩৮
৬	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	বর নির্বাচনে দীনদারীর গুরুত্ব	৪৭
৭	'উকবাহ ইবনু 'আমির (রা.)	শত্রুর মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্ব	৫৫
৮	আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.)	সর্বসাধারনের চলাচলের রাস্তা ব্যবহারের নিয়মনীতি	৬৩
৯	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	হাজ্জ ও 'উমরার মহত্ত্ব	৭৬
১০	ইবনু 'উমার (রা.)	জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব	৮৫
১১	ইবনু 'আব্বাস (রা.)	দু'টো নি'আমাতের ব্যাপারে মানুষ ধোকাপ্রাপ্ত হয়	৯৭
১২	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণের গুরুত্ব	১০৬
১৩	আনাস ইবনু মালিক (রা.)	রামাদানের প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্ব	১১৪
১৪	মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)	কিয়ামাতের দিন যে চারটি বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হতে হবে	১২১
১৫	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	'আরশের ছায়াতলে আশ্রয়প্রাপ্ত সাত শ্রেণির লোক	১৩২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১

কোন্ আমল সর্বোত্তম

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেনঃ মাবরূর (আল্লাহর কাছে গৃহীত) হাজ্জ।[১]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি

---

১. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৫৩, হাদীস নং- ১৪৪৭

www.pathagar.com

অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরণ করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তি কাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

আলোচ্য হাদীসে হাজ্জে মাবরূর এর গুরুত্ব আলোকপাত করা হয়েছে এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর সাথে একে তুলনা করা হয়েছে। একজন মু'মিন ঈমান আনার পর আল্লাহর পথে জিহাদ করাই তার জন্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ ইসলামের একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী অনুযায়ী চলতে গিয়ে একজন মু'মিনের জীবনে যত ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কোরবানী পেশ করতে হয় তা সবই এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ ঈমানী যিন্দিগীর যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে গণ্য। আর ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে হাজ্জ পালন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। এই 'ইবাদাতটিতে দৈহিক কসরত ও আর্থিক ত্যাগ উভয়প্রকার কোরবানীর সংমিশ্রণ থাকায় এটি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঠিকভাবে এই

www.pathagar.com

'ইবাদাতটি আদায় করতে পারলে পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। ইসলামে তাই মাবরূর/মাকবূল হাজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে নারী, শিশু এবং দূর্বলদের জন্য হাজ্জকেই জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ : اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের উপরও কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাদের উপর ঐ জিহাদ যাতে কোন কিতাল (মারামারি) নেই। আর তা হলো- হাজ্জ এবং 'উমরাহ।[২]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: বৃদ্ধ, শিশু, শারীরিকভাবে দূর্বল ব্যক্তি ও নারীদের জন্য জিহাদ হলো হাজ্জ এবং 'উমরাহ।[৩]

তাছাড়া অন্যান্য নেক আমলকেও হাদীসে জিহাদ বলা হয়েছে। বিশেষ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে কিংবা সত্য কথা বলতে গিয়ে যেসব যক্কী-ঝামেলা পোহাতে হয় তা সবই জিহাদ তূল্য। বরং তা সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে গণ্য। বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জামারার নিকট এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন: সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।[৪]

---

২. মূসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৩, পৃ. ১২২, হাদীস নং- ১২৬৫৫
৩. সুনানুন নাসায়ী, খ. ৫, পৃ. ১১৩, হাদীস নং- ২৬২৬
৪. আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস নং- ৮০৮১

www.pathagar.com

আল্লাহর পথের এই জিহাদই মু'মিনের আখিরাতে নাজাত ও সফলতা প্রাপ্তির সোপান। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর পথে জিহাদকারী হয় তখনই তার পক্ষে যাবতীয় প্রতিকূলতা মাড়িয়ে ইসলামের সকল বিধান অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয়। তাই একজন মু'মিনের জীবনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ আমল উত্তম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রথমেই বললেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। এতে বুঝা গেল যে, ঈমান আনয়নের কাজটি নিজেও একটি 'ইবাদাত বা নেক আমল। আর অন্য সব নেক আমল এর উপর নির্ভরশীল বিধায় এটিই সর্বপ্রথম নেক আমল। এরপর সর্বোত্তম নেক আমল কোন্‌টি এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদির কথা না বলে বললেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ। এর দ্বারা একদিকে যেমন ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝায়, অন্যদিকে জিহাদের ব্যাপক অর্থও প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ইসলামের অন্য সব মৌলিক 'ইবাদাতই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্গত। কেননা সেগুলো আদায় করতে গিয়েও নানা প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ও ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রয়োজন হয়, যেমন হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করতে গিয়ে। জিহাদের পর সর্বোত্তম নেক আমল কোন্‌টি এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মাবরূর হাজ্জ। এর মাধ্যমে একদিকে অন্যান্য মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মাঝে হাজ্জের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। অপরদিকে কষ্ট-কাঠিন্যের দিক থেকে হাজ্জও যে একটি বড় জিহাদ তাও প্রমাণিত হয়। জিহাদের ময়দানে একজন মু'মিন যেমন আল্লাহর কাছে নিজের জান এবং মালকে সোপর্দ করে দেয়। হাজ্জের সময়ও তেমনি একজন হাজী নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে তাঁরই সামনে সে হাযির বলে ঘোষণা দেয়। আর তাই একজন খাঁটি মুজাহিদের জন্য জান্নাত লাভ করা যেমনি নিশ্চিত ও অনিবার্য, একজন মাকবূল হাজীর জন্যও তেমনি জান্নাতে প্রবেশ করা সন্দেহাতীত ও অপরিহার্য। কেননা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের উভয়ের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য।

জিহাদ এর সংজ্ঞাঃ

জিহাদ আরবী শব্দ। আরবী ভাষার শব্দ হলেও বাংলায় এটি বহুল প্রচলিত। শব্দটি 'জুহদুন' (ج ه د) মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কষ্ট-

www.pathagar.com

ক্লেষ্ট, শক্তি-সামর্থ প্রয়োগ করা.. ইত্যাদি। এ অর্থেই কোরআনুল হাকীমে এসেছে:

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .

"তারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম করেছে।"[৫] তাই কোন বিষয়ে সাধারণ কোন চেষ্টা তদবীরের নাম জিহাদ নয়। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা-প্রচেষ্টার নাম হলো জিহাদ। এ দিক থেকে জিহাদের সাথে আরেকটি ইসলামী পরিভাষার সুস্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেটি হলো- 'ইজতিহাদ'। 'ইজতিহাদ' শব্দটিও 'জিহাদ' এর ন্যায় একই মূল ধাতু থেকে উৎসরিত বিধায় দু'টোর অর্থে মিল থাকা খুবই সংগত। এবং শব্দ দু'টোর অর্থে মিল খুঁজাও অতিশয় যুক্তিসংগত। কেননা একটির অর্থ অপরটির অর্থকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে সহায়ক।

ইসলামী জীবন দর্শন ও মুসলিম উম্মাহর পথ পরিক্রমায় এ দু'টো শব্দের বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। দু'টো শব্দই 'জুহদুন' (ج ه د) মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো- 'বাযলুল জুহদি' (بَذْلُ الْجُهْدِ) বা শক্তি ব্যয় করা অথবা 'তাহাম্মুলুল জাহদি' (تَحَمُّلُ الْجَهْدِ) বা পরিশ্রম সহ্য করা। প্রথমটির উদ্দেশ্য হলো- মহান আল্লাহ কর্তৃক তদীয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে প্রেরিত সত্য দীন ও বিধানের ব্যাপারে অবগত হওয়া। আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হলো- সেই সত্য দীনকে সংরক্ষণ ও হেফাযত করা। প্রথমটির ক্ষেত্র হলো - চিন্তা ও গবেষণা, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র হলো- বাস্তব কর্ম ও আচরণ। বিষয়টির প্রতি দূরদৃষ্টি নিয়ে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, দু'টো পরিভাষাই একটি আরেকটিকে পূর্ণতাদানকারী ও সহায়ক। 'ইজতিহাদ' হলো এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ, আর 'জিহাদ' হলো এক ধরনের বাস্তব কর্মমূলক ইজতিহাদ।

সুতরাং আরবীতে জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম করা, মেহনত করা, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। আর পারিভাষিক অর্থে জিহাদ হলো- "সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তার সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা, এ পথে সব রকমের কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহকে যেসব দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তি দান করা হয়েছে তা এই হকের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে নিয়োজিত করা এবং শেষ পর্যন্ত যদি বিরোধী পক্ষের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষ করতে হয় তাহলে সেজন্যেও প্রস্তুত থাকা।"

---

৫. আলকোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬:১০৯

www.pathagar.com

জিহাদ ও কিতাল:

জিহাদ এর ন্যায় ইসলামের আরেকটি পরিভাষা হলো 'কিতাল' (قِتَال)। কিতালও আরবী ভাষার শব্দ। এই শব্দটি 'কাতলুন' (ق ت ل) মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো হত্যা করা, মারা বা কতল করা ইত্যাদি। আর এ অর্থেই কোরআনুল কারীমে এসেছে: وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ "আর তাদেরকে (ইসলামের শত্রুদেরকে) যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর"।[৬] ইসলামের প্রতিষ্ঠিত বিধানকে যারা মুছে দিতে চাইত, মুসলমানদেরকে হত্যায় যারা মেতে উঠত তাদের ব্যাপারে এক পর্যায়ে মহান আল্লাহর এরূপ নির্দেশনা ছিল। কিতাল (قِتَال) শব্দটির মধ্যে হত্যা করার অতিরিক্ত কিছু অর্থ পাওয়া যায়। তা হলো কিতাল শুধু কাউকে হত্যা করা নয়। কিতাল হলো দু'পক্ষের মাঝে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ। অর্থাৎ উভয় পক্ষই যখন মারামারিতে লিপ্ত হয় তখন তাকে বলে কিতাল। আর এ অর্থেই কোরআনুল কারীমে এসেছে:

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰه .

"আর তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করেই চলো, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়ে যায় এবং আল্লাহর বিধানই সর্বত্র চালু হয়ে যায়"।[৭] অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে দুনিয়া থেকে মুছে দেয়ার কুফরী ষড়যন্ত্রকে এখানে ফিতনা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এই ফিতনাকে দূরীভূত করে আল্লাহর বিধানকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। আবার 'কাতল' (قَتْل) ও 'কিতাল' (قِتَال) একসঙ্গেও মহাগ্রন্থ আলকোরআনে এসেছে। যেমন সূরা আত্তাওবায় মহান আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ .

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়ে, অত:পর (তারা আল্লাহর দুশমনদেরকে) মারে, এবং (আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) মরে"।[৮]

---

৬. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:১৯১
৭. আলকোরআন: সূরা আলআনফাল, ৮:৩৯
৮. আলকোরআন: সূরা আত্তাওবাহ, ৯:১১১

www.pathagar.com

মোটকথা, জিহাদ কিতাল এর চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। জিহাদ শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া নয়, নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াও জিহাদ। বরং নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াকে হাদীসে সবচেয়ে বড় জিহাদ বলা হয়েছে। এ কারণেই জিহাদের অর্থে যে ব্যাপকতা তা কিতালের মধ্যে নেই। জিহাদের যে সর্বোচ্চ ধাপ (সম্মুখ সমরে কাফিরদের মুখোমুখী হওয়া) তাই হলো কিতাল।

হাজ্জ মাবরূর এর মর্মঃ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি হলো হাজ্জ। সামর্থবান মুসলিম নর ও নারীদের জন্য জীবনে একবার হাজ্জ সম্পাদন করা ফারয। আর সুযোগ থাকলে বারংবার করাও নিষিদ্ধ নয়। এই হাজ্জ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারলে নিশ্চিতরূপে জান্নাত লাভ করা যায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ এক 'উমরাহ থেকে আরেক 'উমরাহ মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশীর জন্য কাফফারাহ স্বরূপ। আর হাজ্জ মাবরূর এর প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।[৯]

এখন এই হাজ্জে মাবরূর এর সঠিক পরিচয় কি? বা হাজ্জে মাবরূরকে চেনার উপায় কি? হাজ্জে মাবরূর এর সাধারণ পরিচয় হলো এটি আল্লাহর কাছে গৃহীত হাজ্জ। আর একে চেনার উপায় হলো- এরূপ হাজ্জ সম্পাদনের পর ব্যক্তির পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে পরবর্তী জীবন সুন্দর হয়। ইসলামী বিধানসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলার ব্যাপারে তিনি আগের তুলনায় অধিক তৎপর হন। তার বাস্তব জীবন ইসলামের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়। তার সকল কথা ও কাজে সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। তার জীবনের এই আমূল পরিবর্তন মানুষের চোখে অতি সহজেই ধরা পড়ে।

এ কারণেই কারো কারো মতে, কোন ব্যক্তি হাজ্জ সম্পাদনের পর যদি সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তার হাজ্জে মাবরূর

---

৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬২৯, হাদীস নং- ১৬৮৩ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৯৮৩, হাদীস নং- ১৩৪৯

www.pathagar.com

নসীব হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, যার হাজ্জের আগের জীবনের তুলনায় হাজ্জের পরের জীবন অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচ্ছন্ন হয়, বুঝতে হবে যে তিনি হাজ্জে মাবরূর করেছেন। মোটকথা, হাজ্জে মাবরূর হলো- মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য হাজ্জ যা আল্লাহর দরবারে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়েছে।

হাজ্জ মাবরূর এর শর্ত:

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে মাবরূর হাজ্জের জন্য আমরা নিম্নলিখিত চারটি শর্তের কথা বলতে পারি-

এক. হাজ্জ পালনকারীর নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা। কেননা আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। হাজ্জ করার মাধ্যমে হাজীর উদ্দেশ্যই যদি হয় যে, লোকেরা তাকে হাজী বলবে, অথবা হাজ্জের এই সাইনবোর্ড ব্যবহার করে সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে ক্রেতা/গ্রাহকদের মন কাড়বে, কিংবা তাদের কাছে আরো বেশি বিশ্বাসভাজন হবে .. ইত্যাদি। তাহলে নিশ্চয়ই এই হাজীর মাবরূর হাজ্জ হবে না।

দুই. হাজ্জ পালনকালে যাবতীয় পাপাচার বর্জন। যে ব্যক্তি হাজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেয় তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় হাজ্জ পালনকালে যাবতীয় পাপাচারকে বর্জন করা এবং হাজ্জের বিধানসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ .

"হাজ্জের মাসগুলো সবারই জানা। যে ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট মাসগুলোর মধ্যে হাজ্জের নিয়্যাত করে (নিজের জন্য হাজ্জকে অবধারিত করে নেয়) তার সাবধান হওয়া উচিত, যেন হাজ্জের সময় তার দ্বারা কোন যৌন মিলনের কাজ, কোন খারাপ কাজ ও কোন প্রকার ঝগড়া-লড়াই না হয়। আর যে নেক কাজই তোমরা করো তা আল্লাহর জানা থাকে। হাজ্জের সফরের জন্য সাথে পাথেয় নিয়ে যেও। আর তাকওয়াই সবচেয়ে বড় পাথেয়। কাজেই হে সচেতন লোকেরা! আমার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো"।[১০]

---

১০. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২: ১৯৮

www.pathagar.com

অর্থাৎ অবৈধ যৌনাচার, যাবতীয় পাপাচার, ঝগড়া-লড়াই ইত্যাদি হাজ্জের চেতনার পরিপন্থী। অতএব, জেনে বুঝে মহান প্রভূর দরবারে হাজির হয়ে কেউ যখন পবিত্র হাজ্জ পালনের ইরাদা করে তখন তার উচিত হাজ্জের সাথে সাংঘর্ষিক যাবতীয় পাপাচারের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আল্লাহভীতি বা তাকওয়াই পারে একজন হাজীকে এমন কঠিন সিদ্ধান্তে অটল রাখতে। তাই হাজ্জের জন্য সফরের সিদ্ধান্ত নিলে এই তাকওয়ার পাথেয় নিয়েই বের হওয়া উচিত।

তিন. হাজ্জের পর ভাল কাজে অধিকতর মনোনিবেশ। অর্থাৎ হাজ্জের আগের তুলনায় হাজ্জের পরে নেক ও কল্যাণের কাজে অধিক মনোযোগী হওয়া চাই। অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিয়্যাতে এবং যথাযথ নিয়মে হাজ্জের যাবতীয় আহকাম পালন করে থাকলে একজন হাজী ভাল কাজে অধিক মনোযোগী হবেন। ফলে তার আগের জীবনের তুলনায় পরের জীবন আরো কল্যাণময় হবে।

চার. পূর্বের বদ আখলাকগুলো পরিত্যাগ। একজন হাজী হাজ্জ করার আগে যদি কোন বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে হাজ্জের পর আর তার মধ্যে সেই বদ অভ্যাসগুলো না থাকা চাই। একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যথাযথভাবে হাজ্জের আহকাম পালনের মাধ্যমে একজন হাজী যখন যাবতীয় কল্যাণের কাজে মনোনিবেশ করবে তখন তার মধ্যে পূর্বের ন্যায় সেই বদ অভ্যাসগুলো আর থাকতে পারবে না যা তার হাজ্জের চেতনা বিরোধী।

উপরোল্লেখিত চারটি বিষয় নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তির হাজ্জ আল্লাহর কাছে কবূল হয়েছে এবং তার হাজ্জে মাবরূর নসীব হয়েছে। আর এ ধরনের হাজীদের ব্যাপারেই হাদীসে বলা হয়েছে যে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ করল এবং (হাজ্জ পালনকালে) অবৈধ যৌনাচার ও কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হলো না, সে যেন সেদিনের মত (পাপমুক্ত অবস্থায়) ফিরে এলো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।[১১]

---

১১. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬৪৫, হাদীস নং- ১৭২৩

www.pathagar.com

হাদীসটির শিক্ষা:

- আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনাও একটি নেক আমল।
- সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ ইত্যাদি সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্গত।
- আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের যাবতীয় চেষ্টাকেই জিহাদ বলে।
- কিতাল ফী সাবীলিল্লাহও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর একটি পর্যায়।
- মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে হাজ্জই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- হাজ্জে মাবরূর এর প্রতিদান হলো জান্নাত।
- সকল নেক আমলের জন্যই ঈমান হলো পূর্বশর্ত। ঈমানবিহীন কোন নেক আমলেরই মূল্য নেই। এমনকি যদি তা আল্লাহর দীনের পথে শাহাদাত লাভ করাও হয়।
- সত্যিকার ঈমানের দাবীই হলো ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান নিজে মেনে চলা এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সাচ্চা ঈমানদার হিসেবে কবুল করুন। ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা দান করুন। এবং এর মাধ্যমে পরকালে আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— o ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ২

নেক আমল মানব জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়

عَنْ أَنَسَ بن مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সাথে সাথে যায়। অত:পর দু'টি ফেরত আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল। অত:পর তার পরিবার-পরিজন ও তার ধন-সম্পদ ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়।[১২]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম

---

১২. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২৩৮৮, হাদীস নং- ৬১৪৯

www.pathagar.com

সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খালা হতেন।

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[১৩] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

---

১৩. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাতে পাঠান। তখন থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর। দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

নেক আমল মানব জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়। পরকালীন জীবনে এই নেক আমলের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা বেশি। আলোচ্য হাদীসে নেক আমলের গুরুত্বের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। মানব জীবনের দু'টো কাল। একটি ইহকাল, আরেকটি পরকাল। একটি দুনিয়ার জীবন, আরেকটি আখিরাতের জীবন। এই দুই কালের মাঝে সীমানা প্রাচীর হলো মানুষের মৃত্যু। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ যখন আখিরাতের জীবনে পা দেয়, তখন এতদিন তার সাথে যে তিনটি জিনিস ছিল এদের মধ্যে কেবল একটিই তার সাথে যায়। অন্য দ'টি তার সাথে যেতে পারে না। তারা আবশ্যিকরূপেই তাকে বিদায় জানায়। অত্যন্ত কষ্টার্জিত একান্ত নিজের জিনিসগুলোও চাইলে সাথে করে নেয়া যায় না। অতি আপন জনেরাও আর তাকে নিজেদের মাঝে রেখে দিতে চায় না। আর অপরটি আবশ্যিকরূপেই তার সাথে যায়। সে শত চেষ্টা করলেও তাকে রেখে একা একা পরপারে যেতে পারে না। এমনকি সেখান থেকে বেছে বেছে অপছন্দনীয়গুলোও এপারে ফেলে যাওয়া যায় না। এটিই হলো তার আমল। এই আমল যদি হয় সৎ ও কল্যাণকর, তাহলে তা ব্যক্তির জন্য উপকারী হয়। আর তা যদি হয় অসৎ ও অকল্যাণকর, তাহলে তা ব্যক্তির জন্য পরকালেও হয় বোঝা স্বরূপ। তাই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

www.pathagar.com

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ তাকে দাফন করার জন্য তার সাথে সাথে যায়। তার আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও তার আমল। এর মধ্যে প্রথম দুটি তাকে দাফন করে ফিরে আসে। কিন্তু তৃতীয়টি আর ফিরে আসে না। সেও তার সাথেই থেকে যায়। এখানে সাথে সাথে যাওয়া এবং ফিরে আসা রূপকার্থে বুঝানো হয়েছে। কেননা আত্মীয়-স্বজনের সাথে যাওয়া এবং ফিরে আসা সকল মৃত ব্যক্তির বেলায় আক্ষরিক অর্থে নাও হতে পারে। তবে আমল তার সাথে যাওয়া এবং তার সাথেই থেকে যাওয়া আক্ষরিক অর্থেই সঠিক। কেননা কোন ব্যক্তি শত চেষ্টা করলেও তার আমলের দায়মুক্ত হতে পারে না। আমলটি ভাল হোক কিংবা মন্দ সবসময় তা তার সাথেই লেগে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে যাওয়া এই অর্থে যে, সচরাচর তারাই তাকে দাফন করার জন্য নিয়ে যায়। এরপর তাকে দাফন করে তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। আর ধন-সম্পদ সাথে যাওয়ার অর্থ হলো দাফনের পূর্ব পর্যন্ত তার সম্পদকে অন্যদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয় না। তাই তখনো পর্যন্ত সেই এসবের মালিক বলে গণ্য হয়। এরপর তার দাফন হয়ে গেলে অন্যরা সেসব সম্পদের মালিক বনে যায়। কিন্তু আমলের বিষয়টি ব্যতিক্রম। আমল ভাল হোক কিংবা মন্দ তা তারই থেকে যায়। তার ভাল আমলের সুবিধাও সেই পায় এবং মন্দ আমলের দায়ভারও তারই উপর বর্তায়। নিজে চাইলেও কোন আমলের ভাল কিংবা মন্দ ফল দুনিয়ায় রেখে যাওয়া যায় না। আর মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর নিজের আর সরাসরি কোন ভাল কাজ করার সুযোগও অবশিষ্ট থাকে না। তবে দুনিয়ার জীবনের কিছু আমল এমন আছে যার প্রতিফল মৃত্যুর পরও লাভ করা যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল চলমান থাকে। (এক.) সাদাকাহ জারিয়াহ, (দুই.) উপকারী বিদ্যা এবং (তিন.) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।[১৪]

---

১৪. সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ২৮৬, হাদীস নং- ৩০১৬

www.pathagar.com

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের নিজের আমল করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। তবে জীবদ্দশায় তার কৃতকর্মের মধ্য থেকে তিনটি আমল এমন আছে যার প্রতিফল মৃত্যুর পরেও সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এর প্রথমটি হলো- এমন সাদাকাহ বা দান যার কল্যাণ অব্যাহত থাকে। যেমন ঐসব জনহিতকর কাজ যেগুলো থেকে দীর্ঘদিন ধরে মানুষেরা উপকৃত হতে থাকে। রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা ইত্যাদি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়টি হলো- এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যেমন ইসলামী শারী'আহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বলিত পুস্তকাদি প্রণয়ন, এ বিষয়ে পাঠদান, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ইত্যাদি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয়টি হলো- ঐ নেক সন্তান যারা তার জন্য দু'আ করে। এটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবোধক। যেমন সন্তানদেরকে দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে নেক আমলের উপর রেখে গেলে তাদের এসব আমলও মাতা-পিতার জন্য সাদাকাহ হিসেবেই গণ্য। তাছাড়া তারা তাদের পিতা-মাতার পক্ষ হয়ে যেসব নেক কাজ করবে এবং তাদের ক্ষমা ও কল্যাণের জন্য যে দু'আ করবে তা থেকেও তারা উপকৃত হবেন। হাদীসটিতে 'ওয়ালাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবোধক। যা শুধু নিজের ঔরষজাত সন্তানই বুঝায় না, বরং বংশানুক্রমিকভাবে অন্যান্য অধঃস্তনদেরকেও বুঝায়। তাই দুনিয়ায় এভাবে সুসন্তানের ধারা রেখে যেতে পারা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও নেক আমলের মধ্যে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

আলোচ্য হাদীসটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, এখানে আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও নেক আমলের মধ্যে কোন্‌টি একজন ব্যক্তির জীবনে বেশি গুরুত্বের দাবী রাখে তা পরিষ্কার করা হয়েছে। মানুষ অনেক সময় নিজের আমলের ত্রুটি করেও সন্তান-সন্ততি এবং পরিজনদের গুরুত্ব দেয়। কিন্তু নিজের আমলের ত্রুটি করে এমনটি করার কোন যৌক্তিকতা নেই। যেমন নিজের সালাত, সাওম ইত্যাদির ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদের দেখা-শুনা ও শুশ্রুষা করার প্রয়োজন নেই। তাদের প্রতি দায়িত্বপালন এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। তবে তা নিজের কোন মৌলিক 'ইবাদাতকে বিসর্জন দিয়ে নয়। একইভাবে তাদের ভরণপোষণ ও সাহায্য সহযোগিতা করাও আল্লাহপ্রদত্ত একটি মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের নামে রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করা, যেনতেনভাবে সম্পদ আহরণ করা ইত্যাদি

www.pathagar.com

মারাত্মক বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। বরং উভয় দিকের মধ্যে সমন্বয় করে ঐসব দায়িত্ব সঠিকভাবে এবং বিচক্ষণতার সাথে পালন করার মাধ্যমে নিজের সকল কর্মকাণ্ডকেই আমলে সালেহে রূপান্তরিত করাই হলো প্রকৃত মু'মিনের কাজ। তাহলে বৈষয়িক ঐসব দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই নিজের নেক আমলের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। ইসলাম একজন মু'মিনের কাছে এরূপ বিচক্ষণতাই আশা করে।

আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদের প্রতি মায়া করে তাদের ইহকালকে আরো আরামপ্রদ করে দেয়ার জন্য হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে রুজি-রোজগার করতেই থাকা কোন সচেতন মু'মিনের কাজ হতে পারে না। কেননা যা তার সাধ্যের বাইরে তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এটি নিজ হাতে নিজের পায়ে কুড়াল মারারই শামিল। এটি আসলে সন্তানদেরও প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনে না। তাছাড়া হালাল রুজি ভক্ষণ করা 'ইবাদাত কবুলের অন্যতম শর্ত। তাই নিজের 'ইবাদাতকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, আত্মীয় স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালন ও সন্তানদের জন্য সহায় সম্পদ গড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

হাদীসটির শিক্ষা:

- বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে বিপদের সময় যে তার সাথে থাকে তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের আমল নষ্ট করে অন্যের জন্য সম্পদ জমা করে না।
- নেক আমল সর্বদাই ব্যক্তির কল্যাণ বয়ে আনে। আর বদ আমল তাকে অপমাণিত ও অপদস্ত করে।
- মৃত্যুর ফলে ব্যক্তির নিজের আমল করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন নেক আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরও চলমান থাকে।
- প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে ঐসব নেক আমল বেশি পরিমাণে করে যা তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে।
- দীনি শিক্ষা বিস্তারের কাজ এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজও একজন মু'মিনের জন্য তার মৃত্যুর পর অব্যাহতভাবে তাকে ফায়দা দেয়।
- নেক সন্তান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারা ইহকালেও কল্যাণ বয়ে আনে এবং পরকালেও।

www.pathagar.com

- সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের আখিরাতকে নষ্ট করার কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই, যৌক্তিকতাও নেই।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার দায়িত্বের মাঝে সমন্বয় করে চলার যোগ্যতা দিন। এ সকল দায়িত্ব পালনকে নিজের জন্য সাদাকায়ে জারিয়ায় রূপান্তরিত করুন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে আমাদেরকে সিক্ত করুন। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ক্ষমা নসীব করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৩

মহান আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমা করার ব্যাকুলতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদ:

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, তখন আমাদের রব তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: কে আছ যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাবে? আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[১৫]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে

---

১৫. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৮৪, হাদীস নং- ১০৯৪ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫২১, হাদীস নং- ৭৫৮

www.pathagar.com

গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তি কাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে মহান আল্লাহর দয়া, তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমা করার ব্যকুলতা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি চান যে, বান্দারা তাঁর দ্বারস্থ হোক, তাঁর কাছে চাক। বান্দারা ভুল করে করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। আলকোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

"আর তোমাদের পালনকর্তা বলেছেনঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা আমার 'ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই

www.pathagar.com

জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"।[১৬] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[১৭]

আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা কেউ তোমাদের হারানো জিনিস পেয়ে গেলে যত আনন্দিত হও, নিঃসন্দেহে তোমরা কেউ (পাপ করার পর) তাওবাহ করলে মহান আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।[১৮]

ভুল করে ফেলা বা ভুল হয়ে যাওয়া মানুষের বেলায় অতি সাধারণ বিষয়। কিন্তু ভুলের উপর চলতে থাকা বা ভুল থেকে সরে না আসাই হলো অন্যায়। তাই যারা ভুল করার পর অতিসত্বর তা থেকে ফিরে আসে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা পাপ থেকে ফিরে থাকে ও পবিত্রতার পথে চলে"।[১৯]

দিন শেষে রাতের বেলায় বান্দাহ তার প্রভুর কাছে ধরণা দেবে, নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইবে, নিজের সকল প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে বলবে- এটাই প্রভুর পছন্দ। তিনি প্রতি রাতেরই শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আসমানে নেমে এসে বান্দাদেরকে এ আহবানই করতে থাকেন। মানুষেরা স্বভাবগতভাবেই ত্রুটিপ্রবণ। আলোচ্য হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত করে মানুষকে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভের অপার সুযোগ এনে দেয়। তাই এটি মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১৬. আলকোরআনঃ সূরা মু'মিন, ৪০:৬০
১৭. আলকোরআনঃ সূরা আল আ'রাফ, ৭:৫৫
১৮. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১০২, হাদীস নং- ২৬৭৫
১৯. আলকোরআনঃ সূরা আলবাকারাহ, ২:২২২

www.pathagar.com

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটি প্রথমত মহান আল্লাহর অবস্থান নির্দেশ করে। কেননা এতে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হন। আর নাযিল হওয়া উপর থেকে নিচের দিকে হয়। অতএব মহান আল্লাহর অবস্থান উপরে। তাছাড়া কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সপ্ত আকাশের উপরে তাঁর 'আরশে অবস্থান করেন। মহান আল্লাহর অবস্থান সংক্রান্ত এটিই আহলুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের 'আকীদাহ। অনেকে মনে করে যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। একথাটি সঠিক নয়। বরং তাঁর কর্তৃত্ব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তবে তিনি সর্বত্র অবস্থান করেন না।

সাধারণতঃ মানুষ যখন আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তখন সে উপরের দিকে হাত উত্তোলন করেই চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا .

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন, যখন বান্দা তার দিকে দু'হাত উত্তোলন করে।[২০]

এমনকি কোন হিন্দুকেও বলতে শুনা যায় যে, 'উপরওয়ালা দেখছেন, তিনি তোর বিচার করবেন'। একথা সে তখনই বলে যখন কেউ তার অধিকার হরণ করে, অথবা কোন অবস্থাতেই সে তার অধিকার আদায় করতে পারছে না। এ উপরওয়ালা বলতে সে আল্লাহকেই বুঝায়।

এ আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ উপরে আছেন- 'আরশের উপরে। অতএব এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান- একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস, কোরআন সুন্নাহ বিরোধী 'আকীদাহ, আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধী 'আকীদাহ। হাঁ এটা ঠিক যে, তাঁর ক্ষমতা সর্ব বিস্তৃত, সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিসীমায় রয়েছে, সব কিছুর তিনি খবর রাখেন। যেমন তিনি বলেনঃ

إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন"।[২১]

إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।[২২]

---

২০. সুনানুত্ তিরমিযি, হাদীস নং- ৩৫৫১, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ১৪৮৮, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ৩৮৬৫

২১. আলকোরআনঃ সূরা আল 'আনকাবূত, ২৯: ৬২

২২. আলকোরআনঃ সূরা আলবাকারাহ, ২: ২০

www.pathagar.com

এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। যেমন, সূর্য আছে আকাশে। কিন্তু তার আলো সর্বত্র বিস্তৃত। কিন্তু কেউই বলে না যে, সূর্য সর্বত্র বিরাজমান। বরং সূর্য কোথায় জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বলবে, আকাশে। অতএব বিশুদ্ধ 'আকীদাহ হল, মহান আল্লাহ 'আরশের উপর সমাসীন আছেন। কিন্তু কিভাবে আসীন আছেন, তা আমাদের জানা নেই। যেমন ইমাম মালিক (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল كَيْفَ الْإِسْتِوَاءُ অর্থাৎ কিভাবে তিনি আসীন আছেন? তিনি উত্তরে বললেন:

اَلْإِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ .

'ইসতিওয়া' শব্দটি জানা, কিন্তু (এর পদ্ধতি) কিভাবে তা অজানা। এ ব্যাপারে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।[২৩]

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন বলে একথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের ও তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার এবং তাঁর থেকে তা পাওয়ার সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। হাদীসের অন্য বর্ণনা থেকেও একথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: রাতে এমন একটি সময় আছে যাতে কোন মুসলিম ব্যাক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং আখিরাতের কোন কল্যাণ চাইলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দেন। আর এটি প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।[২৪]

দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এসে মহান আল্লাহ বলতে থাকেন: কে আছ যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাবে? আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। অর্থাৎ বান্দাদের নিকটে এসে মহান আল্লাহ প্রতি রাতেই এভাবে তাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভ এবং যাবতীয় কল্যাণ ও ক্ষমা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে থাকেন। এখান থেকে বেশ কিছু বিষয় উপলব্ধি করা যায়। তন্মধ্যে-

---

২৩. শারহুল 'আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত: লেবানন, আর রিসালাহ পাবলিশিং হাউজ), খ. ২, পৃ. ৩৭৩

২৪. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫২১, হাদীস নং- ৭৫৭

www.pathagar.com

প্রথমত: মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ চান যে, বান্দাহ তাঁরই শরণাপন্ন হোক। বান্দাহ তার যে কোন প্রয়োজনের কথা যেন অবশ্যই তার প্রভুর কাছে বলে, অন্য কারো কাছে নয়।

তৃতীয়ত: বান্দাহ যখনই ভুল করে ফেলে তখনই সে যেন তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। বারবার ভুল করলেও সে যেন বারবারই ক্ষমা চায়।

তাই যেসব বান্দাহ ভুল হওয়া মাত্রই মহান আল্লাহর দ্বারস্থ হয়, তিনি তাদেরকে পছন্দ করেন এবং তাদের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সদা ইস্তিগফার করতে থাকে, মহান আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা লাঘব করেন, তার কাঠিন্য দূর করে দেন এবং এমনভাবে তাকে রিয্ক দেন যা সে কল্পনাও করে না।[২৫]

ভুল ও অন্যায় করে ফেলা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই ভুল ও অন্যায় হয়ে গেলেই সে নিন্দনীয় হয়ে যায় না। বরং ভুল ও অন্যায়ের উপর অবিচল থাকলে সে হয় নিন্দনীয়। আর নিজের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করে নিয়ে তা থেকে ফিরে আসলে সে হয় পছন্দনীয়। ভুল পথ থেকে ফিরে আসায় মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে ভালবাসেন। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

২৫. সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১২৫৪, হাদীস নং- ৩৮১৯; সুনান আবী দাউদ, খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদীস নং- ১৫১৮; আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১০, পৃ. ২৮১, হাদীস নং- ১০৬৬৫

www.pathagar.com

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক মানব সন্তানই ভুল করে। আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হলো তারাই যারা বেশি বেশি তাওবাহ করে।[২৬]

হাদীসটির শিক্ষা:

- মহান আল্লাহর অবস্থান সপ্ত আকাশের উপর তাঁর 'আরশে।
- ভুল করে ফেলা মানুষের অভ্যাস আর ক্ষমা করে দেয়া মহান আল্লাহর চিরন্তন রীতি।
- বান্দাহ ভুল করার পর ক্ষমা চাবে এটিই মহান আল্লাহ চান। আর ভুলের উপর অটুট থাকা তিনি একেবারেই অপছন্দ করেন।
- বান্দাহ ভুল করে প্রভুর দ্বারস্থ হলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পছন্দ করেন।
- ভুলের পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। বান্দাহ বারবার ভুল করে যদি বারবার ক্ষমা চায় তাতেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।
- ভুল স্বীকার করে যারা ক্ষমা চান, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন।
- সর্বদা ক্ষমা চাইতে থাকা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কৃপা লাভের উপায়।
- বান্দাহ তার নিজের ভুল থেকে ফিরে আসলে মহান আল্লাহ অত্যধিক খুশী হন।
- ভুলকারীদের মধ্যে তারাই ভাল যারা তাদের ভুল থেকে ফিরে আসে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিজেদের ভুল-ত্রুটিগুলো উপলব্ধি করে তা থেকে ফিরে আসার যোগ্যতা দান করুন। আর ভুল করার পর সাথে সাথে তাওবাহ করে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দিন। এর ওসীলায় পরকালে আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিফল নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

২৬. সুনান আদ দারিমী, খ. ২, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং- ২৭২৭; সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১৪২০, হাদীস নং- ৪২৫১ ও সুনান আত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬৫৯, হাদীস নং- ২৪৯৯

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৪

ঈমান মানব জীবনে সবচেয়ে বড় নি'আমাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِي الْإِيْمَانَ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللهُ الْإِيْمَانَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ . هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মহান আল্লাহ তোমাদের মাঝে স্বভাব চরিত্র ভাগ করে দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি তোমাদের মাঝে রিয্ক ভাগ করে দিয়েছেন। তিনি যাকে পছন্দ করেন আর যাকে পছন্দ করেন না উভয়কেই সম্পদ দান করেন। তবে তিনি ঈমান দান করেন কেবল তাদেরকেই যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। অতএব আল্লাহ যাকে ঈমান দিয়েছেন সে তাঁর পছন্দের ব্যক্তি। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের নাফস, তাঁর শপথ করে বলছিঃ কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ তার অন্তর (ইসলামের বিধানের কাছে) আত্মসমর্পণ করবে না। আর সে ব্যক্তিও মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে না। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম এটিকে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।[২৭]

---

২৭. আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ১৮২, হাদীস নং- ৭৩০১

www.pathagar.com

হাদীসটির বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)। তাঁর মূল নাম 'আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মাস'ঊদ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু 'আব্দ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদিম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। এ কারণে হাদীস বর্ণনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন একজন কিশোর। কোরাইশ গোত্রের এক সর্দার 'উকবা ইবনু আবূ মু'ইতের একপাল ছাগল নিয়ে তিনি মাক্কার গিরিপথগুলোতে চরিয়ে বেড়াতেন। লোকেরা তাকে 'ইবনু উম্মি 'আব্দ' বলে ডাকতো। নাবীজীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাত এবং ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি প্রতিদিন সকালে 'উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। পিপাসায় তাঁদের গলা ও ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দু'টি তাকে সালাম জানিয়ে বললেন, তোমার ছাগলগুলো থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা তা পান করে আমাদের পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নিই।

তাঁদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলি তো আমার নয়। আমি এগুলির রাখাল ও আমানাতদার মাত্র'। লোক দু'টি এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখমন্ডলে উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। তাদের একজন আবার বললেনঃ 'তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি'। ইবনু মাস'ঊদ তখন নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে ইবনু মাস'ঊদ অবাক বিস্ময়ে মনে মনে বলছিলেনঃ 'কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে

www.pathagar.com

নিয়ে বাঁটের নিচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং তাকেও পান করান। ইবনু মাস'ঊদ বলেন: আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে বল্লেন: 'চুপসে যাও'। আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল। তারপর আমি সেই পুণ্যবান লোকটিকে অনুরোধ করলাম: 'আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক। এই পুণ্যবান লোকটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.)। ইবনু মাস'ঊদ (রা.) এর কাছে সেদিন যেমনি এই পুণ্যবান লোক দু'টিকে ভাল লেগেছিল, তাঁদের কাছেও তেমনি ছেলেটির আচরণ, আমানতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে উৎসর্গ করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ছায়ার মত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতেন। সফরে বা ইকামাতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালে তিনি তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাবার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতা খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। হুজরায় অবস্থানকালেও তিনি তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সকল বিষয়ে তাকে অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে 'সাহিবুস সির' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হতো।

তিনি সুললিত কণ্ঠে আলকোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনিই প্রথম মাক্কায় কাফিরদের সামনে প্রকাশ্যে আলকোরআন তিলাওয়াত করেন। 'উমার (রা.) বলেন: একদিন রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবূ বাকর (রা.) এর সাথে কথা বলছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। কিছু সময় পর আমরা বের হয়ে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি মাসজিদে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কোরআন তিলাওয়াত শুনলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন: 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে- সে যেন ইবনু উম্মি 'আব্‌দের পাঠের অনুসরণে কোরআন পাঠ করে'। এরপর ইবনু মাস'ঊদ বসে দু'আ শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস্তে আস্তে তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: 'চাও, দেয়া হবে, চাও, দেয়া হবে'। আলকোরআনের বিধানাবলী তিনি নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে চলতেন। এক হাদীসে তিনি বলেন: আমরা আলকোরআনের দশটি আয়াতকে অতিক্রম করতাম না যতক্ষণ না সেই দশটি আয়াতকে বাস্তবে রূপায়ন করতাম। তিনি একাধারে ছিলেন হাফিয, মুহাদ্দিস এবং 'আবিদ। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দিয়ে আলকোরআন পাঠ করাতেন এবং নিজে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন।

ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মাদীনায় হিজরাত করেন। ৩২ হিজরী মোতাবেক ৬৫২ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

ঈমান মানব জীবনে মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নি'আমাত। মানুষের চরিত্র, রিয্‌ক, মান-সম্মান ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর দান। এগুলো কেবল নিজের ইচ্ছায় কেউ অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ যাকে যতটুকু দেন ততটুকুই সে অর্জন করতে পারে। তাই সকল কিছু কেবল তাঁরই কাছে চাওয়া মানুষের কর্তব্য। তবে বান্দাহকে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি তার চাওয়ার অপেক্ষা করেন না। বরং ভাল এবং মন্দ প্রত্যেককেই তার চেষ্টা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন। তবে যারা তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে তাঁর কাছে চাইতে থাকে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁর এই অপার করুণার স্বীকৃতি দিতেই তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

"বল: রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান করো। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা হয় রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান

www.pathagar.com

করো, আর যাকে চাও অপমানিত করো। যা ভালো তা তোমারই ইখতিয়ারে আছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান"।[২৮]

অতএব, বৈষয়িক সুখ-সুবিধা, সম্মান-মর্যাদা ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়। শুধু ব্যক্তির আশা-আকাংখা ও যোগ্যতা-অযোগ্যতার ভিত্তিতেই নয়। তবে ঈমানের নি'আমাত লাভ করা এবং কল্যাণের পথে চলার মানসিকতা অর্জন করা মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া হতেই পারে না। তাঁর পছন্দনীয় বান্দারাই কেবল এই নি'আমাত লাভ করে থাকে। যারা এই নি'আমাত প্রাপ্ত হয় তারা বৈষয়িক আর কী পেল অথবা পেল না তার তোয়াক্কা করে না। তারা মহান প্রভুর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা ভিক্ষা করতেই থাকে।

আলোচ্য হাদীসের বক্তব্যও তাই। একজন মু'মিনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো সৎ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও প্রতিদান হিসেবে জান্নাত লাভ। বৈষয়িক অন্যান্য প্রাপ্তি তাকে অহংকারে মাতিয়ে তোলে না। কিংবা অপ্রাপ্তিতেও সে বিচলিত হয়ে যায় না। তাই তার সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সে সৃষ্টির কল্যাণ ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি খোঁজে বেড়ায়। এ হাদীস আমাদেরকে বৈষয়িক সুখ-শান্তি অথবা বিপদ-মুসীবাত দেখে নিজেদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হওয়ার সঠিক পন্থা বলে দিয়েছে। তাই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটির শুরুতেই মানুষের চরিত্র-মাধুর্য ও বৈষয়িক সুখ-সুবিধা ইত্যাদি সবই যে মহান আল্লাহর দান- একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আল্লাহর দেয়া এসব অনুগ্রহ ও অনুদানের মধ্যে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই নি'আমাত প্রাপ্ত হলে আমাদের করণীয় কী, তা বলে দিয়েছেন। আর চরিত্র বলতে এখানে মানবিক গুণাবলী এবং রিয্‌ক বলতে বৈষয়িক সুবিধাদি বুঝানো হয়েছে।

বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি মানুষের ভাল বা মন্দ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে না। এটি বান্দাহর প্রতি মহান আল্লাহর সাধারণ অনুদান ও অনুগ্রহ। আবার কাউকে কাউকে কখনো কখনো সম্পদ দিয়ে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীনও করে থাকেন। তাই অধিক ধন-সম্পদ প্রাপ্তির কারণে কাউকে আল্লাহর খুব প্রিয়ভাজন বলা যাবে না। আবার অত্যধিক অভাব অনটনে থাকার কারণে কাউকে আল্লাহর বিরাগভাজনও

---

২৮. আলকোরআনঃ সূরা আলি 'ইমরান, ৩:২৬

www.pathagar.com

ভাবা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আবূ সা'ঈদ আল খুদরীর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ : إِنَّ الرِّزْقَ لاَ تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ وَلاَ تُزِيْدُهُ الْحَسَنَةُ وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ .

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত: পাপের কারণে রিয্ক কমে না। পুণ্যের কারণেও রিয্ক বাড়ে না। তবে দু'আ (আল্লাহর কাছে চাইতে থাকা) ছেড়ে দেয়া অন্যায়।[২৯]

অর্থাৎ পাপের কারণে রিয্ক এর কমতি হয় না। আর পুণ্যের কারণেও রিয্ক এর বৃদ্ধি হয় না। তবে মহান আল্লাহর কাছে চাইতে থাকাই মানুষের দায়িত্ব।

আলোচ্য হাদীসটিতে ধন-সম্পদ এবং ঈমানকে পরস্পরের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। ধন-সম্পদ দিয়ে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা, আরাম-আয়েশ, মান-মর্যাদা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর ঈমান দিয়ে নৈতিক গুণাবলী ও উন্নত স্বভাব-চরিত্র বুঝানো হয়েছে। মু'মিন কখনো বৈষয়িক এসব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে বিচলিত হয় না। তার প্রকৃত লক্ষ্য থাকে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালে জান্নাত লাভ। তাই বৈষয়িক প্রাপ্তিতে সে অহংকারী হয়ে নিজের মূল কাজ ছেড়ে দেয় না। আবার অপ্রাপ্তির কথা ভেবেও হতাশ হয়ে যায় না। আর এ উভয় অবস্থাই তার জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনে। এক হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بن أبِي لَيْلَى عن صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

'আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা সুহাইবের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মু'মিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক। তার সকল অবস্থাই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কারো বেলায় এমনটি হয় না। তার যদি সুখকর কিছু হয়, তাতে সে শুকরিয়া করে। ফলে তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আবার তার যদি দু:খকর কিছু হয়, সে ধৈর্য্য ধারণ করে। ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।[৩০]

---

২৯. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ২০২, হাদীস নং- ১৬৬১০

৩০. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২২৯৫, হাদীস নং- ২৯৯৯

www.pathagar.com

আলোচ্য হাদীসটির শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানালেন যে, ঈমান এবং আমলের নি'আমাত মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই দিয়ে থাকেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন। যারা তাঁর বিরাগভাজন তাদেরকে তিনি এ নি'আমাত দেন না। অতএব একজন মু'মিন যখন তার প্রভুর কাছ থেকে এ নি'আমাত প্রাপ্ত হয় তখন তার উচিত নিজের দেহ-মন উৎসর্গ করে দিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া এবং নিজের যাবতীয় অনাচার ও অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রেহাই দেওয়া। তবেই সে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে অভিহিত হবে।

হাদীসটির শিক্ষা:

- ঈমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ।
- মানুষের সুখ-দু:খ, ঈমান-আমল সবই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।
- দুনিয়ার সুখ-শান্তি মানুষের সততার পরিচয় বহন করে না।
- মহান আল্লাহর কাছে অব্যাহতভাবে চাইতে থাকাও একটি 'ইবাদাত।
- ঈমানদার হতে পারা মহান আল্লাহর এক অপার করুনা।
- ঈমানদার ব্যক্তি নি:সন্দেহে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন। তবে মালদার ব্যক্তি তাঁর প্রিয়ভাজন হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।
- দুনিয়ায় অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া ভাল-মন্দের মাপকাঠি নয়।
- শুধু বাহ্যিক কর্ম দিয়েই নয়, অন্তরের দিক দিয়ে যে মুসলিম সেই প্রকৃত মুসলিম।
- প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যেসব নি'আমাত দান করেছেন তা উপলব্ধি করে তাঁর যথাযথ শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করুন। ঈমানের দাবী অনুযায়ী পথ চলে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের যোগ্যতা দিন। আত্মম্ভরিতা ও অহংকার পরিহার করে সদা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে ব্রতী হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৫

তাওবার ফযীলত

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক মানব সন্তানই ভুল করে। আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হলো তারাই যারা বেশি বেশি তাওবাহ করে।[৩১]

রাবী/ বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালা হতেন।

---

৩১. সুনান আদ দারিমী, খ. ২, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং- ২৭২৭; সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১৪২০, হাদীস নং- ৪২৫১ ও সুনান আত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬৫৯, হাদীস নং- ২৪৯৯

www.pathagar.com

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[৩২] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। বহু

---

৩২. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে পাঠান। তখন থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর।

দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

ভুল ও অন্যায় করে ফেলা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই ভুল ও অন্যায় হয়ে গেলেই সে নিন্দনীয় হয়ে যায় না। বরং ভুল ও অন্যায়ের উপর অবিচল থাকলে সে হয় নিন্দনীয়। আর নিজের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করে নিয়ে তা থেকে ফিরে আসলে সে হয় পছন্দনীয়। ভুল পথ থেকে ফিরে আসায় মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে ভালবাসেন। আমাদের আলোচ্য হাদীসের এটিই প্রতিপাদ্য।

বান্দাহ যখন কোন ভুল করার পর সে ভুল থেকে ফিরে আসে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা কেউ তোমাদের হারানো জিনিস পেয়ে গেলে যত আনন্দিত হও, নি:সন্দেহে তোমরা কেউ (পাপ করার পর) তাওবাহ করলে মহান আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।[৩৩]

ভুল করে ফেলা বা ভুল হয়ে যাওয়া মানুষের বেলায় অতি সাধারণ বিষয়। কিন্তু ভুলের উপর চলতে থাকা বা ভুল থেকে সরে না আসাই হলো অন্যায়। তাই যারা

---

৩৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১০২, হাদীস নং- ২৬৭৫

www.pathagar.com

ভুল করার পর অতিসত্বর তা থেকে ফিরে আসে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা পাপ থেকে ফিরে থাকে ও পবিত্রতার পথে চলে"।[৩৪]

যেসব বান্দাহ ভুল হওয়া মাত্রই মহান আল্লাহর দ্বারস্থ হয়, তিনি তাদের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, তাদের জটিলতা কাটিয়ে দেন এবং তাদের রিয্ক প্রসারিত করে দেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সদা ইস্তিগফার করতে থাকে, মহান আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা লাঘব করেন, তার কাঠিন্য দূর করে দেন এবং এমনভাবে তাকে রিয্ক দেন যা সে কল্পনাও করে না।[৩৫]

আলোচ্য হাদীসে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগত কারণে ভুল করে ফেললেও অতিসত্বর তাওবার মাধ্যমে সেই গুনাহ থেকে ফিরে আসার আহবান করেছেন। এই আহবানে সাড়া দিয়ে একদিকে মানুষ অন্যায়ের পথ থেকে বিরত থাকতে পারে, অপরদিকে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও আনুকূল্য লাভে ধন্য হতে পারে। তাই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে ভুল করার যে সাধারণ প্রবণতা তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষেরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। কেউ ভুল কম করে আর কেউ করে বেশি। তবে ভুল হয়ে গেলেই মানুষটি পঁচে যায় না। বরং নিজের ভুল বুঝা মাত্রই যে ব্যক্তি তা স্বীকার করে নেয় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে সে হয় মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর

---

৩৪. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২২২

৩৫. সুনান ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১২৫৪, হাদীস নং- ৩৮১৯; সুনান আবী দাউদ, খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদীস নং- ১৫১৮; আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১০, পৃ. ২৮১, হাদীস নং- ১০৬৬৫

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি ভুল জানার পরও তা আকড়ে ধরে থাকে, সে হয় অধম। সে মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয় এবং তাঁর রহমত থেকে হয় বঞ্চিত। মহান আল্লাহ বলেন:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً .

"তা ('আযাব) থেকে তারাই বেঁচে থাকবে, যারা (গুনাহের পর) তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। আল্লাহ এসব লোকের মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে বদলে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান"।[৩৬] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوْنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيْماً . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً .

"আল্লাহ সেইসব লোকদের তাওবাহই কবুল করেন, যারা অজ্ঞতা বা ভুলবশত মন্দ কাজ করে ফেলে এবং পরক্ষণেই ভীষণ অনুতপ্ত হয় ও তাওবাহ করে। এরাই সেইসব লোক আল্লাহ যাদের তাওবাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। ঐসব লোকদের অনুতপ্ত হওয়া বা তাওবাহ করা নিষ্ফল, যারা মন্দ কাজ চালিয়ে যেতেই থাকে। অত:পর যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে হাজির হয়, তখন সে বলে: 'আমি এখন তাওবাহ করছি'। আর ঐসব লোকদের তাওবাহও নিষ্ফল, যাদের মৃত্যু হয় কুফরীতে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায়। এসব লোকদের জন্যেই আমরা প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব"।[৩৭] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ .

---

৩৬. আলকোরআন: সূরা আলফুরকান, ২৫:৭০

৩৭. আলকোরআন: সূরা আন্‌নিসা, ৪:১৭-১৮

www.pathagar.com

"আরও কতক লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের ভাল ও মন্দ আমল মিশে আছে। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের উপর মেহেরবান হয়ে যাবেন। আল্লাহ তো নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান"।[৩৮]

আর তাই যেসব বান্দাহ ভুল করার পর অতিসত্বর তা থেকে ফিরে আসে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা পাপ থেকে ফিরে থাকে ও পবিত্রতার পথে চলে"।[৩৯]

ভুল হয়ে যাওয়া মানুষের বেলায় একেবারেই স্বাভাবিক এবং ভুল থেকে ফিরে আসাই সফলতার পথ। এ কারণেই মহান আল্লাহ সকল মু'মিনকেই তাওবাহ করার প্রতি আহবান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَتُوبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে (তাঁর দিকে) ফিরে আসো, যাতে করে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো"।[৪০]

এ আয়াতে মু'মিন নর-নারীদেরকে পর্দার বিধান দেয়ার পর মহান আল্লাহ তাদেরকে পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দেয়া (সঠিক) পথে ফিরে আসার আহবান করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, এটিই সফলতার পথ।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাওবাহ করো (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসো) আল্লাহর দিকে শুদ্ধ একনিষ্ঠ তাওবাহ। তাহলে অবশ্যই তোমাদের প্রভু তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচে দিয়ে নদ-নদী বহমান থাকবে"।[৪১]

---

৩৮. আলকোরআন: সূরা আত্তাওবাহ, ৯:১০২
৩৯. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২২২
৪০. আলকোরআন: সূরা আন্নূর, ২৪:৩১
৪১. আলকোরআন: সূরা আত্তাহরীম, ৬৬:৮

www.pathagar.com

আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খাত্তাউন' (خَطَّاءٌ) এবং 'তাওয়্যাবুন' (تَوَّابٌ) শব্দ দু'টো ব্যবহার করেছেন। এ দু'টো শব্দই 'আল ইসমুল ফা'ইলু লিলমুবালাগা' (اَلْإِسْمُ الْفَاعِلُ لِلْمُبَالَغَةِ) তথা কর্তার গুণে দৃঢ়তা ও আধিক্য বুঝাবার জন্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত। 'খাত্তাউন' হলো যে বেশি বেশি ভুল করে, আর 'তাওয়্যাবুন' হলো যে বেশি বেশি তাওবাহ করে। অর্থাৎ বেশি বেশি ভুল করা মানুষের স্বভাব। আর মানুষদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা ভুল হয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে বেশি বেশি তাওবাহ করে।

তাওবাহ এর পরিচয়:

তাওবাহ (تَوْبَةٌ) শব্দটি আরবী ক্রিয়ামূল। যার অর্থ ফিরে আসা। এর থেকে ক্রিয়ার রূপ হলো- তাবা, ইয়াতূবু (تَابَ – يَتُوْبُ)। কোন ব্যক্তি যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে আসে, তখন বলা হয় যে, সে তাওবাহ করেছে। অর্থাৎ ভুল পথ থেকে ফিরে এসেছে। তাই মহান আল্লাহর বেলায় এর অর্থ দাঁড়ায়- বান্দাহর তাওবাহ কবুল করা। বান্দাহ নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে এসে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ করলে তিনি তার তাওবাহ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ ভুলের কারণে বান্দাহর প্রতি তাঁর যে অসন্তুষ্টি ছিল তা তিনি উঠিয়ে নেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। মহান আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"অত:পর যে যুলম করার পর তাওবাহ করে (ক্ষমা চায়) এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু"।[৪২] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى .

"অবশ্য যে তাওবাহ করে (ক্ষমা চায়), ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং এরপর সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল"।[৪৩]

অতএব, বান্দাহর বেলায় তাওবাহ করার অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া। আর মহান আল্লাহর বেলায় তাওবাহ করার অর্থ হলো ক্ষমা করে দেয়া। ক্ষমা করে দেয়াকে

---

৪২. আলকোরআন: সূরা আলমায়িদাহ, ৫:৩৯

৪৩. আলকোরআন: সূরা তোয়াহা, ২০:৮২

www.pathagar.com

তিনি পছন্দ করেন। যারা তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তাদেরকেও তিনি অধিক পছন্দ করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ এই ঘোষণা তিনি দেননি যে, যারা কখনো ভুল করে না তাদেরকে তিনি অধিক পছন্দ করেন।

তাওবাহ কবুলের শর্ত:

ড. মুহাম্মদ হাসান আল হুমাইসী বলেন: 'আলিমগণের মতে, সকল পাপ থেকেই তাওবাহ করা ওয়াজিব। পাপটি যদি এমন হয় যা বান্দাহ ও আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অপর বান্দাহর এখানে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তাহলে তাওবাহ কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। যথা- (১) সেই পাপের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, (২) পাপটির ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া এবং (৩) ভবিষ্যতে আর কখনো তা না করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। এই তিন শর্তের কোন একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেই তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সেই পাপটি কোন বান্দাহর হক সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তাওবাহ কবুলের জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্তের সাথে আরো একটি শর্ত যুক্ত হবে। তা হলো- সংশ্লিষ্ট বান্দাহর সাথে বিষয়টি মিটিয়ে নেয়া।[৪৪]

তাওবাহকারী মহান আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তিনি চান যে, তাঁর বান্দাহ ভুল করে ফেললেও অতিসত্তর ভুল থেকে ফিরে আসুক এবং তাঁরই কাছে ধরনা দিক। তাই পাপ যত বড়ই হোক, বান্দাহ যদি সেই পাপ ছেড়ে দেয় এবং অনুতপ্ত হয়ে আর কখনো এই পাপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু বিষয়টি যদি অপর কোন বান্দাহর হক সম্পর্কিত হয় তাহলে কেবল তখনি মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করেন যখন বান্দাহ তার অপর ভাইয়ের সাথে বিষয়টি মিটিয়ে তারপর তাওবাহ করে। এথেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের পারস্পরিক অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং তিনি নিজে তাতে হস্তক্ষেপ করেন না। উপরন্তু একে অপরকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে উৎসাহিত করেছেন। তাই আল্লাহর হকের পাশাপাশি বান্দাহদের হকের বিষয়কেও আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আর বান্দাহরা যেহেতু একে অপরকে ছাড় দিতে চায় না, ক্ষমা করতে চায় না, তাই তাদের হকের

---

৪৪. মুফরাদাতুল কোরআন (তাফসীর ওয়া বায়ান), ড. মুহাম্মদ হাসান আল হুমাইসী (বৈরুত: দারুর রাশীদ, তা.বি.), পৃ. ৩৫৩

www.pathagar.com

কোনরূপ ব্যত্যয় যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে আমাদের সকলের সাবধান হওয়া উচিত।

হাদীসটির শিক্ষা:

- ভুল করা মানুষের সহজাত বিষয়।
- ভুল স্বীকার করে অতিসত্তর তা থেকে ফিরে আসা এক মহৎ গুণ।
- ভুল জেনেও স্বীকার না করা এবং তা আকড়ে ধরে থাকা বড়ই অপরাধ।
- ক্ষমা করে দেয়া মহান আল্লাহর অতি পছন্দ।
- বান্দারাও একে অপরকে ক্ষমা করে দিক এটিই মহান আল্লাহ চান।
- যারা অতীতের ভুল স্বীকার করার পর সৎ কাজের উপর অবিচল হয়ে যান, মহান আল্লাহ তাদের অতীতের পাপরাশিকে পূণ্যে পরিণত করে দেন।
- যারা জীবনেও ভুল করে না তারা মহান আল্লাহর পছন্দনীয় নয়; বরং যারা ভুল করে অতিসত্তর তাওবাহ করে তারাই তাঁর কাছে পছন্দনীয়।
- মহান আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া খুবই সহজ; কিন্তু কোন বান্দাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া এত সহজ নয়।
- বান্দাহর হকের ব্যাপারে আমাদের খুবই সচেতন থাকা উচিত।
- যারা ভুল করেও জেনে শুনে তার উপর অবিচল থাকে তারা সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। আর যারা ভুল হলে তা স্বীকার করে নেয় এবং তাওবাহ করে তা থেকে ফিরে আসে তারাই সর্বোত্তম মানুষ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে অতিসত্তর নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন। একই ভুল বারবার না করে নিজেকে শুধরাবার যোগ্যতা দান করুন। এর মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও ক্ষমা নসীব করুন এবং পরকালে আমাদেরকে জান্নাত লাভে ধন্য করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৬

বর নির্বাচনে দীনদারীর গুরুত্ব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র (তোমাদের কনের জন্য) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তোমরা তার সাথে তোমাদের কনেকে বিয়ে দাও। আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে দুনিয়া ফিতনা-ফাসাদে ভরে যাবে।[৪৫]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন।

---

৪৫. সুনানুত তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৩৯৪, হাদীস নং- ১০৮৪

www.pathagar.com

একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তি কাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে বিয়ের জন্য বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে গুণটি অধিকতর বিবেচনাযোগ্য তা আলোকপাত করা হয়েছে। বিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে একটি পবিত্রতম সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। এই সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী কোন সম্পর্ক নয়। এটি একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক। আর এ সম্পর্ক শুধু তাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দু'জনকে কেন্দ্র করে দু'টি বিশাল জনগোষ্ঠি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ বন্ধনের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ বন্ধনের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা মানবকুলের মাঝে আত্মীয়তার দু'টি ধারা চালু করে দেন এবং পরস্পরের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً .

www.pathagar.com

"তিনি ঐ সত্ত্বা, যিনি পানি থেকে একটি মানুষ পয়দা করেছেন। তারপর এ থেকে একটি বংশগত ও অপরটি শ্বশুর পক্ষ- এ দু'টো আত্মীয়তার ধারা সৃষ্টি করেছেন। আপনার রব বড়ই শক্তিশালী"।[৪৬]

বৈবাহিক সম্পর্ক একটি পবিত্র সম্পর্ক। এর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের বংশ বিস্তার চান। তাই তিনি আমাদেরকে নেক সন্তান প্রত্যাশা করতে বলেছেন এবং তাদের সমন্বয়ে ঈমানদার ও মুত্তাকীদের সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আর এ লক্ষ্যেই তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে এভাবে দু'আ করতে শিখিয়েছেন:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً .

"আর (রাহমানের বান্দা হলো তারা) যারা দু'আ করে বলতে থাকে যে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এমন বানাও, যেন আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী করো"।[৪৭]

বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গঠিত হয় সে পরিবারের নেতৃত্বে থাকে বর তথা স্বামী। পরিবারটিকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নেতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আর তাই কনের জন্য নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম অভিভাবকদেরকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বলে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَرِقُّ عَتِيْقَتَهُ . وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوْعًا وَالْمَوْقُوْفُ أَصَحُّ وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .

আসমা বিনতি আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বিবাহ হলো একটি শৃংখল (সামাজিক বন্ধন)। কাজেই তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে তোমরা তোমাদের কনেকে কোথায় শৃংখলিত করছ। বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সূত্রে (মারফূ' বর্ণনা হিসেবে)ও এসেছে, আবার সরাসরি সাহাবীর সূত্রে (মাওকূফ বর্ণনা হিসেবে)ও এসেছে। তবে সাহাবীর সূত্রে আসাটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।[৪৮]

বৈবাহিক সম্পর্কের প্রভাব বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে বলেই ইসলাম এ সম্পর্ক গড়ার আগে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে পরস্পরকে নির্বাচনের

---

৪৬. আলকোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৫৪

৪৭. আলকোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৭৪

৪৮. সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ১৩২৫৯

www.pathagar.com

ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে ভুল হলে সারা জীবনই এর মাশুল গুনতে হয়। আর সঠিক সিদ্ধান্তের সুফলও তেমনি সারা জীবন উপভোগ করা যায়। ইসলাম বর ও কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়টি অধিকতর বিবেচনার যোগ্য তা জানতে পারি। তাই মানব জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত বিবেচ্য বিষয়গুলোর কোন বর্ণনা না দিয়েই কেবল একটি গুণের ব্যাপারে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, তোমরা হয়ত তোমাদের কনেকে বিয়ে দেয়ার জন্য চিন্তা করলে তার জন্য এমন বরই খোঁজে বেড়াও যার মধ্যে দৈহিক সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু তার সৎ চরিত্র ও দীনদারী হয়ত তোমাদের কাছে তেমন গুরুত্বের বিষয় বলে মনে হয় না। আসলে এই শেষোক্ত বিষয়টিই বরের জন্য সবচেয়ে কাংখিত যোগ্যতা। তাই এ যোগ্যতাটি পেয়ে গেলে তোমরা অন্যান্য যোগ্যতার কমতি দেখে তাকে ফিরিয়ে দিও না। এভাবে বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন আমাদের মনের ভিতরকার বাস্তব অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করলেন এবং এসব বিবেচ্য বিষয়কেও অনুমোদন করলেন। তবে দীনদারীর বিষয়টিকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করার নির্দেশ দিলেন। এবং তা না করলে দুনিয়ায় যে বিশৃংখলা নেমে আসতে পারে সে ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করলেন। কেননা এ বরই হলো সমাজের নেতা। সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য নেতার ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। দীনদারী ও সৎচরিত্রই মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। বৈষয়িক অন্য কোন দক্ষতা বা গুণাগুণকেই এর সাথে তুলনা করা চলে না। যাদের মধ্যে এ গুণ থাকে তারা সর্বদাই মহান আল্লাহকে ভয় করে চলে। আর সদা আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে বলেই তারা নিজেরাও কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না এবং অন্যদেরকেও তা প্রশ্রয় দেয় না। ফলে তাদের নেতৃত্বে সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে উঠে। আল কোরআনে মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেনঃ

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পারো। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন"।[৪৯]

তাই একজন দীনদার বরই হলো একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবারের সোপান।

বর নির্বাচনে দীনদারীকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণঃ

বর হলো স্ত্রীর জন্য প্রশান্তির উৎস, তার পরিচালক, জীবনসঙ্গী, বাড়ির কর্তা, সন্তানদের বাবা ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সন্তানেরা মূলতঃ তারই উত্তরাধিকারী হয়। তার আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সন্তানদের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই একজন দীনদার, সৎ ও চরিত্রবান বর নির্বাচনের ব্যাপারে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

পরিবারের কর্তা হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে মূলতঃ স্বামীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাই তিনি দীনদার না হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দ্বারা এমন সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে যা তার নিজের অথবা পরিবারের অন্য কারো জন্যেই উপকার বয়ে আনবে না। পরিবারের অন্যরা চাইলেও অনেক সময় দীনের বিধান পরিপালন করতে পারবে না। আমাদের সমাজের কতক পুরুষদের মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা হলো- তারা নিজেরা নামায না পড়লেও চায় যে, তার বউটা যেন অবশ্যই নামাযী হয়। সে নিজে পর্দা মেনে না চললেও চায় যে, তার বউটা যেন অবশ্যই পর্দা মেনে চলে। কিন্তু তার এই চাওয়াটা মোটেও যুক্তিসংগত নয়। কেননা নারী ও পুরুষের মধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষের হাতে। এই কর্তা যদি বেদীন হয় তাহলে তার অধীনস্থ লোকেরা চাইলেও দীনদার থাকতে পারবে না। কর্তা/নেতার আদর্শেই অধীনস্তরা আদর্শবান হয়ে থাকে। এ কারণে ঘরের কর্তৃত্বে থাকা সে পুরুষটির দীনদার হওয়া আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

৪৯. আলকোরআনঃ সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১৩

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য হাদীসে কনের অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ . إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র (তোমাদের কনের জন্য) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তোমরা তার সাথে তোমাদের কনেকে বিয়ে দাও। আর তা না করলে দুনিয়া ফিতনা-ফাসাদে ভরে যাবে।[৫০]

অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে,

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَكُمْ من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرض وَفَسَادٌ . قالوا يا رَسُولَ اللّٰهِ وان كان فيه؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

আবূ হাতিম আল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র (তোমাদের কনের জন্য) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তোমরা তার সাথে তোমাদের কনেকে বিয়ে দাও। আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে দুনিয়া ফিতনা-ফাসাদে ভরে যাবে। সাহাবীরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তার মধ্যে (অন্যান্য) কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে? তখন তিনি তিন তিন বার করে একথা বললেন যে, যদি এমন কেউ তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে বিয়ে দাও।[৫১]

কনে নিজে পর্যাপ্ত দীনদার হলে কি বর দীনদার না হলে চলে না?

আমাদের সমাজের কোন কোন কনের অভিভাবক মনে করেন যে, আমার কনে তো যথেষ্ট দীনদার। সুতরাং সে তার বেদীন স্বামীকে আস্তে আস্তে সংশোধন করে

---

৫০. সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ১৩২৫৯

৫১. সুনানুত তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫, হাদীস নং- ১০৮৫ ও সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ১৩২৫৯

www.pathagar.com

নিতে পারবে। এ কারণে তারা বরের বেলায় এ গুণটির চেয়ে অন্যান্য গুণকেই বড় করে দেখেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। একদিকে শয়তানের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে নেতৃত্বের অলংঘনীয় প্রভাব বাস্তবে তা হতে দেয় না। এ কারণেই কনের প্রভাবে বরের চরিত্র বদলে গিয়ে তিনি খুব ভাল হয়ে গিয়েছেন এমন ঘটনা একেবারেই অপ্রতুল। বরং বিবাহের আগে যে মেয়েটি তাহাজ্জুদে অভ্যস্থ ছিল এবং শার'ঈ পর্দা মেনে চলতো, বেনামাযী ও বেপর্দা বরের সাথে বিয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে প্রথম দিনই তাহাজ্জুদ হারায়। আর অল্প দিনের ব্যবধানে সে তার ফারয নামায এবং পর্দাও ছেড়ে দেয়ার ঘটনা অপ্রতুল নয়। ইসলাম তাই বিবাহের ক্ষেত্রে 'কুফু' বা সমতার কথা বলেছে। অর্থাৎ ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক গুণে তাদের দু'জনেরই কাছাকাছি মানের হওয়া উচিত। সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেন:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

"যিনাকারী পুরুষ যেন যিনাকারিণী মহিলা বা মুশরিক মহিলা ছাড়া বিয়ে না করে এবং যিনাকারিণীকে যিনাকারী পুরুষ বা মুশরিক ছাড়া যেন বিয়ে না করে। এসব মু'মিনদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে"।[৫২]

অতএব বর এবং কনে উভয়ের নির্বাচনের বেলায়ই দীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। বরং অন্য সব গুণাগুণের ক্ষেত্রেও তাদের উভয়েরই কাছাকাছি মানের হওয়া উত্তম। তাহলে তা তাদের মাঝে সুমধুর সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। গুণাগুনের ক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হলে তা একদিন না একদিন সমস্যার সৃষ্টি করে।

হাদীসটির শিক্ষা:

- বিবাহের ক্ষেত্রে অন্য সকল কিছুর চেয়ে দীনদারী ও চারিত্রিক গুণাগুণ অগ্রগণ্য।
- মানুষেরা তাদের নেতার আদর্শে আদর্শবান হয়।
- স্বামীর দীনদারী স্ত্রীর দীনদারীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

৫২. আলকোরআন: সূরা আন নূর, ২৪:৩

www.pathagar.com

- মহান আল্লাহ পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্বশীল করেছেন, আর কর্তার চারিত্রিক গুণাগুণ দ্বারা তার অধীনস্থরা প্রভাবিত হয়।
- চারিত্রিক যোগ্যতা ও দীনদারী রাতারাতি তৈরী হয় না। এর জন্য বাল্যকাল থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ জরুরী।
- অন্যান্য বৈষয়িক গুণাগুণ না থাকলেও তা পারিপার্শ্বিক কারণে পরে হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু দীনদারীর ভিত্তি না থাকলে তা পরে হয়ে যাওয়া অনিশ্চিত।
- বর ও কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'কুফু' বা সমতার ব্যাপারে খেয়াল রাখা জরুরী। বিভিন্ন গুণে তারা উভয়ে সমান না হলেও অন্তত কাছাকাছি মানের হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সুমধুর হয়। কোন কোন গুণে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হলেই একসময় তা বিশৃংখলা ও মনোমালিন্যের কারণ ঘটায়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বর এবং কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীনি গুণাগুণকে প্রাধান্য দেয়ার তাওফীক দান করুন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে আমাদের পরিবারগুলোকে শান্তির আঁধার করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৭

শত্রুর মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্ব

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

'উকবাহ ইবনু 'আমির আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছিঃ 'আর কাফিরদের মোকাবিলায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ করো' (সূরা আলআনফালঃ ৬০)। জেনে রাখো, শক্তি হলো তীরন্দাযী। জেনে রাখো, শক্তি হলো তীরন্দাযী। জেনে রাখো, শক্তি হলো তীরন্দাযী।[৫৩]

রাবী / বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

তাঁর নাম 'উকবাহ, ডাকনাম আবূ 'আমর, পিতার নাম 'আমির। বানূ জুহানা গোত্রের লোক তিনি। তাই তাঁকে আল জুহানী বলা হয়। উহুদ যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরূদ্ধে লড়েন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খালীফাহ 'উমারের খিলাফাতকালে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর আরো বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন।

জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে 'উকবাহ (রা.) ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কোরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, ফারায়িয ও কাব্য ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবস্থান ছিল। 'আল্লামাহ যাহাবী বলেন- তিনি ছিলেন একাধারে ফাকীহ, 'আল্লামাহ, আল্লাহর

---

৫৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৫২২, হাদীস নং- ১৯১৭

www.pathagar.com

কিতাবের কারী, ফারায়িয শাস্ত্রের তত্বজ্ঞানী, প্রাঞ্জল ভাষী ও উঁচুমানের একজন কবি।

তিনি ছিলেন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। অত্যন্ত আবেগ ও আগ্রহের সাথে তিনি কোরআনের তিলাওয়াত শিক্ষা করতেন। কোন কোন সূরা তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। গভীর রাতে তিনি সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ কান লাগিয়ে সে তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন। তিনি নিজ হাতে পবিত্র কোরআনের একটি সংকলন তৈরী করেন। হিজরী নবম শতক পর্যন্ত মিসরের জামি' 'উকবাহ ইবনু 'আমির নামক মাসজিদে এ কপিটি সংরক্ষিত ছিল। কপিটির শেষে লেখা ছিল- 'এটি 'উকবাহ ইবনু 'আমির আল জুহানী লিখেছেন'। এটি ছিল পৃথিবীতে প্রাপ্ত আলকোরআনের প্রাচীনতম কপি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবা করা ছিল তাঁর অন্যতম নেশা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতই সম্মান করতেন যে, তাঁর বাহনের উপর বসাকেও বেআদবী বলে মনে করতেন। একবার তিনি সফরে নির্ধারিত খিদমাতের দায়িত্ব পালন করছেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারী পশুটি থামিয়ে বসিয়ে দেন। সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে এসে তিনি বলেন: 'উকবাহ, তুমি বাহনের পিঠে সওয়ার হও। 'উকবাহ বললেন: সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার বাহনে সওয়ার হব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও নির্দেশ দিলেন। 'উকবাহ একই উত্তর দিলেন। অবশেষে বারবার পীড়াপীড়ির পর আদেশ পালনার্থে 'উকবাহ বাহনের পিঠে উঠে বসেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশুটির লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে তাঁকে প্রায়ই নিজের বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে চলতেন। এ কারণে তাঁকে 'রাদীফু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর বাহনের পিছনে আরোহনকারী বলে ডাকা হত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি একেবারে পিছিয়ে নন। তাঁর বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা পঞ্চান্নটি। এর মধ্যে সাতটি হাদীস মুত্তাফাক 'আলাইহি। আর একটি হাদীস ইমাম বুখারী ও সাতটি হাদীস ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অনেক বড় বড় সাহাবী দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে তাঁর কাছে হাদীস শুনার জন্য আসতেন। আবূ আইউব আল

www.pathagar.com

আনসারী (রা.) তাঁর নিকট থেকে কেবল একটি হাদীস শুনার জন্য মাদীনাহ থেকে মিসরে যান এবং হাদীসটি শুনেই আবার মাদীনায় ফিরে আসেন। 'হিবরুল উম্মাহ' নামে খ্যাত 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)ও তাঁর নিকট থেকে 'ইলম হাসিল করেন।

'উকবাহ (রা.) ছিলেন সচ্ছল ব্যক্তি। তাঁর চাকর-বাকরও ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের সব কাজ নিজ হাতে করতেন। সামরিক বিদ্যা বিশেষত: তীরন্দাযীর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। এ বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন। একবার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ডেকে তিনি বলেন: 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাত দান করবেন- তীরটির প্রস্তুতকারী (যিনি কল্যাণের উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করেছেন), তীরটির বহনকারী ও তীরটির নিক্ষেপকারী। তিনি আরো বলেছেন: তোমরা ঘোড়ায় আরোহন এবং তীর নিক্ষেপ করা শেখ। তোমরা যদি তীর নিক্ষেপ করা শেখ, ঘোড়ায় আরোহন শেখার চেয়েও তা আমার কাছে অধিক প্রিয়। সকল প্রকার খেলা-ধুলা ও আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে মাত্র তিনটি জায়িয: তীরন্দাযী, অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা। কেননা এগুলো হলো ন্যায়সঙ্গত। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ বিদ্যা অর্জন করে ভুলে গেছে সে মূলত: একটি বিরাট সম্পদ হারিয়েছে।[৫৪]

তিনি যুদ্ধের বহু অস্ত্র-শস্ত্র জমা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তাঁর ঘরে সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি ধনুক রয়েছে। আর সেই ধনুকগুলির সাথে আছে বেশ কিছু তীর ও ফলা। সবগুলোই তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে যান। তিনি মিসরে অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় সন্তানদের ডেকে এই উপদেশটি দান করেছিলেন:

يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ فَاحْتَفِظُوْا بِهَا . لاَ تَقْبَلُوْا الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ ثِقَةٍ ، وَلاَ تَدَيَّنُوْا وَلَوْ لَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ ، وَلاَ تَكْتُبُوْا شِعْرًا تُشْغِلُوْا بِهِ قُلُوْبَكُمْ عَنِ الْقُرْآنِ .

আমার সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করছি, ভাল করে স্মরণ রেখ। (১) নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস গ্রহণ করো না। (২) 'আবা

---

৫৪. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং- ১৭৩৩৮

www.pathagar.com

(সামনে খোলা ঢিলে-ঢালা মোটা জুব্বা) পরলেও কখনও ঋণগ্রস্ত হয়ো না। (৩) তোমরা কবিতা লিখবে না। কারণ তাতে তোমাদের অন্তর কোরআন ছেড়ে সেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।[৫৫]

মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফাতকালে হিজরী ৫৮ সালে তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বর্তমান কায়রোর দক্ষিণে অবস্থিত 'মুকাত্তাম' পাহাড়ে দাফন করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ .

"আর তাদের (কাফিরদের) মুকাবিলা করার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় করো এবং ঘোড়া সাজিয়ে তৈরি রাখো, যাতে এ দ্বারা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমন এবং আরও অন্যান্য শত্রুকে ভয় দেখাতে পারো। তোমরা তাদেরকে জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে এর পুরাপুরি বদলা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে মোটেই যুলম করা হবে না"।[৫৬]

মহান আল্লাহ যুগে যুগে নাবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যেন তাঁরা তাঁর দীনকে মানব রচিত অন্যান্য মতবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

---

৫৫. আত তাবারানী, আল মু'জামুল কাবীর, খ. ১৭, পৃ. ২৬৮, হাদীস নং- ৭৩৭

৫৬. আলকোরআন: সূরা আল আনফাল, ৮:৬০

www.pathagar.com

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি (এ দীনকে) অন্যসব রকম দীনের উপর বিজয়ী করে দেন, মুশরিকদের নিকট এটা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন"।[৫৭]

শাইতান এবং তার দোসরেরা এক্ষেত্রে সবসময় বাঁধ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এদের মুকাবিলায় মু'মিনদেরকে সকল যুগেই চূড়ান্ত লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। এই লড়াইয়ের রয়েছে নানা রূপ। সকল রূপের সমষ্টিকেই বলা হয় 'আল জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ'। তন্মধ্যে চূড়ান্ত রূপটি হলো নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা। যার অপর নাম হলো 'আল কিতালু ফী সাবীলিল্লাহ'। আলোচ্য হাদীসে এই কিতালের সর্বাত্মক প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। তাই মু'মিন জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির বক্তব্য উপস্থাপনকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ- এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার এ পর্যায়ে তিনি মহান আল্লাহর বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: 'আর তাদের (কাফিরদের) মুকাবিলা করার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় করো'। এখানে যে শক্তি সঞ্চয় বা শক্তি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, তারই ব্যাখ্যা দিয়ে পরক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: জেনে রাখবে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে আসল শক্তি হলো তীরন্দাযী। অর্থাৎ তীর নিক্ষেপে যে যত বেশি পারঙ্গম, সেই তত বেশি শক্তিশালী। অন্যকথায়, নিজের লক্ষ্যবস্তুতে সঠিকভাবে যে আঘাত হানতে সক্ষম সেই সফল যোদ্ধা। তীর সংক্রান্ত আরেক হাদীসে 'উকবাহ (রা.) বলেন:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلاَثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ- صَانِعَهُ يَحْتَسِبُهُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ . وَقَالَ: ارْمُوْا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا . وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ . فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ . وَمَنْ نَسِيَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْ عَلَّمَهُ .

---

৫৭. আলকোরআন: সূরা আত্ তাওবাহ, ৯:৩৩; সূরা আল ফাতহ, ৪৮:২৮; সূরা আস্ সাফ, ৬১:৯

www.pathagar.com

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাত দান করবেন- তীরটির প্রস্তুতকারী (যিনি কল্যাণের উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করেছেন), তীরটির বহনকারী ও তীরটির নিক্ষেপকারী। তিনি আরো বলেছেন: তোমরা ঘোড়ায় আরোহন এবং তীর নিক্ষেপ করা শেখ। তোমরা যদি তীর নিক্ষেপ করা শেখ, ঘোড়ায় আরোহন শেখার চেয়েও তা আমার কাছে অধিক প্রিয়। সকল প্রকার খেলা-ধুলা ও আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে মাত্র তিনটি জায়িয: তীরন্দাযী, অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা। কেননা এগুলো হলো ন্যায়সঙ্গত। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ বিদ্যা অর্জন করে ভুলে গেছে সে মূলত: একটি বিরাট সম্পদ হারিয়েছে।[৫৮]

'শক্তি হলো তীরন্দাযী'- এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন তিনবার উচ্চারণ করার মাধ্যমে কথাটির উপর জোর দিলেন। আর শত্রুবাহিনীর মুকাবিলায় নিজেদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে বলিয়ান হওয়ার আহবান জানালেন। জানিয়ে দিলেন যে, মহান আল্লাহ যে শক্তি নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে বলেছেন তা হলো- নিজের সামর্থের সবটুকু। তাই নিজ নিজ ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বাহ্যিক সামর্থের যেটুকু আছে তার সবটাই পেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে অধিক শক্তিমান তাকেই বলা হবে যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সকল কৌশল অবলম্বন করে।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (اَلرَّمْـيُ) তীর নিক্ষেপ বা তীরন্দাযীকে আসল শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যপকার্থবোধক। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার যথাযথ কৌশল জানার অপর নামই হলো শক্তি। সেসময়ে যেহেতু তীর নিক্ষেপের মাধ্যমেই এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাভূত করার রেওয়াজ ছিল,তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা এভাবে বলেছিলেন। বর্তমান সময়ের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আর পারমাণবিক বোমা নি:সন্দেহে সেই তীর নিক্ষেপেরই আধুনিক রূপ বৈকি। তাই একথার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রণনৈপূণ্য ফুটে উঠেছে। তিনি শুধু সেসময়েরই নাবী নন, কিয়ামাত পর্যন্ত সকল যুগেরই তিনি নাবী। তিনি ছিলেন সকল যুগের সকল মানবতার নেতা। একজন সত্যিকার বিশ্বনেতা এবং বিশ্বনাবীর মুখেই কেবল এরূপ বাণী মানানসই।

---

৫৮. মুসনাদ আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং- ১৭৩৩৮

www.pathagar.com

'তিরন্দাযীই হলো শক্তি'- একথার অর্থ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অল্পভাষী। তাঁর ছোট ছোট বাক্যগুলো ছিল অনেক অর্থবহ। এমনকি যে কথা তিনি সে সময়ের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন তা তখনও যেমন প্রযোজ্য ছিল, এখনও তেমনি প্রযোজ্য। আলোচ্য হাদীসে 'তিরন্দাযীই হলো শক্তি'- তাঁর এই উক্তিটিও তেমনি বর্তমান সময়েও সমানভাবে প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথাটি বলেছিলেন তখন তীর ছিল যুদ্ধের অন্যতম মাধ্যম। দূর থেকে শত্রুকে লক্ষ্য করে তীরের মাধ্যমেই আঘাত করা হতো। তাই এই তীর নিক্ষেপে যে যত বেশি পারদর্শী ছিল সেই তত বীর সেনানী বলে গণ্য ছিল। তীর নিক্ষেপের পারঙ্গমতার উপরেই যুদ্ধের হার-জিত নির্ভর করত। অন্য হাদীসে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদেরকেও তীর নিক্ষেপ শিখানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) শামবাসীদেরকে এই মর্মে আদেশ করেছিলেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে সাতার কাটা, তীর নিক্ষেপ করা এবং ঘোড়ায় আরোহন করা শিখায়।[৫৯]

আধুনিককালেও যত দূর থেকে শত্রুকে টার্গেট করে চিহ্নিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা যায় ততই ভালো। যে কারণে এখন দূর থেকে মিসাইল, স্থল-মাইন, টাইম বোমা, রকেট ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে শত্রুপক্ষকে আঘাত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত বাণীটি এসবগুলোকেই সমানভাবে বুঝায়। অর্থাৎ দূরের লক্ষ্যবস্তুতে যে যত সূক্ষভাবে আঘাত করতে সক্ষম সেই তত শক্তিশালী।

হাদীসটির শিক্ষা:

- ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ।
- ইসলামী জীবনাদর্শকে মানব রচিত অন্যান্য জীবনাদর্শের উপর বিজয়ী করার জন্যই যুগে যুগে নাবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন।
- দীন কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা করা তথা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ফারযে 'আইন।

---

৫৯. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৪, পৃ. ২০০, হাদীস নং- ১১৩৮৬

www.pathagar.com

- আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের যাবতীয় চেষ্টাকেই জিহাদ বলে।
- কিতাল ফী সাবীলিল্লাহও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর একটি পর্যায়।
- দীন কায়েমের লক্ষ্যে জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াই কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ।
- ঈমানবিহীন কোন নেক আমলেরই মূল্য নেই। এমনকি যদি তা আল্লাহর দীনের পথে শাহাদাত লাভ করাও হয়।
- সত্যের পথে লড়ার জন্য শারিরীক প্রস্তুতি নিতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহিত করেছেন।
- সন্তানদেরকে অশ্বারোহন, তীর নিক্ষেপ ও সাতার শিখানো সুন্নাত।
- বর্তমান সময়ের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি তীর নিক্ষেপেরই আধুনিক রূপ ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দীনের সর্বাত্মক প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। দীনের কাজে নিজের ঈমানী চেতনা ও বাহুবল বৃদ্ধির মানসিকতা দিন। ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা দান করুন এবং এর মাধ্যমে পরকালে আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৮

সর্বসাধারনের চলাচলের রাস্তা ব্যবহারের নিয়মনীতি

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجْلِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ . قَالُوْا مَا حَقُّ الطَّرِيْقِ ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ সাবধান! তোমরা পথের মধ্যে বসে থেকো না। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এখানে বসে কথা বার্তা বলা ছাড়া যে আমাদের কোন উপায়ই নেই। তিনি বললেনঃ যদি বসতেই হয় তবে রাস্তাকে তার হক দিয়ে নিবে। তারা বললেনঃ রাস্তার হক কি? তিনি বললেনঃ "রাস্তার হক হলো- দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা"।[৬০]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.)। তাঁর মূল নাম সা'দ, ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। খুদরাহ বংশের সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে খুদারী বা খুদরী বলা হয়। তাঁর পিতা মালিক ইবনু সিনান আল-আনসারী আল-খুদরী উহুদ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ ছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলে তিনি তাঁর পবিত্র খুন চুষে গিলে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মন্তব্য করেনঃ "আমার রক্ত যার

৬০. সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ২, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং- ৫৯৫

www.pathagar.com

রক্তে মিশেছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না"। ডাক নাম বা উপনামেই তিনি অধিক পরিচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই তাঁর জন্ম হয়।

তাঁর মা উনাইসাহ বিনতু আবী হারিসাহ বানু 'আদী ইবনু নাজ্জারের কন্যা। তাঁর দাদা সিনান ছিলেন মহল্লার রাঈস। তিনি ছিলেন একটি কিল্লার অধিপতি ও ইসলাম পূর্ব যুগের একজন বিচারক। তাঁর মায়ের প্রথম স্বামী ছিল আউস গোত্রের 'আম্মান নামক এক ব্যক্তি। সে মারা যাওয়ার পর তিনি মালিক ইবনু সিনানকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান আবূ সা'ঈদ হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ইয়াসরিবে জন্ম গ্রহণ করেন। বাই'আতে 'আকাবার সময় থেকে যখন মাদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত চালু হয়, তখনই মালিক ইবনু সিনান মুসলিম হন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও মুসলিম হন। সুতরাং আবূ সা'ঈদ মুসলিম মা-বাবার কোলেই বেড়ে উঠেন।

বালক আবূ সা'ঈদ মাসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধের পূর্বে তিনি পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যান। রাসূলুল্লাহ তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেন এবং এখনও যুদ্ধের বয়স হয়নি বলে ফিরিয়ে দেন। আবূ সা'ঈদের পিতা বেশি সম্পদশালী ছিলেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর তিনি পর্বত সমান বিপদের সম্মুখীন হন। একদিন প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে আছেন। এমতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী (মতান্তরে মা অথবা দাসী) তাঁকে বললেন: নাবীর কাছে যাও, তাঁর কাছে কিছু চাও। অমুক এসে সাহায্য চেয়েছিল, তিনি তাকে দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ বলেন: আমি যখন রাসূলুল্লাহর নিকট গেলাম তখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: 'যে ব্যক্তি কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহও তাকে চাওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আর যে নিজেকে গনী বা ধনী মনে করে আল্লাহও তাকে ধনবান করে দেন। আর যে আমার কাছে কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে সে ঐ ব্যক্তির থেকেও আমার কাছে বেশি প্রিয় যে আমার কাছে চায়'। একথা শুনে আমি আর কিছু চাইলাম না। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। অত:পর মহান আল্লাহ আমাদের রিযকে বরকত বা সমৃদ্ধি দান করতে লাগলেন। অবশেষে আনসারদের মধ্যে কোন বাড়ি আমাদের চেয়ে বেশি বিত্তশালী ছিল বলে আমার জানা ছিল না।

www.pathagar.com

তিনি হাদীসের হাফিয এবং অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সমকালীন সাহাবীদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১১৭০। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর থেকে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হবার কথা উল্লেখ করেননি এবং তারা তাঁকে অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যেও গণ্য করেননি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এবং বিভিন্ন গাযওয়ায় তাঁর বেশ অবদান ছিল। তিনি মোট বারটি যুদ্ধে যোগ দেন বলে জানা যায়। ৭৪ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মাদীনার মাসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী জান্নাতুল বাকী'-তে দাফন করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে সর্বসাধারণের চলার রাস্তা ব্যবহার করা এবং সেখানে অবস্থান করার বিধান ও নিয়মনীতি আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম একটি জনকল্যাণমূলক সার্বজনীন বিধান। এ বিধানে নিজের প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে অপরের অধিকার সমুন্নত রাখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর হিংসা বিদ্বেষ এবং এককেন্দ্রীকতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই সর্বসাধারণের চলার রাস্তা ব্যবহার করার সময় কেউ ইচ্ছা করলেই তা বন্ধ করে রাখতে পারে না। অথবা সেখানে এমনভাবে অবস্থান নিতে পারে না যে, তাতে অন্যদের চলতে ফিরতে অসুবিধা হয়। তাকে ভাবতে হয় যে, আমার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অন্য কারো অধিকার নষ্ট হচ্ছে কিনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে এমন ব্যাপকধর্মী নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে সকলের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা হয় এবং পরস্পরের প্রতি কল্যাণকামীতার অনুভূতি জাগ্রত থাকে। ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে পারস্পরিক কল্যাণকামীতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

www.pathagar.com

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে যা নিজের জন্য ভালবাসে তা তার ভাইয়ের জন্যেও ভালবাসে"।[৬১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ .

"তামীম আদ দারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: দীন হলো নাসীহাত। আমরা বললাম- এটি কার জন্য নাসীহাত? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং তাদের সর্বসাধারণের জন্য"।[৬২]

আমাদের আলোচ্য হাদীসেও পরস্পরের অধিকার রক্ষা করা এবং একে অপরের কল্যাণ কামনা করার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অতএব মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে মানুষের চলাচলের রাস্তায় বসে গল্প-গুজব করতে নিষেধ করলেন। সাহাবীরা তখন আরজ করলেন যে, মাঝে মধ্যে রাস্তায় কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে একটু কুশল বিনিময় কিংবা খবরাখবর আদান প্রদান তো করতেই হয়। এমনও হয় যে, যার সাথে সাক্ষাত হলো তাকে তখন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কিংবা অন্য কোথাও বসে কথা বলার সুযোগ মিলে না। এমতাবস্থায় রাস্তায় বসেই প্রয়োজনীয় কথা সেরে ফেলা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, রাস্তায় বসেই যদি প্রয়োজনীয় কথা সারতে হয় তাহলে রাস্তার হক আদায় করে নিবে। আর তা হলো-

এক. নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে। অর্থাৎ কারো দিকে অন্যায় দৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যেমন রাস্তায় যেসব পরনারীর সাথে দেখা হয়ে যায় তাদের প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া যাবে না। নিজের দৃষ্টিকে সংযত করতে হবে। কেননা

---

৬১. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ১৩

৬২. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদীস নং- ৫৫

www.pathagar.com

এই দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ না করলেই তা নিজেকে কুচিন্তা ও কুকর্মের দিকে ধাবিত করে। কোরআন এবং সুন্নাহয় তাই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"(হে নাবী!) মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন"।[৬৩]

পরবর্তী আয়াতে এমনিভাবে মু'মিন নারীদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে। সুতরাং রাস্তা ঘাটে চলতে ফিরতে যদি কোন পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টিকে সংযত করাই তাদের উভয়ের প্রতি ইসলামের নির্দেশ। তাতে নিজের দৃষ্টির হিফাযাত হয় এবং খারাপ চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন:

إِيَّاكَ وَالنَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ ، فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ .

প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টির ব্যাপারে সাবধান থেকো। কেননা প্রথমটি তোমার পক্ষে হবে কিন্তু দ্বিতীয়টি হবে তোমার বিপক্ষে।[৬৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَلنَّظْرَةُ الْأُوْلَى خَطَأٌ ، وَالثَّانِيَةُ عَمَدٌ ، وَالثَّالِثَةُ تَدَمُّرٌ ، وَنَظْرُ الْمُؤْمِنِ فِي مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَرَجَاءِ مَا عِنْدَهُ آتَاهُ اللهُ بِذَلِكَ عِبَادَةً تَبْلُغُهُ لَذَّتَهَا .

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, প্রথম দৃষ্টিটি হয় ভুলে, দ্বিতীয়টি হয় ইচ্ছাকৃত। আর তৃতীয়টি ধ্বংস করে। নারীর সৌন্দর্যের প্রতি মু'মিনের দৃষ্টিপাত ইবলীসের বিষাক্ত তীরের মত। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর নিকট

---

৬৩. আলকোরআন: সূরা আননূর, ২৪:৩০

৬৪. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৭২ (হাদীসটি হাকিম বুরাইদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

www.pathagar.com

প্রতিদানের আশায় এ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে এমন 'ইবাদাতে মগ্ন করবেন যাতে সে ঐ আনন্দ অনুভব করবে।[৬৫]

নারী পুরুষের মাঝে অবৈধ যৌনাচারের যত ঘটনা তার সূত্রপাত হয় মূলত: কুদৃষ্টি থেকে। এ কারণেই ইসলামে এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ব্যভিচার একটি জঘন্য পাপাচার। যা সমাজ জীবনে বহুবিধ বিপর্যয় ডেকে আনে। ইসলাম তাই শুধু ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেনি। বরং ব্যভিচারের দিকে যা যা উদ্বুদ্ধ করে তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً .

"আর তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়ই মন্দ পথ"।[৬৬]

অর্থাৎ ব্যভিচার করার তো প্রশ্নই আসে না, বরং যেসব কাজ মানুষকে ব্যভিচারের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তা থেকেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে তাই ব্যভিচার সংঘটনে সহায়ক বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা বলে তাকেও ব্যভিচার বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ .

আদম সন্তানের জন্য যিনার অংশ নির্ধারিত হয়ে আছে যা সে অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যিনা হলো দৃষ্টি। দুই কানের যিনা হলো শ্রবণ। মুখের যিনা হলো কথা। হাতের যিনা হলো স্পর্শ করা। পায়ের যিনা হলো পদক্ষেপ। আর অন্তর তা লালসা বা কামনা করে। এবং যৌনাঙ্গ তা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।[৬৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يَزْنِيْ.

---

৬৫. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৭৩

৬৬. আলকোরআন: সূরা আল ইসরা, ১৭:৩২

৬৭. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৬৪ (ইমাম মুসলিম হাদীসটি তাকদীরের অধ্যায়ে আবূ হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

www.pathagar.com

ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, দুই চোখ ব্যভিচার করে, দুই হাত ব্যভিচার করে, দুই পা ব্যভিচার করে এবং যৌনাঙ্গও ব্যভিচার করে।[৬৮]

ইবনু মাস'উদ (রা.) এর অন্য বর্ণনায় এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে:

إِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِيْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ .

দৃষ্টি হলো ইবলীসের এক বিষাক্ত তীর। আমার ভয়ে যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করলো, আমি তাকে তা ঈমানে রূপান্তরিত করে দেবো। যার স্বাদ সে তার অন্তরে আস্বাদন করবে।[৬৯]

পথে ঘাটে চলতে গিয়ে তাই নিজের অলক্ষ্যে দৃষ্টি পড়ে গেলে এই প্রথম দৃষ্টিকে মার্জনা করা হয়েছে। এবং তৎক্ষণাত দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। আর এই দৃষ্টি যদি তার মনের মধ্যে কামভাবের সৃষ্টি করে তাহলে বিবাহিতের বেলায় নিজের স্ত্রীর কাছে যেতে বলা হয়েছে। আর অবিবাহিতের বেলায় রোযা রাখার মাধ্যমে নিজের কামভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছে। ইবনু মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করেন যে,

أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا .

কোন নারীকে দেখে যদি কোন পুরুষের ভাল লাগে (কামভাবের সৃষ্টি হয়) তাহলে সে যেন তার নিজের স্ত্রীর নিকট যায়। কেননা তার মধ্যেও যৌনাচারের ঐ উপাদান রয়েছে যা ঐ নারীর মধ্যে রয়েছে।[৭০]

প্রসঙ্গত এটিও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন যে, দৃষ্টি সংযত রাখার এ বিধান কি শুধু পুরুষদের জন্য? সাধারণত পরনারীদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিপাতকেই আপত্তিকর মনে করা হয়ে থাকে। কেননা এতে ফিতনায় পতিত হওয়ার আশংকা বেশি থাকে। তবে নারীদের বেলায়ও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। আলকোরআনে মহান রাব্বুল 'আলামীন পুরুষদেরকে যেমন দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন, পাশাপাশি নারীদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে এক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

إِنَّهُ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ ، كَمَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوْا إِلَى النِّسَاءِ .

---

৬৮. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৬২
৬৯. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৬৮
৭০. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৭০

www.pathagar.com

পুরুষদের যেমন পরনারীদের দিকে তাকানো নিষেধ, নারীদেরও তেমনি পরপুরুষদের দিকে তাকানো নিষেধ।[৭১]

অতএব রাস্তায় অবস্থানকালীন দৃষ্টি সংযত রাখার মাধ্যমে আমাদেরকে রাস্তার হক আদায় করতে হবে।

দুই. কাউকে কষ্ট দেবে না। অর্থাৎ রাস্তায় অবস্থান করার কারণে যেন কারো চলাফেরায় কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

আবূ শুরাইহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন: যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।[৭২] আরেক বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।[৭৩]

আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাস্তায় অবস্থানকারী এবং রাস্তা দিয়ে চলাচলকারীরা পরস্পরে পরস্পরের প্রতিবেশী। অতএব সেখানে অবস্থানকালীন এমন কোন আচরণ করা যাবে না যাতে প্রতিবেশীর কষ্ট হয়। আর তাহলেই রাস্তার হকও আদায় করা হবে।

তিন. কেউ সালাম দিলে জবাব দেবে। অর্থাৎ রাস্তায় অবস্থানকালীন কেউ সে পথ দিয়ে অতিক্রম করলে তার সাথে সালাম বিনিময় করতে হবে। নিজে সালাম

---

৭১. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ১৩০, হাদীস নং- ১৩০৭১

৭২. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২২৪০, হাদীস নং- ৫৬৭০

৭৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৮, হাদীস নং- ৪৬

www.pathagar.com

দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সালামের জবাব দেয়াও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

"যখন তোমার কাছে ঐসব লোক আসে, যারা আমার আয়াতের উপর ঈমান এনেছে, তখন তাদেরকে বল: 'তোমাদের উপর শান্তি নাযিল হোক'। তোমাদের রব রহমতকে নিজের কর্তব্য বলে ঠিক করে নিয়েছেন। (এটাও তাঁর রহমতই যে,) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ না জেনে-বুঝে কোন মন্দ কাজ করে বসে এবং এরপর সে তাওবাহ করে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, তখন তিনি তাকে মাফ করে দেন ও তার উপর রহম করেন"।[৭৪]

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً.

"যখন কেউ তোমাদেরকে অভিবাদন জানায় (সালাম দেয়), তখন এর চেয়ে আরো ভালোভাবে এর জওয়াব দাও। অথবা কমপক্ষে ঐভাবেই দাও (যেভাবে সে দিয়েছে)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন"।[৭৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عليه إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ له إِذَا غَابَ أو شَهِدَ . قال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: একজন মু'মিনের প্রতি আরেকজন মু'মিনের ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে। সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে, দা'ওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে, সাক্ষাত হলে সালাম দিবে, হাঁচি দিলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে তাকে নসীহত করবে। (আবূ 'ঈসা) বলেন: এটি হাসান এবং সাহীহ হাদীস।[৭৬]

---

৭৪. আলকোরআন: সূরা আল আন'আম, ৬:৫৪

৭৫. আলকোরআন: সূরা আন নিসা, ৪:৮৬

৭৬. সুনান আত তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৮০, হাদীস নং- ২৭৩৭

www.pathagar.com

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর অপর বর্ণনায় এসেছে:

خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ : رَدُّ التَّحِيَّةِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ .

একজন মুসলিমের কাছে আরেকজন মুসলিমের পাঁচটি হক রয়েছে: সালামের জবাব দেয়া, দা'ওয়াত করলে হাজির হওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, রোগীর সেবা করা এবং হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।[৭৭]

একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনকে সালাম দেয়া এবং সালামের জবাব দেয়ার মাধ্যমে একথা জানিয়ে দেয় যে, সে তার শুভাকাঙ্খী এবং তার দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না। রাস্তায় অবস্থানকালীন এভাবে অপর ভাইয়ের প্রতি কল্যাণকামীতার ঘোষণা দিয়ে রাস্তার হক আদায় করতে হবে।

চার. পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। অর্থাৎ রাস্তায় অবস্থানকালীন পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। মূলত এটি হলো মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। মহান আল্লাহ তাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানবতার কল্যাণ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাদেরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজে বারণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

"এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মাত, যাদেরকে মানব জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। আহলি কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান"।[৭৮]

মুসলিম উম্মাহর এটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তারা নিজেরা সৎ কাজ করে এবং অন্যদেরকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর নিজেরা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে। যখনই মুসলিম জনগোষ্ঠি তাদের

---

৭৭. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৯, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ২৪৭৭২ ও ২৪৭৭৪

৭৮. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১১০

www.pathagar.com

এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তখনই তাদের উপর নানারকম বঞ্চনা নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عن حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দান করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। অন্যথায় আমার এ আশংকা হয় যে, আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি আরোপ করবেন। অত:পর তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না। (আবূ 'ঈসা বলেন: এটি হাসান হাদীস)।[৭৯]

মনুষ্য সমাজকে স্থিতিশীল ও শান্তিময় করে রাখার জন্য সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর তাই যুগে যুগে সকল উম্মাতদের মাঝেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ বিধান প্রবর্তিত ছিল। মুসলিম উম্মাহর জন্যও এ বিধানকে করা হয়েছে সার্বজনীন। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য একে অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেই, তাহলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে"।[৮০]

বিশেষত: মন্দ থেকে পরস্পরকে বিরত না রাখার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে ভালো কাজের পরিবেশও নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে যারা ভাল তারাও তাদের ভালো কাজের উপর টিকে থাকার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে পূর্বেকার উম্মাতদের বিভৎস পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

---

৭৯. সুনান আত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং- ২১৬৯

৮০. আলকোরআন: সূরা আল হাজ্জ, ২২:৪১

www.pathagar.com

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ . كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ .

"বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাউদ ও 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখ দিয়ে লা'নত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলো ও সীমালঙ্ঘন করেছিলো। তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বারণ করা বাদ দিয়েছিলো। এরা যা করছিলো তা বড়ই মন্দ"।[৮১]

অতএব সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করতে হবে। এমনকি মু'মিনরা যখন রাস্তায় অবস্থান করে তখনও। তাহলে মুসলিম হিসেবে তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ঠিক থাকবে এবং রাস্তার হকও আদায় করা হবে।

হাদীসে রাস্তার হক বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

রাস্তার হক বলতে রাস্তায় চলতে গিয়ে মানুষের যে অধিকার রয়েছে তাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে কেউ যেন তোমাদের কথা বার্তা ও গল্প গুজবের কারণে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। যেমন রাস্তায় কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করার যে দায়িত্ব রয়েছে তুমি কারো সাথে গল্পে লিপ্ত থাকার কারণে এ দায়িত্বে যেন অবহেলা না হয়। গায়রে মাহরাম নারী পুরুষের সাক্ষাতের সময় দৃষ্টি সংযত রাখার যে বিধান রয়েছে তা যেন ভুলে না যাও। তোমাদের বসার কারণে যেন রাস্তার পথিকদের চলতে অসুবিধা না হয়। এবং পরস্পরের প্রতি সদোপদেশ প্রদান ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার যে বিধান রয়েছে তাও যেন বিঘ্নিত না হয়।

উপরোক্ত এই কয়টি কাজকে রাস্তার হক বলা হয়েছে এজন্যে যে, এ কাজগুলো সচরাচর রাস্তাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। অতএব রাস্তার এসব হক আদায় করার পর রাস্তায় বসে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সারতে কোন দোষ নেই।

হাদীসটির শিক্ষা:

১. মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সর্বাবস্থায় নিজের দৃষ্টিকে সংযত করা এবং অপরের কল্যাণ কামনা করা।

---

৮১. আলকোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৭৮-৭৯

www.pathagar.com

২. সামষ্টিক কোন স্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপরের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

৩. এমন কোন আচরণ করা যাবে না যাতে অপরের হক নষ্ট হয় কিংবা সে কষ্ট পায়।

৪. অপর মু'মিন ভাইয়ের কল্যাণকামী হতে হবে এবং দেখা হলে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করতে হবে।

৫. সৎ কাজ নিজেও করতে হবে, অপরকেও উৎসাহিত করতে হবে। আর অসৎ কাজ নিজেও করা যাবে না এবং অপরকেও করতে দেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীসের আলোকে পথ চলে নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাবার পাশাপাশি অন্যদের অধিকার নিশ্চিত করার এবং পরস্পরের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকার তাওফীক দান করুন। আর এর ওসীলায় পরকালে আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিফল নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— o ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৯

হাজ্জ ও 'উমরার মহত্ত্ব

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ এক 'উমরাহ থেকে আরেক 'উমরাহ মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশির জন্য কাফ্ফারাহ স্বরূপ। আর হাজ্জ মাবরূর এর প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।[৮২]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন।

---

৮২. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬২৯, হাদীস নং- ১৬৮৩ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৯৮৩, হাদীস নং- ১৩৪৯

www.pathagar.com

একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তি কাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে হাজ্জ ও 'উমরার মহত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে হাজ্জে মাবরূর এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে হাজ্জ পালন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। এই 'ইবাদাতটিতে দৈহিক কসরত ও আর্থিক ত্যাগ উভয়প্রকার কোরবানীর সংমিশ্রণ থাকায় এটি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঠিকভাবে এই 'ইবাদাতটি আদায় করতে পারলে পরকালে নিশ্চিতরূপে জান্নাত লাভ করা যায়। ইসলামে তাই মাবরূর/মাকবূল হাজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস শরীফে নারী, শিশু এবং দুর্বলদের জন্য হাজ্জকেই জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ : اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

www.pathagar.com

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের উপরও কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাদের উপর ঐ জিহাদ যাতে কোন কিতাল (মারামারি) নেই। আর তা হলো- হাজ্জ এবং 'উমরাহ।[৮৩]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: বৃদ্ধ, শিশু, শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি ও নারীদের জন্য জিহাদ হলো হাজ্জ এবং 'উমরাহ।[৮৪]

তাছাড়া অন্যান্য নেক আমলকেও হাদীসে জিহাদ বলা হয়েছে। বিশেষ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে কিংবা সত্য কথা বলতে গিয়ে যেসব ঝক্কী-ঝামেলা পোহাতে হয় তা সবই জিহাদ তুল্য। বরং তা সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে গণ্য। বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أبي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلا قال عِنْدَ الْجَمْرَةِ يا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জামারার নিকট এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন: সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।[৮৫]

একজন মু'মিন ঈমান আনার পর আল্লাহর পথে জিহাদ করাই তার জন্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ ইসলামের একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী অনুযায়ী চলতে গিয়ে একজন মু'মিনের জীবনে যত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানী পেশ করতে হয় তা সবই এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ঈমানী যিন্দিগীর যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে গণ্য।

---

৮৩. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৩, পৃ. ১২২, হাদীস নং- ১২৬৫৫
৮৪. সুনানুন নাসায়ী, খ. ৫, পৃ. ১১৩, হাদীস নং- ২৬২৬
৮৫. আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস নং- ৮০৮১

www.pathagar.com

আল্লাহর পথের এই জিহাদই মু'মিনের আখিরাতে নাজাত ও সফলতা প্রাপ্তির সোপান। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর পথে জিহাদকারী হয় তখনই তার পক্ষে যাবতীয় প্রতিকূলতা মাড়িয়ে ইসলামের সকল বিধান অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয়। তাই একজন মু'মিনের জীবনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব অপরিসীম। আর মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে হাজ্জ এবং 'উমরাহই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। যথানিয়মে হাজ্জ ও 'উমরাহ আদায়ের মাধ্যমে একজন মু'মিন অতি সহজেই জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে। তাই মানব জীবনে আলোচ্য হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, এক 'উমরাহ থেকে আরেক 'উমরাহ মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশির জন্য কাফ্ফারাহ স্বরূপ। এতে সামর্থবানদের জন্য বারবার 'উমরাহ করার বিধান প্রমাণিত হলো। তাছাড়া নিজের গুনাহরাজি মাফ করানোর জন্য এটি একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, হাজ্জে মাবরূর এর প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। এতে বুঝা গেল যে, মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মাঝে হাজ্জই হলো শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া কষ্ট-কাঠিন্যের দিক থেকে হাজ্জও যে একটি বড় জিহাদ তাও প্রমাণিত হলো। জিহাদের ময়দানে একজন মু'মিন যেমন আল্লাহর কাছে নিজের জান এবং মালকে সোপর্দ করে দেয়। হাজ্জের সময়ও তেমনি একজন হাজী নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে তাঁরই সামনে সে হাযির বলে ঘোষণা দেয়। আর তাই একজন খাঁটি মুজাহিদের জন্য জান্নাত লাভ করা যেমনি নিশ্চিত ও অনিবার্য, একজন মাকবূল হাজীর জন্যও তেমনি জান্নাতে প্রবেশ করা সন্দেহাতীত ও অপরিহার্য। কেননা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের উভয়ের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য। আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর অপর এক বর্ণনায় আমরা দেখি-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেনঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন: আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন: মাবরূর (আল্লাহর কাছে গৃহীত) হাজ্জ।[৮৬]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈমান আনয়নের কাজটি নিজেও একটি 'ইবাদাত বা নেক আমল। আর অন্য সব নেক আমল এর উপর নির্ভরশীল বিধায় এটিই সর্বপ্রথম নেক আমল। এরপর সর্বোত্তম নেক আমল কোন্‌টি এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদির কথা না বলে বললেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ। এর দ্বারা একদিকে যেমন ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝায়, অন্যদিকে জিহাদের ব্যাপক অর্থও প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ইসলামের অন্য সব মৌলিক 'ইবাদাতই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্গত। কেননা সেগুলো আদায় করতে গিয়েও নানা প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়, যেমন হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করতে গিয়ে। জিহাদের পর সর্বোত্তম নেক আমল কোন্‌টি এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মাবরূর হাজ্জ। এর মাধ্যমে ইসলামে হাজ্জের গুরুত্ব আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো। একজন সত্যিকার মুজাহিদ যেমন আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়ে জান্নাতের উপযুক্ত হয়, যথানিয়মে হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তিও নিজেকে একমাত্র আল্লাহর সামনে সঁপে দিয়ে নিশ্চিতরূপে জান্নাত লাভের অধিকারী হয়।

হাজ্জ ও 'উমরার পরিচয়:

হাজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হাজ্জ শব্দের অর্থ হলো 'আল কাসদু' (القصد) বা কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করা। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায়- মহান আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজসহ আলবাইতুল হারাম তথা কা'বা ঘরের যিয়ারাতের সংকল্প করাই হাজ্জ।

বদরুদ্দীন 'আইনী (রহ.) বলেন: আল্লাহর ঘরের সম্মান ও মহত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা যিয়ারাত করার সংকল্প গ্রহণই হচ্ছে হাজ্জ। 'আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন: কা'বা ঘরের অনুষ্ঠানাদি পালন এবং 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়াই হচ্ছে হাজ্জ। আলকোরআনের সূরা আলি 'ইমরানের

---

৮৬. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৫৩, হাদীস নং- ১৪৪৭

www.pathagar.com

৯৭ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে হাজ্জ ফারয হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরাতের পূর্বেই হাজ্জ ফারয হয়েছিল। কিন্তু এটি সর্বজনগ্রাহ্য কথা নয়। ইমাম কোরতুবীর মতে, পঞ্চম হিজরীতে হাজ্জ ফারয হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ষষ্ঠ হিজরী সালে হাজ্জ ফারয হয়। কেননা সে বছরই সূরা আল বাকারার ১৯৬ নাম্বার আয়াত- "তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ ও 'উমরাহ পূর্ণ কর"- নাযিল হয়। আবার 'আল্লামা মাওয়ারদির মতে, অষ্টম হিজরীতে হাজ্জ ফারয হয়েছে। তবে নবম হিজরীতে হাজ্জ ফারয হওয়ার কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

'উমরাহ শব্দের অর্থ যিয়ারাত। অর্থাৎ কারো সাক্ষাতের জন্য বা কোন কিছু দেখার জন্য উপস্থিত হওয়া। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায়- কোরআন ও সুন্নাহয় প্রমাণিত সুনির্দিষ্ট কতক অনুষ্ঠান পালনের নাম 'উমরাহ। 'আল্লামা মোল্লা 'আলী কারীর মতে, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানোই হচ্ছে 'উমরাহ। হাজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট মাস (শাওয়াল, যুল কা'দাহ ও যুল হিজ্জাহ), তারিখ ও সময় আছে। কিন্তু 'উমরার জন্য কোন মাস, তারিখ কিংবা সময় নির্দিষ্ট নেই। বছরের যে কোন সময় তা করা যায়। সামর্থবানদের জন্য জীবনে একবার হাজ্জ করা ফারয। আর 'উমরাহ করা ফারয নয় এবং তা যত বার ইচ্ছা করা যায়।

হাজ্জ মাবরূর এর মর্মঃ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি হলো হাজ্জ। সামর্থবান মুসলিম নর ও নারীদের জন্য জীবনে একবার হাজ্জ সম্পাদন করা ফারয। আর সুযোগ থাকলে বারংবার করাও নিষিদ্ধ নয়। এই হাজ্জ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারলে নিশ্চিতরূপে জান্নাত লাভ করা যায়।

এখন এই হাজ্জে মাবরূর এর সঠিক পরিচয় কি? বা হাজ্জে মাবরূরকে চেনার উপায় কি? হাজ্জে মাবরূর এর সাধারণ পরিচয় হলো এটি আল্লাহর কাছে গৃহীত হাজ্জ। আর একে চেনার উপায় হলো- এরূপ হাজ্জ সম্পাদনের পর ব্যক্তির পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে পরবর্তী জীবন সুন্দর হয়। ইসলামী বিধানসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলার ব্যাপারে তিনি আগের তুলনায় অধিক তৎপর হন। তার বাস্তব জীবন ইসলামের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়। তার সকল কথা ও কাজে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তার জীবনের এই আমূল পরিবর্তন মানুষের চোখে অতি সহজেই ধরা পড়ে।

www.pathagar.com

এ কারণেই কারো কারো মতে, কোন ব্যক্তি হাজ্জ সম্পাদনের পর যদি সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তার হাজ্জে মাবরূর নসীব হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, যার হাজ্জের আগের জীবনের তুলনায় হাজ্জের পরের জীবন অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচ্ছন্ন হয়, বুঝতে হবে যে তিনি হাজ্জে মাবরূর করেছেন। মোটকথা, হাজ্জে মাবরূর হলো- মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য হাজ্জ যা আল্লাহর দরবারে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়েছে।

হাজ্জ মাবরূর এর শর্তঃ

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে মাবরূর হাজ্জের জন্য আমরা নিম্নলিখিত চারটি শর্তের কথা বলতে পারি-

এক. হাজ্জ পালনকারীর নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা। কেননা আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। হাজ্জ করার মাধ্যমে হাজীর উদ্দেশ্যই যদি হয় যে, লোকেরা তাকে হাজী বলবে, অথবা হাজ্জের এই সাইনবোর্ড ব্যবহার করে সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে ক্রেতা/গ্রাহকদের মন কাড়বে, কিংবা তাদের কাছে আরো বেশি বিশ্বাসভাজন হবে .. ইত্যাদি। তাহলে নিশ্চয়ই এই হাজীর মাবরূর হাজ্জ হবে না।

দুই. হাজ্জ পালনকালে যাবতীয় পাপাচার বর্জন। যে ব্যক্তি হাজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেয় তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় হাজ্জ পালনকালে যাবতীয় পাপাচারকে বর্জন করা এবং হাজ্জের বিধানসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ .

"হাজ্জের মাসগুলো (সবারই) জানা। যে ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট মাসগুলোর মধ্যে হাজ্জের নিয়্যাত করে (নিজের জন্য হাজ্জকে অবধারিত করে নেয়) তার সাবধান হওয়া উচিত, যেন হাজ্জের সময় তার দ্বারা কোন যৌন মিলনের কাজ, কোন খারাপ কাজ ও কোন প্রকার ঝগড়া-লড়াই না হয়। আর যে নেক কাজই তোমরা করো তা আল্লাহ জানেন। হাজ্জের সফরের জন্য সাথে পাথেয় নিয়ে যেও। আর

www.pathagar.com

তাকওয়াই হলো সবচেয়ে বড় পাথেয়। কাজেই হে সচেতন লোকেরা! আমার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো"।[৮৭]

অর্থাৎ অবৈধ যৌনাচার, যাবতীয় পাপাচার, ঝগড়া-লড়াই ইত্যাদি হাজ্জের চেতনার পরিপন্থী। অতএব, জেনে বুঝে মহান প্রভুর দরবারে হাজির হয়ে কেউ যখন পবিত্র হাজ্জ পালনের ইরাদাহ করে তখন তার উচিত হাজ্জের সাথে সাংঘর্ষিক যাবতীয় পাপাচারের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আল্লাহভীতি বা তাকওয়াই পারে একজন হাজীকে এমন কঠিন সিদ্ধান্তে অটল রাখতে। তাই হাজ্জের জন্য সফরের সিদ্ধান্ত নিলে এই তাকওয়ার পাথেয় নিয়েই বের হওয়া উচিত।

তিন. হাজ্জের পর ভাল কাজে অধিকতর মনোনিবেশ। মাবরূর হাজ্জের আগের তুলনায় হাজ্জের পরে নেক ও কল্যাণের কাজে অধিক মনোযোগী হওয়া চাই। অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিয়্যাতে এবং যথাযথ নিয়মে হাজ্জের যাবতীয় আহকাম পালন করে থাকলে একজন হাজী ভাল কাজে অধিক মনোযোগী হবেন। ফলে তার আগের জীবনের তুলনায় পরের জীবন আরো কল্যাণময় হবে।

চার. পূর্বের বদ আখলাকগুলো পরিত্যাগ। একজন হাজী হাজ্জ করার আগে যদি কোন বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে হাজ্জের পর আর তার মধ্যে সেই বদ অভ্যাসগুলো না থাকা চাই। একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যথাযথভাবে হাজ্জের আহকাম পালনের মাধ্যমে একজন হাজী যখন যাবতীয় কল্যাণের কাজে মনোনিবেশ করবে তখন তার মধ্যে পূর্বের ন্যায় সেই বদ অভ্যাসগুলো আর থাকতে পারবে না যা তার হাজ্জের চেতনা বিরোধী।

উপরোল্লেখিত চারটি বিষয় নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তির হাজ্জ আল্লাহর কাছে কবূল হয়েছে এবং তার হাজ্জে মাবরূর নসীব হয়েছে। আর এ ধরনের হাজীদের ব্যাপারেই হাদীসে বলা হয়েছে যে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَجَّ هذا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ করল এবং (হাজ্জ পালনকালে) অবৈধ

---

৮৭. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২: ১৯৮

www.pathagar.com

যৌনাচার ও কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হলো না, সে যেন সেদিনের মত (পাপমুক্ত অবস্থায়) ফিরে এলো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।[৮৮]

হাদীসটির শিক্ষা:

- হাজ্জে মাবরূর এর প্রতিদান হলো জান্নাত।
- সামর্থবানদের জন্য 'উমরাহ পালন করা সুন্নাত। এটি একটি পাপ মোচনকারী 'ইবাদাত।
- মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে হাজ্জই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের যাবতীয় চেষ্টাকেই জিহাদ বলে।
- সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ ইত্যাদি সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্গত।
- কিতাল ফী সাবীলিল্লাহও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর একটি পর্যায়।
- সকল নেক আমলের জন্যই ঈমান হলো পূর্বশর্ত।
- ঈমানবিহীন কোন নেক আমলেরই মূল্য নেই। এমনকি যদি তা আল্লাহর দীনের পথে শাহাদাত লাভ করাও হয়।
- আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনাও একটি নেক আমল।
- সত্যিকার ঈমানের দাবীই হলো ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান নিজে মেনে চলা এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করা।
- মাবরূর হাজ্জ সম্পাদনকারীর হাজ্জের পরের জীবন হবে আগের জীবনের তুলনায় পরিশীলিত ও পরিমার্জিত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাজ্জে মাবরূর নসীব করুন। বেশি বেশি 'উমরাহ পালনের তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে সাচ্চা ঈমানদার হিসেবে কবুল করুন। ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা দান করুন। এবং এর মাধ্যমে পরকালে আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— o ————

৮৮. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬৪৫, হাদীস নং- ১৭২৩

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১০

জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ একা একা সালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায় সাতাশ গুণ বেশি পূণ্যের।[৮৯]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

নাম 'আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান। পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব এবং মাতা যাইনাব। এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালেই তাঁর পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। তিনি ওহুদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তবে খন্দক থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি শরীক ছিলেন। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী তৃতীয় সনে যখন উহুদ যুদ্ধ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এ হিসেবে নাবুওয়াতের দ্বিতীয় বছরে তাঁর জন্ম। নাবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর তাঁর বাবা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন 'আব্দুল্লাহর বয়স প্রায় পাঁচ।

বাল্যকাল থেকেই 'আব্দুল্লাহ নিজেদের বাড়িটি ইসলামের আলোকে আলোকিত দেখতে পান। ফলে ইসলামী পরিবেশেই তিনি বড় হন। কোন কোন বর্ণনা মতে,

---

৮৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ ২৩১, হাদীস নং- ৬১৯ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং- ৬৫০

www.pathagar.com

পিতার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সঠিক কথা হলো পিতার ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি অতি অল্প বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হিসেবে তিনিও তাঁর পিতার ধর্মানুসারী হয়ে যান। বাল্যকালেই তিনি পিতামাতার সাথে মাদীনায় হিজরাত করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন এবং তিনি বাই'আতুর রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেন।

মাক্কা বিজয়ের সময় ইবনু 'উমার ছিলেন বিশ বছরের নওজোয়ান। এ অভিযানে তিনি অন্য মুজাহিদদের পাশাপাশি ছিলেন। মাক্কা বিজয়ের পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে পেছনে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সর্বপ্রথম উসামাহ ইবনু যায়িদ, 'উসমান ইবনু তালহা ও বিলাল ইবনু রাবাহ প্রবেশ করেন। তারপর আমিই প্রথম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। পরবর্তীতে হুনাইন অভিযান এবং তায়িফ অবরোধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হয়ে তিনি পবিত্র হাজ্জ আদায় করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন। অত্যন্ত বিচক্ষণ, মেধাবী ও তাকওয়াবান সাহাবী ছিলেন তিনি। সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। এজন্যেই হাজ্জাজের ন্যায় কঠোর খলিফার নিকটও তিনি সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেননি। খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে তিনি সবসময় পিছিয়ে ছিলেন এবং সর্বদাই 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। জাবির (রা.) বলেন: 'আমাদের মধ্যে ইবনু 'উমার ছাড়া আর কেউ নেই যে দুনিয়ার প্রতি কিছু না কিছু আসক্ত হয়নি'। নাফি' (রা.) বলেন: 'মৃত্যু পর্যন্ত ইবনু 'উমার (রা.) এক শতাধিক গোলামকে আযাদ করে যান'। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে তাকওয়ার ভাবটি গালিব ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই তাকওয়ার স্বভাব দেখে বলেছিলেন, 'রাজুলুস সালিহ - নেককার বান্দা'।

বয়োপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই তিনি সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সার্বিক সহযোগী ছিলেন। তাই 'ইলমে হাদীসের চর্চা ও প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতের পূংখানুপূংখ অনুকরণের ব্যাপারে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট

www.pathagar.com

থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০ মতান্তরে ১৬৩০ টি। এর মধ্যে ১৭০ টি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৮১টি ইমাম বুখারী ও ৩১টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি ৭৩ অথবা ৭৪ হিজরী মোতাবেক ৬৯২/৬৯৩ খৃষ্টাব্দে পবিত্র মাক্কায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৩/৮৪ বৎসর।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের সকল বিধানের মাঝে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে একদিকে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে শেখে। অপরদিকে নিজেরা পরস্পরে মিলে মিশে চলা, সুখে দু:খে একে অপরের পাশে থাকা, অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও সৎ জনকে নিজেদের নেতা বানানো, প্রয়োজন সাপেক্ষে নেতাকে যথানিয়মে শুধরানো, শেষ অবধি তার আনুগত্য চালিয়ে যাওয়া, সময়ের কাজ সময়ে করার প্রকৃত অনুশীলন, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা এবং সর্বোপরি সংঘবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করার বাস্তব প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً .

"তারপর যখন তোমরা নামায আদায় করে ফেলো তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া (সব) অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে থাকো। তারপর যখন (আশঙ্কা দূর হয়ে যায় এবং) তোমরা নিশ্চিন্ত হও তখন পুরা নামায কায়েম করো। আসলে নামায এমন এক ফারয, যা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য মু'মিনদেরকে হুকুম করা হয়েছে"।[৯০] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

---

৯০. আলকোরআনঃ সূরা আন্ নিসা, ৪:১০৩

www.pathagar.com

"(হে নাবী!) আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর যিকর এর চেয়েও বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন"।[৯১]

উপরোক্ত আয়াতে এবং কোরআনের আরো বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সালাত কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন; কেবল সালাত আদায়ের নয়। আর সালাত কায়েমের অর্থ শুধু ব্যক্তিগতভাবে সালাত আদায় করা নয়; বরং সামগ্রিকভাবে সালাতের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা, যাতে সালাতের সময় হলে মুসলিম নারী-পুরুষ যে যেখানেই থাকুক, সালাত আদায়ের সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশ পায়। আলকোরআনে তাই এটিকে মুসলিম সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং রাসূলের সুন্নাহয়ও একে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বাবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে বলে। ঘরে বাইরে, হাটে বাজারে, অফিস আদালতে, মাসজিদে কিংবা মার্কেটে সর্বত্রই প্রত্যেকে প্রত্যেকের হিতাকাংখী এবং সে কোন না কোন নেতার অধীন। অথবা কেউ না কেউ তার অধীন। এভাবে সমাজের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ . فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ .

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা প্রত্যেকেই একজন রাখাল (তত্ত্বাবধায়ক/অভিভাবক/দায়িত্বশীল) এবং তোমরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি ইমাম বা শাসক তিনি অভিভাবক/দায়িত্বশীল, তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন পুরুষ তার পরিবারবর্গের উপর দায়িত্বশীল এবং তিনি (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন নারীও তেমনি তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীলা (রক্ষক) এবং

---

৯১. আলকোরআন: সূরা আল 'আনকাবূত, ২৯:৪৫

www.pathagar.com

তিনিও (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। দাসও তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেও জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব খবরদার! তোমরা সকলেই (নিজ নিজ জায়গায়) দায়িত্বশীল এবং তোমরা সকলেই (নিজের অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।[৯২]

জামা'আতে সালাত আদায় একদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাতাশ গুণ পূণ্য লাভের সুযোগ এনে দেয়, অপরদিকে নিজ নিজ জায়গায় যথার্থভাবে দায়িত্ব পালনেরও যোগ্য বানায়। আর তাই ইসলামে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিজে শৃংখলাবদ্ধভাবে চলা এবং অন্যদেরকে সুশৃংখলভাবে চালানোর জন্য জামা'আতে নামাযের চেয়ে উত্তম কোন প্রশিক্ষণ হতে পারে না। আলোচ্য হাদীসটি তাই আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, একা একা সালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায় সাতাশ গুণ বেশি ভাল। এর মাধ্যমে একদিকে একা একা সালাতের বৈধতা বুঝায়, অপরদিকে জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তাও বুঝায়। আর অতিরিক্ত সাওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি আপেক্ষিক। কেননা এ প্রসঙ্গে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমামের সাথে সালাত একা একা সালাতের চেয়ে পঁচিশ গুণ ভালো।[৯৩]

সাহীহুল বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছেঃ

---

৯২. সাহীহুল বুখারী, (বাবু হুসনিল মু'আশারা মা'আল আহল) খ. ৫, পৃ. ১৯৮৮, হাদীস নং- ৪৮৯২
৯৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং- ৬৪৯

www.pathagar.com

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِيْ سُوقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلا الصَّلَاةُ لَم يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عنه بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَل الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় তার ঘরে এবং বাজারে সালাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি পূণ্যের। এর হেতু এই যে, সে যখন সুন্দরভাবে ওযূ করে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলো, তখন সালাত আদায়ই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। তাই তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার পাপরাশি থেকে একটি পাপ মোচন করে দেয়া হয়। এরপর যতক্ষণ সে সালাতরত থাকে এবং সালাতের স্থানে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে: হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি রহম কর। আর তোমাদের কেউ যখন সালাতের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে তখনও সে সালাতে আছে বলেই গণ্য হয়।[৯৪]

এ হাদীসটিতে জামা'আতে সালাতের ফযীলত বুঝাবার পাশাপাশি মাসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ঘরের কিংবা বাজারের জামা'আতের চেয়ে মাসজিদের জামা'আত অধিক ভালো। তাছাড়া ব্যক্তির শারিরিক অবস্থা এবং জামা'আতে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে তার নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার তারতম্যের কারণে তার সাওয়াব প্রাপ্তিতেও তারতম্য হতে পারে। যেমন যাদের বাড়ি মাসজিদ থেকে দূরে এবং যারা দূর থেকে এসে জামা'আতে শামিল হন অন্য বর্ণনায় তাদের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। তাকবীরে উলার সাথে সালাত আদায়, বড় জামা'আতে সালাত আদায় এবং সামনের কাতারে সালাত আদায়েরও আলাদা ফযীলত বলা হয়েছে। এমনিভাবে এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষার ফযীলতও হাদীসে এসেছে। এসব কিছু থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একাকী সালাতের

---

৯৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৩২, হাদীস নং- ৬২০

www.pathagar.com

চেয়ে জামা'আতে সালাত শ্রেয় এবং ছোট বড় ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই এটি কল্যাণকর।

মহিলারাও কি জামা'আতে সালাত আদায় করতে পারবেন?

ইসলামী বিধানে মহিলাদের জামা'আতে সালাত আদায়ের সুযোগ আছে। তারা জুমু'আয় শরীক হতে পারেন এবং ঈদগাহে যেতেও তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অনেকে ফিতনার আশংকার অজুহাত দেখিয়ে মহিলাদেরকে এসব 'ইবাদাত থেকে বিরত করেন এবং এগুলো তাদের জন্য মাকরূহ বলে ফাতওয়া দেন। মহাগ্রন্থ আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় মহিলাদেরকে এগুলো থেকে বারণ করা হয়নি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এসব 'ইবাদাতের দিকে আহবান করা হয়েছে। জামা'আতে সালাত আদায়ের যে অতিরিক্ত সাওয়াব তা সকলের জন্যই অবারিত করা হয়েছে, শুধু পুরুষদের জন্য তা খাস করা হয়নি। জুমু'আহ এবং ঈদের কল্যাণেও সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

এখানে জামা'আতে সালাতের যে ফযীলত বলা হয়েছে তা কেবল পুরুষদের জন্য নয়। বরং যে কেউ জামা'আতে সালাত আদায় করবে, তার বেলায় এই ফযীলত প্রযোজ্য হবে। তবে পুরুষদের জন্য জামা'আতে সালাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। একইভাবে জুমু'আর সালাতের যে গুরুত্ব ও ফযীলত কোরআন এবং সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, তাও কেবল পুরুষদের জন্য নয়। বরং নারী পুরুষ সকলের জন্যই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে নারীদের জন্য জুমু'আকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক 'আলিম ঢালাওভাবে মহিলাদের জন্য জামা'আতে সালাত আদায় ও জুমু'আর সালাত আদায়কে হারাম বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। অথচ তারা মাসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে বারণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ .

তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মাসজিদসমূহে যেতে বারণ করো না।[৯৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সময় মহিলা সাহাবীগণ জুমু'আর

---

৯৫. সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩২

www.pathagar.com

সালাতে যেতেন। ফজরের সালাত সহ অন্যান্য ফারয সালাতের তারা জামা'আতে শামিল হতেন। তবে তাদের উপর এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের স্ত্রী যাইনাব (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যখন মাসজিদে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি লাগিয়ে না আসে।[৯৬] এ হাদীস থেকে মহিলাদের মাসজিদে আসার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিকতা বুঝা যায়। আর যদি তারা আসে তাহলে যেন শালিনতার সাথে নিরবে এসে সালাত পড়ে যায়। 'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফজর সালাত শেষ করতেন, তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘরে ফিরে যেতেন। অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[৯৭] তবে তাদের শারীরিক অসুস্থতা, চলাফেরায় কষ্ট, যাতায়াতের ঝামেলা ও শিশুদের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ঘরে সালাত পড়া উত্তম বলেছেন। জামা'আতের সালাতে কাতার সম্পর্কে ইসলামী শারী'আর নিয়ম হলো- প্রথমে পুরুষদের, তারপর বালকদের ও তারপর মহিলাদের কাতার হবে। যদি মহিলারা জামা'আতে শামিলই হতে না পারত, তাহলে তাদের জন্য জামা'আতে স্থান নির্ধারন করা হতো না। এমনকি মহিলা যদি একজনও হন, তবুও তিনি বালকদের পিছনেই দাঁড়াবেন। আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেনঃ একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আমার মা উম্মু সুলাইম (রা.) আমার পেছনে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন।[৯৮] তাছাড়া সালাতে ইমামের ভুল হলে হাদীস শরীফে ইমামকে সতর্ক করার জন্য পুরুষ মুসল্লীদেরকে 'সুবহানাল্লাহ' বলার এবং নারীদেরকে হাতের উল্টা পিঠে শব্দ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৯৯] নারীরা জামা'আতে শামিল হতে না পারলে তাদের জন্য ইসলামের এ নির্দেশনা থাকত না এবং তাদের পক্ষে এ নির্দেশ মান্য করা সম্ভবও হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মৃত্যুর পর সাহাবীগণের সময়েও তারা জুমু'আর সালাত সহ অন্যান্য ফারয সালাতের জামা'আতে যেতেন। 'উমার

---

৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪
৯৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, ৩৩
৯৮. সাহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৫
৯৯. সাহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯০

www.pathagar.com

(রা.) এর খিলাফাতকালে খুতবাহ চলাকালীন সময়ে একবার এক মহিলা সাহাবী 'উমারের মোহরানা সংক্রান্ত আলোচনার প্রতিবাদ করেছিলেন। ইবনু 'উমার (রা.) বলেন, 'উমারের (রা.) স্ত্রী 'আতিকাহ (রা.) ফজর ও 'ইশার জামা'আতে মাসজিদে হাজির হতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, 'উমার (রা.) ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না যে, তার স্ত্রী মাসজিদে যাক। তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, তাহলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, 'উমার (রা.) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না। তাকে বলা হলো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিষেধাজ্ঞার কারণে তাকে কখনো মাসজিদে যেতে নিষেধ করতেন না। অতএব, জুমু'আহ এবং জামা'আতের কল্যাণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন অবকাশ নেই।

একইভাবে ঈদগাহে যাওয়াকে আমাদের সমাজের কেউ কেউ নারীদের জন্য রীতিমত গর্হিত কাজ বলে গণ্য করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সাহীহ মুসলিমে আলাদা অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। মহিলা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সময় ঈদগাহে উপস্থিত হতেন এবং ঈদের সালাতের পর যে খুতবাহ দেয়া হতো, তাতে মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাদাভাবে কিছু নসীহত করতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা সম্বলিত হাদীস বিদ্যমান। যেমন-

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: اَلْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ . فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِحْدَانَا لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

"উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধা, ঋতুবর্তী ও কুমারী নির্বিশেষে সকল নারীকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহায় নিয়ে যেতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তবে যারা ঋতুবর্তী তারা যেন সালাত থেকে বিরত থাকে এবং মুসলিমদের সাথে দু'আ ও কল্যাণে শামিল হয়। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো হয়ত জিলবাব (ওড়না/চাদর) থাকেনা (তাহলে তারা কিভাবে ঈদগাহে যাবে?)। তিনি

www.pathagar.com

বলেন: তাকে যেন তার অপর বোন নিজের জিলবাব পরিয়ে নেয়।"[১০০]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে ওড়না ধার করে হলেও ঈদগাহে উপস্থিত হতে বলেছেন। আর ঋতুবর্তীদেরকেও ঈদের কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন, আমরা কেন তা থেকে আমাদের নারী সমাজকে এত পিছিয়ে রাখছি?

আমাদের সমাজের নারীদের অনেকের ইসলামী জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। ইসলাম সম্পর্কে অনেকে যতটুকুই জানে তাও আবার ভ্রান্তিতে পূর্ণ। বাইরের ইসলামী জগতের সাথে সম্পর্ক না থাকায় এসব ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনেরও কোন সুযোগ তাদের মিলে না। আর অধিকাংশ স্বামীরাই বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকায় তাদের মাধ্যমেও নারীদের ইসলাম জানার সুযোগ খুব একটা হয়ে উঠে না। তবে আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার সুবাদে এখন কিছু সংখ্যক নারীর মাঝে ইসলামী পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা কোরআনের অনুবাদ, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে যৎসামান্য আশার আলো ছড়াচ্ছেন। ইসলামের আলোকে তারা নিজেরা আলোকিত হচ্ছেন এবং তাদের মাধ্যমে তাদের সন্তানরাও আলোকিত হচ্ছে। এমনকি আশে পাশের পরিবারগুলোতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে তাদের সংখ্যা ইসলাম না জানা ও না মানা নারীদের তুলনায় নিতান্তই কম। অধিকাংশ নারীই এখন চিন্তা-চেতনায় পশ্চাৎমুখী, দীন পালনের ব্যাপারে চরম উদাসীন। চরিত্র ও নৈতিকতায় প্রগতিবাদী তথা ইয়াহুদী, খ্রীস্টান ও মুশরিকদের যথার্থ অনুসারী। সম্ভবত: এ কারণেই আজকের মায়েরা জাতিকে শাহজালাল (রহ.) ও শাহ মাখদূমের (রহ.) মত ওলী, 'আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ও মুজাদ্দিদে আলফেসানীর (রহ.) মত আল্লাহ ওয়ালা, গাজী সালাহ উদ্দীনের (রহ.) মত বীর মুজাহিদ, ইমাম গাযালীর (রহ.) মত শিক্ষাবিদ দার্শনিক, ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়্যিমের (রহ.) মত মুজতাহিদ এবং 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীযের (রহ.) মত ন্যায়পরায়ন শাসনকর্তা উপহার দিতে পারছে না। অতএব জামা'আত, জুমু'আহ ও ঈদের কল্যাণ থেকে মহিলাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। বরং তারা যেন এ সুযোগগুলো সঠিকভাবে পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুসলিম সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম দায়িত্ব।

---

১০০. সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৩১

www.pathagar.com

নারীদেরকে জামা'আতে যেতে বারণ করার যুক্তিঃ

যেসব সম্মানিত 'আলিম নারীদেরকে জামা'আতে যেতে বারণ করেন তাদের যুক্তি হলো- বর্তমান সময়ে নারীদের নিরাপত্তা ঝুকি ও তাদের নিয়ে রাস্তা ঘাটে ফিতনার আশংকা। তবে নিরাপত্তাহীনতা ও ফিতনার যে আশংকার কথা বলে তাদেরকে এসব দীনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে আশংকার কথা বলে কিন্তু তাদেরকে অবাধে মার্কেটে বিচরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়নি। ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য বিদ্যার্জনকে ফারয করেছে। শিক্ষার সকল স্তর অতিক্রম করার অধিকার পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও আছে। এ অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্যেই ইসলামে সহশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু আজকের সমাজ ব্যবস্থা নারীদেরকে এ সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করছে। সহশিক্ষার কবলে ফেলে তাদেরকে সর্বত্র পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করা হয়েছে। প্রগতির দোহাই দিয়ে আর উচ্চশিক্ষার অজুহাতে এখন যুব সমাজের চরিত্র হননের সকল পথ খুলে দেয়া হয়েছে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, গাড়ি-ঘোড়ায় সর্বত্র পুরুষদের ভীড় ঠেলে নারীদের সার্বক্ষণিক বিচরণকে বাধাহীন ও অবাধ করা হয়েছে। অথচ দীনের এসব আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নেই কেবল তাদেরকে ফিতনার অযুহাত দেখিয়ে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। চাকুরী-বাকরী, লেখা-পড়া ইত্যাদিতে তারাও পুরুষদের মত সর্বত্রই যাচ্ছে, কিন্তু তাদের জন্য পুরুষদের ন্যায় সব জায়গায় সালাতের ব্যবস্থা নেই। অন্যকথায়, সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন তাদেরকে ইসলামের কিছু মৌলিক 'ইবাদাত থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বর্তমান সমাজের নারীসমাজ যখন নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার, তখনও কিন্তু তারা তাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এসব মৌলিক অধিকার নিয়ে কোন কথা বলছে না। তাদের যত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, মিছিল-মিটিং, আলোচনা সভা, পত্রিকায় লিখন, মানব বন্ধন ইত্যাদি সবই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষের মত সমান অধিকার প্রাপ্তির দাবীতে। কিন্তু ইসলামী শারী'আহ প্রদত্ত তাদের এসব অধিকার নিয়ে কিন্তু তাদের নিজেদের মাঝেও কোন আলোচনা নেই, নেই কোন দাবী দাওয়া।

হাদীসটির শিক্ষাঃ

- ইসলামী অনুশাসন জানা ও চর্চা করার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হলো মাসজিদ।

www.pathagar.com

- সালাত কায়েম করা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও সমাজপতিদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
- সালাত কায়েম থাকলে সামাজিক অনাচার অনেকাংশে কমে যায়।
- সময়মত নিজের সকল দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ হয় জামা'আতে সালাত কায়েমের মাধ্যমে।
- একা একা কিংবা ঘরে বা বাজারে সালাতের চেয়ে মাসজিদে জামা'আতে সালাত পড়া উত্তম।
- পরস্পরের কল্যাণ কামনাকে ইসলাম আমাদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছে।
- মাসজিদে একসঙ্গে সালাত আদায়কারীরা পরস্পরের হিতাকাংখী হয়ে থাকে।
- নেতৃত্ব ও আনুগত্য শিক্ষার এক অন্যতম মাধ্যম হলো জামা'আতে সালাত আদায়।
- নেতাকে শুধরাবার উপযুক্ত নির্দেশনা ও পন্থা শেখায় জামা'আতে সালাত।
- সংঘবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করার বাস্তব অনুশীলন হয় জামা'আতে সালাতের মাধ্যমে।
- জামা'আতে সালাতের ফযীলত নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই।
- জামা'আত, জুমু'আহ এবং ঈদগাহে যাওয়া নারীদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। তাদের এ অধিকার প্রাপ্তির যথাযথ ব্যবস্থা করা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিয়মিত জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন। জামা'আতে সালাত আদায়ের সকল সুফল আমাদেরকে নসীব করুন। সমাজের সকল স্তরে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের যথাযথ অনুশীলন করার মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে তাঁর রজ্জুকে ধারণ করে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা দান করুন এবং এর মাধ্যমে পরকালে আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১১

দু'টো নি'আমাতের ব্যাপারে মানুষ ধোকাপ্রাপ্ত হয়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ . هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দু'টো নি'আমাত এমন আছে যেগুলোতে অনেক মানুষই ধোকায় পতিত হয়। তার একটি হলো সুস্থতা, আর অপরটি হলো অবসর।[১০১] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি সাহীহ হাদীস, তবে তাঁরা এটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা 'আব্বাস ইবন 'আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র। এছাড়া তার মাতা লুবাবাহ বিনতুল হারিস ছিলেন রাসূলপত্নী মাইমূনাহ (রা.) এর বোন। ফলে বাবা এবং মা উভয়ের দিক থেকেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়। এ কারণেই ইবন 'আব্বাস (রা.) ছিলেন সকলের মাঝে অতিশয় সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে নাবুওয়াতের দশম বছর তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ১৩/১৪ বছর।

অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও পান্ডিত্য বিবেচনা করেই তাঁকে (حَبْرُ الْأُمَّةِ وَ بَحْرُهَا) 'হাবরুল উম্মাতি ওয়া বাহরুহা' অর্থাৎ এই উম্মাতের বিশিষ্ট পন্ডিত ও অতি উত্তম

---

১০১ আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং- ৭৮৪৫

www.pathagar.com

ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিশু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন: اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ 'হে আল্লাহ! তাঁকে তুমি দীনের সঠিক বুঝ দাও এবং দীনের যথার্থ ব্যাখ্যা শক্তি প্রদান কর'। পরবর্তীতে তিনি 'রাঈসুল মুফাস্‌সিরীন' বা মুফাস্‌সির সর্দার নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দুই দুই বার জিবরীল (আ.) কে দেখতে পান। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাকে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন, যদিও তিনি ছিলেন অনেক সাহাবীর তুলনায় বয়:কনিষ্ঠ। অর্থাৎ বয়সে ছোট হলেও তিনি ছিলেন অনেক বয়োজৈষ্ঠ্য সাহাবীর তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর প্রভাবে তিনি এতটা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। বাল্যকালে মাত্র কয়েক বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শ পেলেও তিনি হাদীস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০ টি।

'আব্‌দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) এর শাসনামলে ৬৮ হিজরী সালে তায়েফে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে বর্তমান সময় এবং চলমান পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে বলা হয়েছে। সুদিন-দূর্দিন, সুস্থতা-অসুস্থতা, যৌবন-বার্ধক্য, ব্যস্ততা-অবসর এবং জীবন-মৃত্যু ইত্যাদিকে মানুষ সবসময় নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অজুহাত কিংবা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ জানে না যে তার বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভবিষ্যত আরো সুখকর কিংবা সুবিধাজনক হবে। তাই যখন যে পরিস্থিতি এবং যে অবস্থায় আমরা বিরাজ করি তাকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম ভেবে তা থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। কেননা কেউ জানে না যে, তার বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত আরো সুদিন হবে, আরো সুস্থতর হবে, আরো শক্তি সামর্থবান হবে, আরো অবসর হবে এবং আরো অনেক দিন সে বাঁচবে। বরং যে কোন সময় এসব অনাকাংখিত অবস্থার মুখোমুখি তার হওয়া লাগতে পারে। বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল অবস্থা কে না চায়? অথচ এর কোন গ্যারান্টি তার কাছে নেই। আবার আরো খারাপ পরিস্থিতির দিকে সে ধাবিত হতে পারে-

www.pathagar.com

এটাও অস্বাভাবিক নয়। তাই বর্তমান পরিস্থিতিকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়ে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব।

মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। সে জানে না যে তাকে কখন কোন্ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ভবিষ্যত বর্তমানের চেয়ে ভাল হবে এ আশা সে করতেই পারে। কিন্তু এ নিশ্চয়তা যেহেতু তার কাছে নেই তাই বর্তমানকে অবহেলা করার কারণে হিতে বিপরীতও হতে পারে। জীবন চলার পথে মানুষ যেসব অবস্থাকে নিজের কাজের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হবে বলে মনে করে এবং সেই অবস্থা প্রাপ্তির আশায় কাজকে ফেলে রাখে, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব অবস্থাকেই গাণীমাত মনে করে কাজে লাগাতে বলেছেন। আলোচ্য হাদীসটিতে ঐসব অবস্থার মধ্য থেকে দু'টো অবস্থাকে বিশেষ নি'আমাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই দু'টো নি'আমাতের যথাযথ ব্যবহার না করে মানুষ যে ধোকাগ্রস্থ হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। তাই মানব জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হলো যে, সে অধিকাংশ সময় নি'আমাত থাকা অবস্থায় সে নি'আমাতের কদর বুঝতে পারে না। আর নি'আমাত যখন চলে যায় তখন সেই নি'আমাতের কদর বা মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। কিন্তু নি'আমাত চলে যাবার পর তার কদর বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই প্রকৃত মু'মিন ও বুদ্ধিমান সেই যে নি'আমাত থাকতেই তার কদর বুঝে এবং তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হয়। আলোচ্য হাদীসটিতে মানুষের জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অবস্থার কথা আলোকপাত করা হয়েছে। আর তা হলোঃ

(এক) সুস্থতাঃ সুস্থতা মহান আল্লাহর এক অপার মহিমা। সুস্থতার সময় মানুষ আল্লাহর 'ইবাদাত করার যে সামর্থ রাখে, অসুস্থ হয়ে গেলে আর তার সে সামর্থ থাকে না। তখন মন চাইলেও তার শরীরে কোলায় না বিধায় সে 'ইবাদাতে ততটা মনোযোগ দিতে পারে না। আর অসুস্থতা যেহেতু মানুষকে বলে কয়ে আসে না, তাই যখন সে যতটুকু সুস্থ তাকেই নি'আমাত মনে করা উচিত। অন্যথায় যে সুস্থতার আশায় সে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো রেখে দিয়েছিল সে সুস্থতার দেখা হয়ত আর কোনদিন নাও মিলতে পারে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই যে তার বর্তমান অবস্থাকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

মনোযোগী হয়। কেননা কে জানে যে, বর্তমানে তার শরীরের যে অবস্থা ভবিষ্যতে তা হয়তো আরো অবনতির দিকে যাবে। তাহলে যে আশায় বুক বেঁধে সে তার বর্তমান অবস্থাকে হেলায় কাটিয়েছিল সামনে অবস্থা আরো খারাপ হলে সে তার সাধ্যের ভিতরকার নূন্যতমটুকুও হয়ত আর করতে সক্ষম হবে না।

(দুই) অবসর: ব্যস্ততা ও অবসর এ দু'টোই মহান আল্লাহর নি'আমাত। ব্যস্ততা এ অর্থে নি'আমাত যে, এটি মানুষকে অনেক অন্যায় ও বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকতে সহযোগিতা করে। সে তার নিজের গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত বিধায় শয়তান তাকে অন্য কাজে মনোযোগী করার সুযোগ পায় না। আর অবসর এ অর্থে নি'আমাত যে, সে চাইলে এতে অনেক ভাল কাজ আঞ্জাম দিয়ে লাভবান হতে পারে। অবশ্য এই ব্যস্ততা যদি হয় অন্যায় কাজে, আর এই অবসর যদি হয় কাজ কর্ম বাদ দিয়ে বিশ্রামের তাহলে ভিন্ন কথা।

তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, অত্যধিক ব্যস্ততা মানুষকে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ থেকে অপারগ বানিয়ে দেয়। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই ভাববে যে, আমি কিসে ব্যস্ত হচ্ছি? যে কাজে আমি এত ব্যস্ত হচ্ছি তা আমার জন্য কতটুকু কল্যাণকর? আমার কি এতেই ব্যস্ত থাকা উচিত? নাকি অন্য কোন গুরু দায়িত্বে আমি অবহেলা করে ফেলছি। আর অবসর ব্যক্তিরও ভাবা উচিত যে, এই অবসরকে নিজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে না লাগালে পরে ব্যস্ততা এসে গেলে সেই কাজ করার আর কোন সুযোগই হয়ত পাব না। তাই অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক লাভজনক কাজে নিজের অবসর সময় কাটাবার পরিকল্পনা করাই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচটি বিষয়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে কাজে লাগাতে বলেছেন। সেখানেও আলোচ্য হাদীসের দু'টো বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ .

'আমর ইবন মাইমূন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (নসীহত করতে গিয়ে) বলেছেন: তুমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে গুরুত্ব দিবে। (এক) মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে তোমার জীবনকে। (দুই) ব্যস্ততা এসে যাওয়ার আগে তোমার অবসরকে। (তিন)

www.pathagar.com

দারিদ্রতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সচ্ছলতাকে। (চার) বার্ধক্য এসে যাওয়ার আগে তোমার যৌবনকালকে। এবং (পাঁচ) অসুস্থতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে।[১০২]

উক্ত হাদীসের দুই এবং পাঁচ নাম্বার বিষয় দু'টোই আজকের হাদীসের আলোচ্য বিষয়। এখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নাসীহাত করতে গিয়ে বলেছেন যেন আমরা এগুলোকে হেলায় না কাটাই।

সুস্থতা এবং অবসরকে নি'আমাত বলার কারণঃ

সাধারণভাবে যে কোন কাংখিত বিষয়কেই নি'আমাত গণ্য করা হয়। সুস্থতা এবং অবসর এমন দু'টি নি'আমাত যা নিজেই শুধু কাংখিত নয়, বরং অন্যান্য অনেক কাংখিত বিষয়ও এদের উপর নির্ভরশীল। যেমন- স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য সুস্থতা জরুরী। তাই এটি একটি কাংখিত বিষয়। আবার অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্যও সুস্থতা অপরিহার্য। একইভাবে দুনিয়ার রকমারী ব্যস্ততা ও পেশাগত রুটিন ওয়ার্ক থেকে একটু হাফ ছেড়ে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝে অবসর খুবই কাংখিত। তাছাড়া পরকালীন কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যেও দুনিয়ার এসব ব্যস্ততা কম হওয়া জরুরী। যারা এরূপ ব্যস্ততায় সবসময় ডুবে থাকেন, তারা অনেক কল্যাণের কাজ থেকে বঞ্চিত হন। আবার যারা সদা অসুস্থতায় ভুগতে থাকেন তারাও সুস্থতার অভাবে অনেক কল্যাণের কাজ থেকে বঞ্চিত হন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থতা এবং অবসরকে বিশেষভাবে নি'আমাত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

সুস্থ অবস্থায় ও অবসরের সময় কোন্ কাজকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত?

একজন মু'মিনের কাছে কোন্ কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে এবং তার কাজের পরিকল্পনা কোন্ মুখী হবে সে ব্যাপারে বাস্তব নির্দেশনা আমরা নিচের হাদীসটিতে পাই।

عن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ لَا شَيْءَ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

---

১০২ মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৭, পৃ. ৭৭, হাদীস নং- ৩৪৩১৯

www.pathagar.com

صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক লোক নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললো যে, কিয়ামাত কবে হবে? তিনি বললেন: তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? লোকটি বললো: এর জন্য আমি কোন প্রস্তুতিই নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই থাকবে। আনাস (রা.) বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এই কথায় (তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই থাকবে) আমরা এত খুশী হয়েছি যে, আর কোন কিছুতে আমরা এত খুশী হইনি। আনাস (রা.) আরো বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আবূ বাকর এবং 'উমারকে ভালবাসি। আর আশা করি যে, তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদেরই সাথে থাকতে পারব। যদিও তাঁদের ন্যায় নেক আমল আমি করতে পারি না।[১০৩]

অতএব আমাদের উচিত নিজের সকল সুযোগ সুবিধাকে পরকালের কল্যাণের পথে কাজে লাগানো। মহান আল্লাহর নাবী ও রাসূলগণ যেপথে চলেছেন সেপথে চলা। যারা তাঁদেরকে ভালবাসতেন ও তাঁদের অনুসরণ করতেন তাঁদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের পথে চলা। আর পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্যে মৃত্যু এসে যাওয়ার আগেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

অনেক মানুষ ধোকাগ্রস্থ হয় বলার অর্থ:

আলোচ্য হাদীসটিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার চিত্রই ফুটে উঠেছে। মানুষ সচরাচর এ দু'টো সময়কে হেলায় কাটিয়ে দেয়। সে ভাবে যে, আরেকটু সুস্থ হলে অথবা আরেকটু অবসর হলে কাজটি ভালভাবে করব। এই ভেবে সে তার কাজকে জমিয়ে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণে আরেকটু সুস্থ না হয়ে হয়ত আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথবা আরেকটু অবসর না হয়ে হয়ত আরো বেশী ব্যস্ত হয়ে

---

১০৩ সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৯, হাদীস নং- ৩৪৮৫

www.pathagar.com

পড়ে। তখন তার পক্ষে আর এ কাজটি করা সম্ভবই হয়ে উঠে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাৎক্ষণিকভাবে একে গাণীমাত মনে করে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আহবান করেছেন।

বর্তমানে মানুষের যা আছে তাও যদি সে সময়মত বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত সে এটিও আর বিনিয়োগ করতে পারবে না। এ সুযোগটিও হয়ত তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই যখন যতটুকু সচ্ছলতা আছে একেই নিজের পূঁজি ভেবে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এর চেয়ে ভাল অবস্থার দোহাই দেয়া নিজেকে প্রলোভন দেয়ার শামিল। কেননা আগামীর কোন তথ্যই তার কাছে নেই। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"কিয়ামাতের 'ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। তিনিই বৃষ্টি নাযিল করেন। তিনিই জানেন যে, মায়ের পেটে কী তৈরী হচ্ছে। কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী কামাই করবে এবং কেউ জানে না যে, কোন্ জায়গায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই সবকিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন"।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : لاَ يَعْلَمُ مَا تَضَعُ الأَرْحَامُ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ وَلاَ تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ .

ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: গাইব/অদৃশ্যের চাবিকাঠি পাঁচটি। যথা- আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, মায়ের পেটে কী তৈরী হচ্ছে। শুধু তিনিই জানেন যে, আগামীকাল কী হবে। বৃষ্টি কখন হবে তাও কেবল তাঁরই জানা। কোন প্রাণী জানে না যে, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং এও জানে না যে, কিয়ামাত কবে হবে।[১০৫]

---

১০৪ আলকোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:৩৪

১০৫ সাহীহুল বুখারী, খ. ৬, পৃ. ২৬৮৭, হাদীস নং- ৬৯৪৪ ও সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ১, পৃ. ২৭২, হাদীস নং- ৭০

www.pathagar.com

সুতরাং যেখানে আগামীকালের রিয্ক প্রাপ্তি অথবা অন্য কোন আর্থিক অগ্রগতির খবরই তার কাছে নেই তাহলে সে কিসের উপর ভিত্তি করে অধিক সুস্থতা কিংবা আরো অবসরের আশায় বর্তমান অবস্থাকে অবহেলা করবে? এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

'আদী ইবন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমরা আগুনকে ভয় কর একটা খেজুরের আটির খোসা দিয়ে হলেও।[১০৬] খেজুরের বিচির উপরে যে পাতলা সাদা আবরণ থাকে তাকে আরবীতে 'শিক্ব' বলা হয়। এর দ্বারা এখানে অতি নগণ্য পরিমাণ অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে তোমার যা আছে (তা যত অল্পই হোক না কেন) তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমেই তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে রূপকার্থে বলেছেন। এর দ্বারা সব ধরনের সহায় সম্বল, শক্তি-সামর্থ ও সুযোগ-সুবিধাই বুঝানো হয়েছে। তাই আরেকটু সচ্ছলতা আসুক, আরেকটু সুস্থতা আসুক, আরেকটু ব্যস্ততা কমুক, তারপর এটা করব, ওটা করব- এ রকম ভাবা কিছুতেই সমীচীন নয়। বরং বর্তমান অবস্থায় যতটুকু করা সম্ভব তার সবটুকুই করে ফেলতে হবে।

হাদীসটির শিক্ষা:

- সুস্থতা এবং অবসর এমন দু'টো গুরুত্বপূর্ণ নি'আমাত যা মানুষ সময়মত উপলব্ধি করে না।
- দুনিয়ার জীবনে সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বন করে আল্লাহর আনুগত্যে অটুট থাকা উচিত।
- যারা এ দু'টো নি'আমাতকে যথাসময়ে উপলব্ধি করে তা কাজে লাগায় তারাই সফলকাম।
- দুনিয়ায় মানুষের চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ নেই।

---

১০৬ সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫১৪, হাদীস নং- ১৩৫১

www.pathagar.com

- সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা, সুস্থতা ও অসুস্থতা এবং ব্যস্ততা ও অবসর কেবল আপেক্ষিক বিষয়।
- বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত ভাল হবে- এ গ্যারান্টি কারো কাছে নেই।
- আরো অধিক সুস্থতা লাভের আশায় কাজ ফেলে না রেখে বর্তমান অবস্থাতেই সম্ভবমত কাজ করে ফেলা উচিত।
- সামনে ব্যস্ততা কমে যাবে- এ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।
- ব্যস্ততা কমার আশায় গুরুত্বপূর্ণ কাজকে কখনোই জমিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
- মৃত্যু নামক চির সত্য বিষয়টি যে কোন মুহূর্তে এসে হানা দিতে পারে। আর তাই মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত।
- সর্বাবস্থায় মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে হতাশামুক্ত ও কর্মচঞ্চল রাখতে পারে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীসের আলোকে নিজেদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পরকালীন সফলতার লক্ষ্যে তাঁর দাসত্বের পথে পরিচালিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১২

হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণের গুরুত্ব

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মানুষদের কাছে এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন কেউ ভ্রুক্ষেপই করবে না যে, কোথা থেকে সে সম্পদ আহরণ করল। তা কি হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে?[১০৭]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে

---

১০৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৩৩, হাদীস নং- ১৯৭৭

www.pathagar.com

রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তি কাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ধনসম্পদের চাহিদা অনস্বীকার্য একটি বিষয়। মানুষ মাত্রই সম্পদের মুখাপেক্ষী। এই চাহিদা মেটাতে তাই তাকে সম্পদ আহরণের চেষ্টা করতে হয়। তবে সম্পদের প্রতি তার এই মুখাপেক্ষিতা পূরণের ক্ষেত্রে মানুষ যখন অতিরঞ্জন করে বসে তখনই তা সম্পদের মোহ বলে গণ্য হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যা অতিশয় ঘৃণিত বিষয়। মানুষ যখন সম্পদের মোহে পড়ে তখনই সে হালাল-হারাম বিবেচনা না করে যে কোন ভাবে সম্পদ আহরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। আলোচ্য হাদীসে এরূপ চেষ্টার নিন্দাবাদ করা হয়েছে এবং শেষ যামানার মানুষেরা এরূপ চেষ্টায় বেশি লিপ্ত হবে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় একটি অধ্যায়ের শিরোনামই দেয়া হয়েছে যে, بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ (যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ আহরণ করল তা ভ্রুক্ষেপই করে না)। এরপর বর্ণিত হয়েছে-

www.pathagar.com

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মানুষদের কাছে এমন একটি সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি ভ্রুক্ষেপই করবে না যে, কোথা থেকে সে সম্পদ আহরণ করল। তা কি হালাল উৎস থেকে করল না হারাম উৎস থেকে?[১০৮]

ইসলাম আমাদেরকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে আহবান জানায়। যেসব মু'মিন রিয্ক অন্বেষনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য ও বেচা কেনা করতে গিয়েও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় না, মহান আল্লাহ আলকোরআনে তাদের গুণকীর্তন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ .

"(আল্লাহর ঘরে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়ে হিদায়াতপ্রাপ্ত) ঐসব লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও বেচা কেনা আল্লাহর যিকর, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফিল করে দেয় না। তারা ঐ দিনকে ভয় করতে থাকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে"।[১০৯]

আয়াতটির তাফসীরে কাতাদাহ (রহ.) বলেন:

كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَتَّجِرُوْنَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتى يُؤَدُّوْهُ إِلَى اللهِ .

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ বেচা কেনা করতেন, ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। কিন্তু যখনই আল্লাহর কোন হক তাদের সামনে উপস্থিত হতো, তাদেরকে ব্যবসা কিংবা বেচা কেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে বেভুলা করতো না। তারা সর্বাগ্রে আল্লাহর হকটিকে সম্পাদন করতেন।[১১০]

অতএব সম্পদ আহরণ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শারী'আতের সীমারেখার ভেতরে থেকে এটি করাও একটি 'ইবাদাত। আর শারী'আতের সীমা

---

১০৮. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭২৬, হাদীস নং- ১৯৫৪

১০৯. আলকোরআন: সূরা আন্ নূর, ২৪:৩৭

১১০. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭২৬

www.pathagar.com

লংঘন করে এটি করা হলো নিন্দনীয় এবং অন্যায়। আলোচ্য হাদীস আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে। আর তাই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই দুইটি তাকীদের (দৃঢ়তাসূচক) অব্যয় ব্যবহার করে বলেছেন যে, অবশ্য অবশ্যই এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষেরা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল হারাম বেছে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে না। তাই এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ভবিষ্যত বাণী হিসেবে গণ্য। আর রাসূলের ভবিষ্যত বাণী অবশ্য অবশ্যই সংঘটিত হবে।

এরপর হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'নাস' (মানুষ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যা আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নয়। তাছাড়া তিনি 'যামানুন' (একটি সময়) শব্দটিও অনির্দিষ্টবাচক ব্যবহার করেছেন। ফলে এটি ব্যাপকতার অর্থ দিচ্ছে। অর্থাৎ এমন অবস্থা কোন সংক্ষিপ্ত সময়ই নয়, বরং দীর্ঘ সময় ধরেও চলতে পারে। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, সকল যুগেই এমন একদল লোক থাকবে যারা রিয্ক অন্বেষনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের কোন তোয়াক্কা করবে না। অথবা রিয্ক অন্বেষনের বিষয়কে অন্য গুরুত্বপূর্ণ দীনী বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করবে। যেমন বুখারীর এক বর্ণনায় আমরা দেখি-

عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حتى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ –

সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জাবির (রা.) বলেছেনঃ একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাতরত ছিলাম। এমন সময় শাম থেকে খাদ্যবাহী একটি ব্যবসায়িক কাফেলার আগমন ঘটল। তখন লোকেরা দৌড়িয়ে সেদিকে চলে যেতে লাগল। এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাতের মজলিসে কেবল বার জন পুরুষ অবশিষ্ট থাকল। তখন আলকোরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়-

www.pathagar.com

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

"যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখলো তখন আপনাকে খাড়া রেখেই তারা সেদিকে দৌড়ে চলে গেলো। তাদেরকে বলুন যে, যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা এসব খেল-তামাশা ও ব্যবসা থেকে বেশি ভালো। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো রিয্কদাতা"।[১১১]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করি তাকেও তিনি তাঁর দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদি আমরা তা তাঁর নির্দেশনার আলোকে রাসূলের দেখানো পদ্ধতিতে সম্পাদন করি। এ কারণেই তিনি সালাত, সাওম ইত্যাদি মৌলিক 'ইবাদাতগুলোর পাশাপাশি রিয্ক অন্বেষনের জন্যও আমাদেরকে তাকীদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিক্রের দিকে দৌড়ে যাও এবং বেচা- কেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো, যদি তোমরা জানো। তারপর যখন সালাত আদায় হয়ে যায় তখন যমিনে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর দান তালাশ করো এবং বেশি করে আল্লাহর যিক্র করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে"।[১১২]

উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে মহান আল্লাহ মৌলিক 'ইবাদাতসমূহ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধানের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কেননা এ দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ তোমরা রিয্ক এর অন্বেষনে যেসব কাজে ব্যস্ত আছ, সালাতের আহবান শুনলে তা ছেড়ে চলে যাও। আবার সালাত শেষ হলেই রিয্ক এর অন্বেষনে নেমে যাও।

---

১১১. আলকোরআন: সূরা আল জুমু'আহ, ৬২:১১ (সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭২৬)
১১২. আলকোরআন: সূরা আল জুমু'আহ, ৬২:৯-১০

www.pathagar.com

অন্যত্র মহান আল্লাহ একদিকে হালাল রিয্ক অন্বেষনের নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ রিয্ক এর হারাম পন্থাগুলো হলো শয়তানের দেখানো পথ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

"হে মানুষ! যমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা তোমরা খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন"।[১১৩] ইসলামে তাই রিয্ক অন্বেষন যেমন একটি 'ইবাদাত, রিয্ক এর ক্ষেত্রে হালাল হারাম বেছে চলাও তেমনি 'ইবাদাত। হারাম রিয্ক অন্বেষন করলে যেমনি তা 'ইবাদাত বলে গণ্য হয় না, হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে অন্যান্য মৌলিক 'ইবাদাত করলেও তেমনি সেগুলো গ্রহণযোগ্য হয় না। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করলো এবং কোন্ পথে ব্যয় করলো সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এ সংক্রান্ত বহুবিদ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حتى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا وَضَعَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ .

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামাতের দিন চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে বান্দাহর দুই পা সামনে বাড়তে পারবে না। (এক.) তার জীবন সম্পর্কে, কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে? (দুই.) তার দেহ সম্পর্কে, কী কাজে সে তা ক্ষয় করেছে? (তিন.) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে আর কিসে তা ব্যয় করেছে? এবং (চার.) তার জ্ঞান সম্পর্কে, সে অনুযায়ী সে কী কাজ করেছে?[১১৪]

---

১১৩. আলকোরআনঃ সূরা আলবাকারাহ, ২:১৬৮

১১৪. সুনানুদ্ দারিমী, খ. ১, পৃ. ১৪৫, হাদীস নং- ৫৩৯ (ইমাম তিরমিযী ইবন মাস'উদ রা. এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এটিকে হাসান এবং সাহীহ বলেছেন।

www.pathagar.com

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَم يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً مَا دَامَ عَلَيْهِ .

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে একটি জামা খরিদ করলো, তন্মধ্যে একটি দিরহাম হলো হারাম। তাহলে সেটি পরিধানরত অবস্থায় সালাত আদায় করলে আল্লাহ্ তা কবূল করবেন না।[১১৫]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ .

আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম রিয্ক দ্বারা গঠিত হয়েছে।[১১৬]

অতএব সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে হালাল হারাম বেছে চলা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় তা 'ইবাদাত বলেও গণ্য হবে না। আর এর কারণে অন্যান্য 'ইবাদাতও মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে সাবধান করেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবীগণকে উপার্জনের ক্ষেত্রে যে কোন হারাম পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِ الطَّعَامِ فَرَأَى طَعَامًا حَسَنًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَإِذَا تَحْتَهُ طَعَامٌ رَدِيء ، فَقَالَ: بِعْ ذَا عَلَى حِدَةٍ وَذَا عَلَى حِدَةٍ ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) খাদ্য সামগ্রী বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি কিছু ভাল মানের খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেয়ে তার মধ্যে নিজের হাত ঢুকালেন। আর অমনি এগুলোর নিচে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য সামগ্রী পেলেন। তখন তিনি বললেন: তুমি

---

১১৫. মুসনাদ আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৯৮, হাদীস নং- ৫৭৩২

১১৬. মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৮৪৮ (ইমাম বাইহাকী হাদীসটি তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

www.pathagar.com

এগুলোকে আলাদা করে এবং ওগুলোকে আলাদা করে বিক্রি কর। (জেনে রাখবে) যে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।[১১৭]

একজন ব্যবসায়ীকে তার পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, তাহলে সাধারণভাবে হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা আরো অনেক বেশি জরুরী। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন হালালের পথগুলো প্রায় রুদ্ধ; আর হারামের অসংখ্য পথ অবারিত, এমতাবস্থায় হালাল হারাম বেছে চলা যারপরনাই কঠিন। আর তাই আলোচ্য হাদীসের আলোকে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে আমাদের আরো অনেক সতর্ক হওয়া উচিত।

হাদীসটির শিক্ষা:

- শারী'আতের সীমারেখার ভেতরে থেকে সম্পদ আহরণের চেষ্টা করাও একটি 'ইবাদাত।
- রিয্ক এর ক্ষেত্রে হালাল হারাম বেছে চলার চেষ্টা করা ফারয।
- হারাম উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে অন্যান্য মৌলিক 'ইবাদাত করলেও সেগুলো গ্রহণযোগ্য হয় না।
- রিয্ক এর হারাম পন্থাগুলো হলো শয়তানের দেখানো পথ।
- প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করলো এবং কোন্ পথে ব্যয় করলো সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।
- ইসলাম মৌলিক 'ইবাদাতসমূহ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে।
- জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে আমাদের হালাল হারামের ব্যাপারে অনেক সতর্ক হওয়া উচিত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সম্পদ আহরণের ব্যাপারে হালাল হারাম বেছে চলার মানসিকতা দান করুন। রিয্ক অন্বেষণ এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে শারী'আতের সীমারেখা মেনে চলার তাওফীক দিন। এর উসীলায় আখিরাতে আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিফল নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— o ————

১১৭. আল মু'জামুল আউসাত, খ. ৩, পৃ. ৬৪, হাদীস নং- ২৪৯০

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১৩

রামাদানের প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্ব

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাজাব মাস আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে রাজাব এবং শা'বান মাসে বরকত দাও এবং আমাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছাও।[১১৮]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালা হতেন।

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে

---

১১৮ আল মু'জামুল আওসাত, খ. ৪, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৩৯৩৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩য় অধ্যায়, খ. ১, পৃ. ৪৩২, হাদীস নং- ১৩৬৯

www.pathagar.com

পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[১১৯] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। অত:পর সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। কারো কারো মতে, ১২৮ টি। বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে পাঠান। তখন

---

১১৯ সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর।

দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

আলোচ্য হাদীসে রাজাব ও শা'বান মাসের গুরুত্ব এবং রামাদানুল মুবারাকের প্রস্তুতি গ্রহণের তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জন্য রামাদানুল মুবারাক এক মহা নি'আমাত। এতে রয়েছে এমন এক মহিমান্বিত রাত যে রাত একাই হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের সকল 'ইবাদাতকে অন্য মাসের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে। এ মাসের নাফল অন্য মাসের ফারযের মত। এ মাসের একটি ফারয অন্য মাসের সত্তরটি ফারযের মত.. ইত্যাদি। অন্য যে কোন মাসের তুলনায় তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসকে অধিক গুরুত্বের সাথে উদযাপন করতেন। বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِيْ رَمَضَانَ مَا لاَيَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ .

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নাফল 'ইবাদাতের ব্যাপারে) এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর এ মাসের শেষ দশকে তিনি এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য অংশে করতেন না।[১২০]

রামাদান মাসের এহেন গুরুত্বের কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসটি আসার দু' মাস আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করতেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ মাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য আবেদন করতেন। অর্থাৎ রামাদান মাসের অশেষ নি'আমাত থেকে যেন বঞ্চিত না থাকতে হয় সেজন্যে তিনি ঐ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন এবং এ মাসের সকল কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুই মাস আগে

---

১২০ সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৮৬

www.pathagar.com

থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকতেন। একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে আমাদেরও উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে এ দুই মাসে আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করা এবং রামাদানের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আলোচ্য হাদীসটি তাই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

আনাস (রা.) বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটিতে 'ইবাদাত সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নিয়মিত অভ্যাসের বর্ণনা এসেছে। তিনি রামাদান মাসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে আগে থেকে প্রস্তুতি নিতেন। আর সেই প্রস্তুতিটি হতো অন্তত দুই মাস আগে থেকে। এর প্রমাণ হলো এই যে, তিনি রাজাব মাস আসলেই এই বলে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন যে, তিনি যেন তাঁকে রাজাব এবং শা'বানে (তথা রামাদানের আগের দুই মাসে) বরকত দান করেন। সাথে সাথে তিনি এও বলতেন যে, মহান আল্লাহ যেন তাঁকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছান। অর্থাৎ রামাদান মাসের যে বিশাল ফযীলত ও মর্যাদা তা যেন কোন অবস্থাতেই বাদ না পড়ে যায়, সেজন্য তিনি ব্যাকুল থাকতেন।

রামাদানের ফারয রোযায় যেন কোন ব্যত্যয় না হয় সেজন্য আগের মাসে (অর্থাৎ শা'বানে) তিনি অধিক পরিমাণে নাফল রোযা পালন করতেন। এ মাসে তাঁর নাফল রোযার পরিমাণ এত বেশি হতো যে, অন্য যে কোন মাসের তুলনায় তিনি এ মাসে অধিক সংখ্যক নাফল রোযা পালন করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ .

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ রাদিআল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো এমনভাবে একনাগারে রোযা রাখতে থাকতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম- বোধ হয় তিনি আর রোযা ভাঙবেন না। আবার কখনো একনাগারে রোযা ছাড়তেই থাকতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম- বোধ হয় তিনি আর রোযা রাখবেন না। রামাদান ছাড়া অন্য

www.pathagar.com

কোন মাস আমি তাঁকে পরিপূর্ণ রোযা রাখতে দেখিনি। আবার অন্যান্য মাসের মধ্যে শা'বানের চেয়ে বেশি রোযা অন্য কোন মাসেও রাখতে দেখিনি।[১২১]

শা'বানে এত অধিক রোযা রাখা হয়ত এ কারণেও হতে পারে যে, রামাদানের পূর্ণ মাস ফারয রোযা পালনের ক্ষেত্রে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য নিজের মধ্যে একাধারে রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং গোটা সামাজিক পরিবেশকে ঐভাবে ঢেলে সাজানো। অথবা শার'ঈ কোন কারণে কারো গতবারের ফারয রোযা বাদ পড়ে থাকলে সে যেন আরেকটি ফারয রোযা আসার আগেই সেটি কাযা করে নিতে পারে সে ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করা ও সহযোগিতা করার জন্যেও তিনি শা'বানে এত অধিক নাফল রোযা রেখে থাকতে পারেন।

শুধু শা'বান মাসেই নয়, রাজাব মাসেও তিনি অধিক নাফল রোযা রাখতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبَ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِيْ رَجَبَ فَقَالَ سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّي نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّي نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ .

'উসমান ইবনু হাকীম আলআনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) কে রাজাবের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আর সে সময় আমরা রাজাব মাসেই অবস্থান করছিলাম। তিনি তখন বললেন যে, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসে এমনভাবে একনাগারে রোযা রাখতে থাকতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম- বোধ হয় তিনি আর রোযা ভাঙবেন না। আবার কখনো একনাগারে রোযা ছাড়তেই থাকতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম- বোধ হয় তিনি আর রোযা রাখবেন না।[১২২]

রাজাব ও শা'বানে বরকত কামনা এবং রামাদান পর্যন্ত বেঁচে থাকার আকাংখা প্রকাশের কারণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজাব ও শা'বানে বরকত কামনা করেছেন এবং রামাদান মাসে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আকাংখা প্রকাশ করেছেন,

---

১২১ সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮১০, হাদীস নং- ১১৫৬

১২২ সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮১১, হাদীস নং- ১১৫৭

www.pathagar.com

অন্য কোন মাসের ব্যাপারে তা করেননি। এর কারণ হলো- রামাদান সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। এ মাস রহমতের মাস, এ মাস বরকতের মাস, এ মাস ক্ষমার মাস এবং এ মাস জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের মাস। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো- এ মাস আলকোরআনের মাস।

আর যে মাস এত গুরুত্বপূর্ণ, এত মর্যাদাবান সে মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে পুংখানুপুংখভাবে কাজে লাগাবার জন্য এত আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এক দিনের কোন প্রোগ্রাম সফল করার জন্য কয়েক সপ্তাহ/ কয়েক দিন আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। কাজেই একাধারে দীর্ঘ এক মাসের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দুই মাস আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা খুবই মামুলী ব্যাপার। তাও আবার এ প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা নির্দিষ্ট কোন এলাকার নয়; বরং এটি দুনিয়া ব্যাপি সকল মুসলিমদের প্রোগ্রাম। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামটির প্রতিটি এজেন্ডা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

রামাদান ক্ষমার মাস, মুক্তির মাস। এ মাসে বেঁচে থাকলে ক্ষমা চাওয়া যাবে, মুক্তি পাওয়া যাবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে, জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে। এ মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে সিয়াম সাধনা করলে এবং কিয়ামুল লাইল করলে অতীতের গুনাহরাজি থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে। এ মাসের মর্যাদাপূর্ণ রাত তথা লাইলাতুল কাদর পেয়ে গেলে বিশাল ফযীলত অর্জন হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আকুতি করতেন। রাসূলের অনুকরণে আমরাও মহামহিমের দরবারে এই আকুতিই করছি।

হাদীসটির শিক্ষা:

১. রামাদানুল মুবারাক বছরের সেরা মাস। এ মাসে সিয়াম ও কিয়াম পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন তাঁর ইহলৌকিক কল্যাণ, ক্ষমা ও পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

২. রামাদানুল মুবারাক ধৈর্য্য ও সহমর্মিতার মাস। এ মাসে ক্ষুত-পিপাসা ও বিশ্রাম ইত্যাদিতে ধৈর্য্যের প্রশিক্ষণ নিয়ে মু'মিনরা সামাজিক শান্তি ও শৃংখলার বিপ্লব ঘটাতে পারে। ধনী ও গরীবের ব্যবধান গুচিয়ে তারা সমাজে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নযীর স্থাপন করতে পারে।

www.pathagar.com

৩. রামাদানুল মুবারাক মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অপার সুযোগ। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের সুযোগ পুরো মাস ব্যাপী অবারিত থাকে।

৪. রামাদানুল মুবারাক অল্প পরিশ্রমে অধিক লাভের এক অনন্য ব্যবস্থা। এ মাসে লাইলাতুল কাদর রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। তাই বছরে একবার এ রাতের 'ইবাদাতই একজন মু'মিনকে সারা জীবনের সমান 'ইবাদাতের সুযোগ এনে দিতে পারে।

৫. রামাদানুল মুবারাক গরীব ধনী সকলের জন্যই এক মহা নি'আমাত। এ মাসে সকলেই অল্প পরিশ্রম করে কিংবা অতি অল্প বিনিয়োগ করে অনেক বেশি লাভবান হতে পারে।

৬. এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা যায়। আর তাই-

৭. এ মাসকে সঠিকভাবে উদযাপনের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী। আর এই প্রস্তুতি গ্রহণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হিসেবেই গণ্য।

৮. তাছাড়া এ প্রস্তুতি গ্রহণ ঐসব আমল চর্চার মাধ্যমে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত যেগুলো রামাদানে পালনীয় আমল।

৯. রামাদান যেহেতু আলকোরআনের মাস তাই রামাদানকে উদযাপনের মূল পরিকল্পনা আলকোরআন কেন্দ্রিক হওয়া উচিত।

১০. রামাদান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসসমূহের মধ্যে রাজাব এবং শা'বানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক নাফল রোযা রাখতেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাজাব ও শা'বানে বরকত দিন। রামাদান মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে এ দুই মাসে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দিন। রামাদান পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখে আমাদেরকে রামাদানের অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে সিক্ত করুন। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ক্ষমা নসীব করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

———— ০ ————

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১৪

কিয়ামাতের দিন যে চারটি বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হতে হবে

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ- عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে কিয়ামাতের দিন বান্দাহর দুই পা অগ্রসর হতে পারবে না। তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে- কিভাবে তা সে ফুরিয়েছে, তার যৌবন সম্পর্কে- কিসে সে তা ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে, আর তার জ্ঞান সম্পর্কে- তদনুযায়ী সে কী আমল করেছে।[১২৩]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। তাঁর মূল নাম মু'আয। উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। উপাধি 'ইমামুল ফুকাহা', 'কানযুল 'উলামা ও 'রাব্বানিয়্যুল কুলূব'। আলমাদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান তিনি। তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ সা'দ ইবনু 'আলীর দুই ছেলে ছিল। একজন সালামা এবং অপরজন উদাই। সালামার বংশকে বলা হয় বানূ সালামা। এই বংশে আবূ কাতাদাহ, জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ, কা'ব ইবনু মালিক, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনু হারাম প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবীগণের জন্ম হয়। কিন্তু সালামার ভাই উদাই এর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

১২৩ আল মু'জামুল কাবীর, খ. ২০, পৃ. ৬০, হাদীস নং- ১১১

www.pathagar.com

হিজরাতের সময় কেবল মু'আযই (রা.) জীবিত ছিলেন। মাসজিদুল কিবলাতাইনের পাশেই ছিল তাঁর বাড়ি।

মু'আয (রা.) এর পিতা জাবাল ইবনু 'আমর এবং মাতা হিন্দা বিনতু সাহল আলজুহাইনিয়্যাহ। বাদরী সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনুল জাদ্দ (রা.) তাঁর বৈপিত্রীয় ভাই ছিলেন। মু'আয (রা.) এর ছেলের নাম ছিল 'আব্দুর রহমান। তাই তাঁকে আবূ 'আব্দির রহমান বলা হতো। তিনি এবং তাঁর ছেলে উভয়েই শামের 'আমওয়াসের মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁদের মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁদের বংশধারা বিলীন হয়ে যায়।

নাবুওয়াতের দ্বাদশ বছর রাসূলুল্লাহর প্রেরিত দা'ঈ মুস'আব ইবনু 'উমাইরের হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। 'আকাবার বাই'আতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে পূর্ণোদ্দমে আলমাদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে দেন। সমবয়সী যুবকদের নিয়ে তিনি আলমাদীনাকে প্রতিমামুক্ত করতে বিরাট ভূমিকা রাখেন। তাঁদেরই উদ্যোগের ফলে বানূ সালামা গোত্রের সন্মানিত সরদার 'আমর ইবনুল জামূহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। ২০/২১ বছর বয়সে মু'আয (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগ দেন।

তিনি আলকোরআনের বিশিষ্ট হাফিয ছিলেন। যে ছয়জন সাহাবী রাসূলের নিকট থেকে কোরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন তিনি তাঁদের অন্যতম। বানূ সালামার মহল্লায় একটি মাসজিদ নির্মিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সেখানকার ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন ইয়ামানে রাসূলের প্রেরিত দূত। তাঁকে ইয়ামান পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন: আমি আমার সর্বোত্তম আহল বা পরিজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম। তোমরা মু'আয ও অন্য লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। সাদাকাহ ও জিযিয়ার অর্থ তাঁর নিকট জমা করবে। আমি মু'আয ইবনু জাবালকে ইয়ামানে বসবাসরত সকলের উপর আমীর নিযুক্ত করলাম। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং এমন যেন না হয় যে সে তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। ইয়ামানের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন। তখন মু'আয উটের

www.pathagar.com

উপর সাওয়ার ছিলেন, আর তাঁর পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হেঁটে চলছিলেন। এই অবস্থায় দুই জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছিল।

খালীফাহ আবূ বাকর (রা.) এবং খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনামলে মু'আয (রা.) মাজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মু'আয (রা.) একাধারে ছিলেন ইসলামী শারী'আর মুফতী, মাজলিসে শুরার সদস্য, কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষক, প্রদেশের ওয়ালী, দূত, সাহসী যোদ্ধা, সেনাপতি ও যাকাত উসূলকারী ইত্যাদি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন যুবক এবং অতিশয় দানশীল ব্যক্তি। বিচক্ষণতা, বদান্যতা ও লজ্জাশীলতার দিক থেকে তিনি ছিলেন আনসারদের সর্বোত্তম যুবক।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা অনেক। গণ্যমান্য সাহাবীদের অনেকেই তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৭ টি। তন্মধ্যে দুইটি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি, তিনটি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব নিয়ে মাদীনার বাইরে অবস্থান করায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম।

হিজরী ১৮/১৯ সালে তিনি ৩৮ বছর বয়সে বাইতুল মাকদাস ও দিমাশকের মধ্যবর্তী এবং জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বীসান' নামক স্থানে মারা যান। এরই নিকটবর্তী একটি স্থান থেকে মহান আল্লাহ 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেন, সেখানেই মু'আয (রা.) কে দাফন করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে কিয়ামাতের দিবসে যে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে মানুষের কোন উপায়ই থাকবে না সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিচার দিবসে মানুষ তার প্রতিটি নেক আমল যেমন দেখতে পাবে, প্রতিটি বদ আমলও তেমনি দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ .

www.pathagar.com

"যে অনু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে"।[১২৪]

এ হলো সকলের জন্য সাধারণ নীতিমালা। কিন্তু বিশেষভাবে জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে মৌলিক যেসব বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসিত হতেই হবে তা হলো আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত চারটি বিষয়। এ চারটি মৌলিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে সফল হতে পারলে অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় এর অধীনেই চলে আসবে। তাই এ চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারলেই সফলতা আশা করা যায়। আর এগুলোর জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থই হবে অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও জবাব দিতে না পারা। এ কারণেই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, কিয়ামাতের দিন কোন বান্দাহই এক পাও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না সে চারটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ ঐ প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে সে পরিত্রাণ পাবে আর না পারলে সে বিপদগ্রস্ত হবে। এরপর তিনি এক এক করে ঐ চারটি জিনিসের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে আমরা সেই চারটি জিনিসের ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করছি।

এক. জীবনকে (আয়ুষ্কাল) সে কিভাবে কাটিয়েছে: জীবন বা আয়ু মহান আল্লাহর এক অপার দান। জীবন যাপনের জন্য যে যতটুকু আয়ু পায় তার ভিত্তিতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরই ভিত্তিতে সে পুরস্কৃত হবে কিংবা তিরস্কৃত হবে। মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের আলোকে জীবন কাটালে সে যেমন পুরস্কৃত হবে। এর ব্যতিক্রম করলেও সে তেমনি তিরস্কৃত হবে। জীবদ্দশায় আমরা ভাল অথবা মন্দ যাই করি তা সব মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ বাহিনী দিয়ে রেকর্ড করান। ফলে জিজ্ঞাসার জবাবে নিজের ইচ্ছামত কিছু বানিয়ে বললেও রেহাই পাওয়ার সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

---

১২৪ আলকোরআন: সূরা আয্ যালযালাহ, ৯৯:৭-৮

www.pathagar.com

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً . اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً .

"প্রতিটি মানুষের ভালো ও মন্দ আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটা লেখা বের করবো, যা সে খোলা কিতাব হিসেবে পাবে। (তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা পড়ো। আজ তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"।[১২৫]

শুধু তাই নয়, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ কোন কাজ করে কিয়ামাতের দিন সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার সে কাজের সাক্ষী হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

"আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে"।[১২৬]

অতএব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কর্মের ব্যাপারেই আমাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। কারণ এর কোনটিই আমরা চাইলে গোপন রাখতে পারব না। কিংবা রিপোর্ট দেয়ার বেলায় কোনরূপ গোজামিলের আশ্রয়ও নিতে পারব না।

দুই. যৌবনকালকে সে কিভাবে ক্ষয় করেছে: কিয়ামাতের দিন সাধারণভাবে মানুষকে তার গোটা আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াও আলাদাভাবে আবার তার যৌবনকাল নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। তাকে বলা হবে যে, তুমি তোমার যৌবনের শক্তি সামর্থকে কোন্ পথে ব্যয় করেছো? এর থেকে বুঝা যায় যে, যৌবনের আমল মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এ সময়ের 'ইবাদাতও যেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাফরমানীও তেমনি।

এখানে বিশেষভাবে যৌবনকালের কথা এজন্যেই বলা হয়েছে যে, যৌবনকাল মানুষের কর্মস্পৃহা ও কর্মচাঞ্চল্যের সময়। এটি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময়ে যা করা যায়, বার্ধক্যে ইচ্ছা থাকলেও তা করা যায় না। যৌবনে মানুষের শক্তি-সাহস বেশি থাকে। তখন সে ভাঙতেও

---

১২৫ আলকোরআন: সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:১৩-১৪

১২৬ আলকোরআন: সূরা ইয়া সীন, ৩৬:৬৫

www.pathagar.com

পারে, গড়তেও পারে। হাশরের দিন যে সাত শ্রেণির লোককে মহান আল্লাহর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া হবে তাদের মধ্যেও অন্যতম একটি হলো ঐসব যুবকদল যারা তাদের যৌবনকাল মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর দিয়ে কাটিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সাত শ্রেণীর লোক আছেন যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হলেন: (এক) ন্যায়বিচারক নেতা (শাসক), (দুই) আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা যুবক, (তিন) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে লেগে থাকে- একবার মাসজিদ থেকে বের হয়ে পূণরায় মাসজিদে আসা পর্যন্ত তার মন সেখানে পড়ে থাকে, (চার) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে- আল্লাহরই জন্য পরস্পরে মিলিত হয় এবং তাঁরই জন্য পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, (পাঁচ) ঐ ব্যক্তি যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর ভয়ে অশ্রু সজল হয়, (ছয়) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী অশ্লীলতার দিকে ডাকলেও সে বলে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (সাত) ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর তা এমনভাবে গোপন রাখে যে, ডান হাত দিয়ে সে কী দান করল তা তার বাম হাতও জানে না।[১২৭]

---

১২৭ মুয়াত্তাল ইমাম মালিক, খ. ২, পৃ. ৯৫২, হাদীস নং- ১৭০৯; সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং- ৬২৯; সাহীহ মুসলিম, ২, পৃ. ৭১৫, হাদীস নং- ১০৩১

www.pathagar.com

যৌবনের শক্তি সামর্থ মানুষ কোন্ কাজে ব্যয় করে তা নিয়ে তাকে আলাদাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই এই সময়টিকে যারা মহান আল্লাহর 'ইবাদাতে এবং ইসলামের পক্ষে কাজ করে কাটায় তাদের এত মর্যাদা। অন্য হাদীসে তাই যৌবনকালকে বার্ধক্য আসার আগেই বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও দীন কায়েমের আন্দোলনে যুবক সাহাবীরাই মুখ্যম ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিন. সম্পদকে সে কোথা থেকে আয় করেছে আর কোথায় ব্যয় করেছে: ধনসম্পদের চাহিদা অনস্বীকার্য একটি বিষয়। মানুষ মাত্রই সম্পদের মুখাপেক্ষী। এই চাহিদা মেটাতে তাই তাকে সম্পদ আহরণের চেষ্টা করতে হয়। তবে সম্পদের প্রতি তার এই মুখাপেক্ষিতা পূরণের ক্ষেত্রে মানুষ যখন অতিরঞ্জন করে বসে তখনই তা ইসলামের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত বিষয়। দুনিয়ার জীবনে সম্পদ হলো মানুষের চালিকাশক্তি। ভাল কাজ করতেও যেমন সম্পদ লাগে, মন্দ কাজেও তেমনি সম্পদ লাগে। তাই এই সম্পদ মানুষের জন্য এক মহা পরীক্ষাও বটে। সম্পদ না থাকলে ইচ্ছা থাকা সত্বেও অনেক সময় ভাল কাজ করা যায় না; আবার সম্পদের অভাবে অনেক সময় পাপেও লিপ্ত হতে হয়। এক হাদীসে তাই এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْراً ، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দারিদ্র কখনো বা কুফরীতে পর্যবসিত করে। আর হিংসা কখনো বা ভাগ্যকে অস্বীকার করে বসে।[১২৮]

ইসলাম তাই আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের দীক্ষা দেয়। অঢেল সম্পদের মালিক হলে যেমনি বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে; আবার অভাব অনটনের কারণেও বেদীন হওয়ার আশংকা থাকে। তাই সম্পদ অর্জনের বেলায়ও ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করে। আবার সেই সম্পদ ভোগ ব্যবহারের বেলায়ও নীতিমালা প্রয়োগ করে। কিয়ামাতের দিন তাই মহান রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে আমাদের অর্জিত সম্পদের

---

১২৮ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ৩, ১ম অধ্যায়, পৃ. ১৪০৩, হাদীস নং- ৫০৫১

www.pathagar.com

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। কোন্ পদ্ধতিতে আমরা তা অর্জন করেছি। আবার বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ কোন্ পথে আমরা ব্যয় করেছি সে ব্যাপারেও তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। যারা স্বচ্ছতার সাথে সম্পদ আহরণ করে ও তা বৈধ খাতে এবং পরিমিতভাবে ব্যয় করে তারা সেদিন বেঁচে যাবে। পক্ষান্তরে যারা সম্পদ আহরণে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না এবং তা ব্যয়ের বেলায়ও উপযুক্ত খাত এবং যথাযথ পরিমাণের ধার ধারে না তারা সেদিন ধরা পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ يَكْسِبُ الْمَالَ لَمْ يُبَالِ اللهُ مِنْ أَيْنَ أَدْخَلَهُ النَّارَ .

যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ আহরণ করল তার তোয়াক্কা করে না, মহান আল্লাহও তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে কোন তোয়াক্কা করবেন না।[১২৯]

সাহীহুল বুখারীতে একটি অধ্যায়ের শিরোনামই দেয়া হয়েছে যে, بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ (যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ আহরণ করল তা ভ্রুক্ষেপই করে না)। এরপর বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মানুষদের কাছে এমন একটি সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি ভ্রুক্ষেপই করবে না যে, কোথা থেকে সে সম্পদ আহরণ করল। তা কি হালাল উৎস থেকে করল, না হারাম উৎস থেকে?[১৩০]

অতএব, সম্পদ আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত দু'টোর ব্যাপারেই আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। যেন-তেন ভাবে আয়ও করা যাবে না। আর যেখানে সেখানে তা ব্যয়ও করা যাবে না। কোথা থেকে সম্পদ আয় করলাম তাও আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আবার কোন্ খাতে তা ব্যয় করলাম তাও আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

চার. 'ইলম অনুযায়ী সে কী আমল করেছে: 'ইলম হলো আমলের পূর্বশর্ত। 'ইলম না থাকলে আমল করা যায় না। 'ইলম সঠিক না হলে আমলও সঠিক

---

১২৯ কানযুল 'উম্মাল, খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস নং- ৯২৭১ (দাইলামী ইবনু 'উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)
১৩০ সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭২৬, হাদীস নং- ১৯৫৪

www.pathagar.com

হয় না। 'ইলম অর্জনকে তাই ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সেই 'ইলম যাতে সঠিক হয় সে ব্যাপারেও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

যার 'ইলম (জ্ঞান) আছে তাকে বলা হয় 'আলিম (জ্ঞানী)। মহান আল্লাহ 'আলিমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

"তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন আর যারা 'আলিম (জ্ঞানী), মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আর তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন"।[১৩১] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ .

"(এ লোকের চাল-চলনই ভালো, না ঐ ব্যক্তির যে) আদেশ পালন করে চলে, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদাহ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমতের আশা করে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"।[১৩২]

আবার যার 'ইলম যত বেশি তার জিজ্ঞাসাবাদও তত বেশি। 'ইলম অনুযায়ী আমল করতে না পারাও আরেক বিপদ। আমল বিহীন 'ইলম ফলবিহীন গাছের ন্যায়। ফলবিহীন গাছের চেয়ে ফলবান গাছের যেমন মূল্য বেশি, আমলবিহীন 'আলিমের চেয়েও তেমনি আমলদার 'আলিমের মূল্য বেশি। আর তাই জাহিল (মুর্খ্য) ব্যক্তি কোন অন্যায় করলে তেমন চোখে লাগে না; কিন্তু 'আলিম ব্যক্তি অন্যায় করলে তা খুবই চোখে পড়ে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বলেন:

قَلِيْلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرِ الْعِبَادَةِ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً إِذَا أَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ: مُؤْمِنٌ وَجَاهِلٌ فَلاَ تُؤْذِ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تُحَاوِرِ الْجَاهِلَ .

---

১৩১ আলকোরআন: সূরা আল মুজাদালাহ, ৫৮:১১

১৩২ আলকোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৯

www.pathagar.com

না জেনে বেশি 'ইবাদাত করার চেয়ে জেনে বুঝে অল্প 'ইবাদাত করা উত্তম। প্রকৃত ফাকীহ সেই যে বুঝে শুনে 'ইবাদাত করে। আর প্রকৃত জাহিল সেই যে নিজেকে পন্ডিত মনে করে। মানুষ দু' রকম: মু'মিন এবং জাহিল। অতএব তুমি মু'মিনকে কখনো কষ্ট দিও না; আর জাহিলের সাথে বিতর্ক করো না।[১৩৩]

عَنْ هَرِمِ بن حَيَّانَ اله قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْعَالِمَ الْفَاسِقَ فَبَلَغَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّاب فَكَتَبَ إِلَيهِ وَأَشْفَقَ مِنْهَا مَا الْعَالِمُ الْفَاسِقُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيهِ هَرِمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلاَّ الْخَيْرَ يَكُونُ إِمَامٌ يَتَكَلَّمُ بِالْعِلْمِ وَيَعْمَلُ بِالْفِسْقِ فَيُشَبَّهُ عَلَى النَّاسِ فَيَضِلُّوْنَ .

হারিম ইবনু হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'তোমরা ফাসিক 'আলিমদের থেকে বেঁচে থাকবে'। তার এই কথা যখন 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) কানে পৌঁছল, তিনি তাকে লিখে পাঠালেন এবং (বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে) ফাসিক 'আলিম বলতে তিনি কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা জানতে চাইলেন। (রাবী বলেন) অত:পর হারিম তাঁকে জবাব লিখলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কসম, এর দ্বারা আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। 'আলিম ব্যক্তি সমাজের ইমাম হন এবং তার 'ইলম অনুযায়ী মানুষের মাঝে কথা বলেন। এরপর তার আমলে যদি ফাসিকী প্রকাশ পায় তাহলে তা মানুষের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়।[১৩৪]

'ইলম না থাকলে মানুষ সহজে আমল করতে পারে না। আর সঠিক 'ইলম থাকলে আমল করা সহজ হয়। তাই 'ইলম থাকা সত্ত্বেও আমল না করা বড় অপরাধ। যারা প্রকৃত 'আলিম তারাই সঠিক আমল করেন এবং আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা 'আলিম তারাই আল্লাহকে ভয় করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"।[১৩৫] আর মহান আল্লাহর কাছে তাঁরাই বেশি মর্যাদাবান যাঁরা তাঁকে বেশি ভয় করে।

---

১৩৩ কানযুল 'উম্মাল, খ. ১০, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ২৮৭৯৪
১৩৪ সুনানুদ দারিমী, খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস নং- ৩০০
১৩৫ আলকোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫:২৮

www.pathagar.com

অতএব সাহীহ 'ইলম অর্জন করে প্রকৃত 'আলিম হওয়া যেমন জরুরী, নিজের 'ইলম অনুযায়ী আমল করাও তেমনি জরুরী। 'ইলম না থাকলেও যেমন চলবে না, যতটুকু 'ইলম আছে সে অনুপাতে আমল না করলেও চলবে না। যার যার 'ইলম অনুযায়ী কে কতটুকু আমল করলো তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হাদীসটির শিক্ষা:

- জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত।
- ছোট এবং বড় সকল কাজের ব্যাপারেই পরকালে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।
- জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো যৌবনকাল।
- যৌবনের শক্তি সামর্থকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।
- যেন তেন ভাবে আয়ও করা যাবে না। আর যেখানে সেখানে তা ব্যয়ও করা যাবে না।
- যারা সম্পদ আহরণে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না এবং তা ব্যয়ের বেলায়ও উপযুক্ত খাত এবং যথাযথ পরিমাণের ধার ধারে না তারা কিয়ামাতের দিন ধরা পড়বে।
- আমল বিহীন 'ইলম ফলবিহীন গাছের ন্যায়।
- 'ইলম সঠিক না হলে আমলও সঠিক হয় না।
- না জেনে বেশি 'ইবাদাত করার চেয়ে জেনে বুঝে অল্প 'ইবাদাত করা উত্তম।
- ব্যক্তি তার 'ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করলো তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীসে উল্লেখিত চারটি বিষয়ে সচেতন হয়ে চলার তাওফীক দান করুন। এই বিষয়গুলোর আলোকে নিজের বাস্তব জীবনকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে নিজেদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথকে সুগম করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

—— o ——

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১৫

'আরশের ছায়াতলে আশ্রয়প্রাপ্ত সাত শ্রেণির লোক

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ সাত শ্রেণির লোক আছেন যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হলেনঃ (এক) ন্যায়বিচারক নেতা (শাসক), (দুই) আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা যুবক, (তিন) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে লেগে থাকে- একবার মাসজিদ থেকে বের হয়ে পূণরায় মাসজিদে আসা পর্যন্ত তার মন সেখানে পড়ে থাকে, (চার) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে- আল্লাহরই জন্য পরস্পরে মিলিত হয় এবং তাঁরই জন্য পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, (পাঁচ) ঐ ব্যক্তি যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর ভয়ে অশ্রু সজল হয়, (ছয়) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী অশ্লীলতার দিকে ডাকলেও সে বলে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (সাত) ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর তা এমনভাবে গোপন রাখে যে, ডান হাত দিয়ে সে কী দান করল তা তার বাম হাতও জানে না।[১৩৬]

---

১৩৬ মুয়াত্তাল ইমাম মালিক, খ. ২, পৃ. ৯৫২, হাদীস নং- ১৭০৯; সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং- ৬২৯; সাহীহ মুসলিম, ২, পৃ. ৭১৫, হাদীস নং- ১০৩১

www.pathagar.com

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তি কাল হয়।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া লোকদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে সকল মানুষ যখন বিচারের জন্য সমবেত হবে, তাদের মাথার উপর সূর্য হবে খুবই কাছাকাছি। মহান আল্লাহর 'আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়ার ব্যবস্থা তখন থাকবে না। তখন একটু ছায়ার জন্য সবাই হবে ব্যাকুল। পরিস্থিতি এতই নাজুক হবে যে, সকলেই মনে প্রাণে আশা করতে থাকবে যে, পরিণতি যাই হোক না কেন বিচার হয়ে একটা সুরাহা হয়ে যাক। এমতাবস্থায় সাত শ্রেণির লোককে মহান প্রভূ তাঁর 'আরশের ছায়াতলে রহমতের ছায়া দান করবেন। এ সাত শ্রেণির লোকেরা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই কাজ করে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথাই বর্ণনা করেছেন। তাই একজন মু'মিনের জীবনে এই হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, সাত শ্রেণির লোক এমন আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ হাশরের ময়দানের কঠিন সময়ে তাঁর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। তিনি আরো বললেন যে, সেদিন মহান আল্লাহর 'আরশ ছাড়া আর কোন কিছুর কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে না। এতে সেই দিনের ভয়াবহতার চিত্র এবং ঐ সাত শ্রেণির লোকদের পরিচয় জানার ব্যাপারে তিনি আমাদের মধ্যে ব্যকুলতা সৃষ্টি করতে চাইলেন। এরপর এক এক করে তাদের বর্ণনা উপস্থাপন করলেন।

এক. ন্যায়পরায়ন নেতা (শাসক): মহান আল্লাহ যাদেরকে শাসনক্ষমতা দেন তাদের উপর এক বিশাল আমানাত অর্পিত হয়। এ আমানাত সঠিকভাবে পালন করতে পারলে বিরাট সাওয়াব ও সাফল্য। আর তা পালন করতে গিয়ে ইনসাফের পরিপন্থী কিছু করলেও বিশাল শাস্তি। যারা হাশরের দিন মহান আল্লাহর 'আরশের নিচে ছায়া পাবেন তাদের মধ্যে তাই ন্যায়বান শাসকদের কথা এসেছে। অবশ্য এটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক কথা। এর দ্বারা শুধু রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিকেই বুঝায় না। বরং পরিবার-সমাজ, অফিস-আদালত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন ইত্যাদিতে যারাই নেতৃত্বে / প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন, তারা সবাই এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। কেননা তাদের অধীনে যারা কাজ করেন তাদের প্রতি তারা কতটা ইনসাফ করেন এর ভিত্তিতেই তাদের বিচার হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীস এ ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল বহন করে। তিনি ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ . فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ .

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা প্রত্যেকেই একজন রাখাল (তত্ত্বাবধায়ক/অভিভাবক/দায়িত্বশীল) এবং তোমরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি ইমাম বা শাসক তিনি অভিভাবক/দায়িত্বশীল, তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন পুরুষ তার পরিবারবর্গের উপর দায়িত্বশীল এবং তিনি (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন নারীও তেমনি তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীলা (রক্ষক) এবং তিনিও (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। দাসও তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেও জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব খবরদার! তোমরা সকলেই (নিজ নিজ জায়গায়) দায়িত্বশীল এবং তোমরা সকলেই (নিজের অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।[১৩৭] মহাগ্রন্থ আলকোরআনেও একথারই প্রতিধ্বনি মিলে। ইরশাদ হয়েছে:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً . اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً .

"প্রতিটি মানুষের ভালো ও মন্দ আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটা লেখা বের করবো, যা সে খোলা কিতাব হিসেবে পাবে। (তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা পড়ো। আজ তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"।[১৩৮]

যেহেতু মানব সমাজে সকলকেই কোন না কোন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়, যার যার দায়িত্বের ব্যাপারে সকলকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আর যার দায়িত্ব

---

১৩৭ সাহীহুল বুখারী, (বাবু হুসনিল মু'আশারা মা'আল আহল) খ. ৫, পৃ. ১৯৮৮, হাদীস নং- ৪৮৯২
১৩৮ আলকোরআন: সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:১৩-১৪

www.pathagar.com

যত বেশি তার জবাবদিহীতাও তত বেশি। তাই মানব সমাজের কেউই দায়িত্বমুক্ত নয়। আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইমামুন' শব্দটি নাকিরাহ/অনির্দিষ্টবাচক ব্যবহার করেছেন। ফলে এটি অর্থের ব্যাপকতা বুঝায়। অর্থাৎ যে যেখানে যতটুকু নেতৃত্বের অধিকারী তাতেই সে যদি ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দেয় তাহলে মহান আল্লাহ তাকে এই মর্যাদায় ভূষিত করবেন।

দুই. ধার্মিক যুবক: বাল্যকাল থেকে যেসব শিশুরা পরিবার ও সমাজে ঈমানী পরিবেশ পায় তারাই সাধারণত 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। আর যৌবনকালেও যদি তারা এ অভ্যাসকে ধরে রাখতে পারে তাহলে আশা করা যায় যে, তারা আর বিভ্রান্ত হবে না। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকেও 'আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। একজন শিশু, কিশোর কিংবা যুবক যখন তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে দেখে যে, তারা পরস্পরে সালাম দেয়, একে অপরকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে, সালাতের সময় হলে মাসজিদে যায়, রামাদান মাসে রোযা পালন করে, আত্মীয় স্বজনের খোজ-খবর রাখে, গরীব দু:খীদের সহযোগিতা করে, সময়মত কাজে যায় এবং সুযোগমত কোরআন হাদীসেরও চর্চা করে, তখন আপনা আপনিই তার মধ্যে 'ইবাদাতের একটি মানসিকতা তৈরি হয়। তাই এই মর্যাদার ভাগী হতে হলে আমাদের পারিবারিক পরিবেশকে আরো স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে হবে।

এখানে বিশেষভাবে যুবকদের কথা এজন্যেই বলা হয়েছে যে, যৌবনকাল মানুষের কর্মস্পৃহা ও কর্মচাঞ্চল্যের সময়। এটি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময়ে যা করা যায়, বার্ধক্যে তা করা যায় না। যৌবনে মানুষের শক্তি-সাহস বেশি থাকে। তখন সে ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে। কিয়ামাতের দিন যে চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত না হয়ে মানুষ এক পা ও আগাতে পারবে না, তন্মধ্যে একটি হলো তার যৌবনকাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ .

www.pathagar.com

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়ে কিয়ামাতের দিন বান্দাহর দুই পা অগ্রসর হতে পারবে না। তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে- কিভাবে তা সে ফুরিয়েছে, তার যৌবন সম্পর্কে- কিসে সে তা ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে- কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে, আর তার জ্ঞান সম্পর্কে- তদনুযায়ী সে কী আমল করেছে।[১৩৯]

অর্থাৎ যৌবনের শক্তি সামর্থ মানুষ কোন্ কাজে ব্যয় করে তা নিয়ে তাকে আলাদাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই এই সময়টিকে যারা মহান আল্লাহর 'ইবাদাতে এবং ইসলামের পক্ষে কাজ করে কাটায় তাদের এত মর্যাদা। অন্য হাদীসে তাই যৌবনকালকে বার্ধক্য আসার আগেই বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও দীন কায়েমের আন্দোলনে যুবক সাহাবীরাই মুখ্যম ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিন. মাসজিদমুখী লোকঃ মাসজিদ হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। মহান আল্লাহর 'ইবাদাত করা, কোরআন ও সুন্নাহর চর্চা করা, পরস্পরে ভাব বিনিময় এবং সুখ ও দুঃখে শামিল হওয়ার স্থান। তাই নিষ্ঠাবান মু'মিনরা সবসময় মাসজিদমুখী হয়ে থাকে। এতে একদিকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং অপরদিকে সামাজিক দায় দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি হয়। যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মাসজিদে গিয়ে আদায় করেন, তাদের অন্তর মাসজিদে ঝুলন্ত থাকার মতই। কেননা এক সালাত শেষ হতেই আরেক সালাতের জন্য তাদের পেরেশানী ও ব্যাকুলতা থাকে। তারা তাদের অন্যান্য কাজকর্মকে এমনভাবেই ঢেলে সাজান যাতে করে সালাতের কোন ব্যত্যয় না হয়। তাই দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের রুটিন তৈরির ক্ষেত্রেও তারা সালাতের আগে-পরে করে রুটিন তৈরি করেন। প্রতিদিন পাঁচবার জামা'আতে সালাত আদায়ের ফলে তাদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশে দাড়াবার পরিবেশ তৈরি হয়।

যারা প্রকৃত মু'মিন তারা পাঁচ ওয়াক্তের সালাত মাসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকেই প্রকৃত মু'মিন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ

---

১৩৯ আল মু'জামুল কাবীর, খ. ২০, পৃ. ৬০, হাদীস নং- ১১১

www.pathagar.com

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله}.

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: তোমরা যখন কাউকে নিয়মিতভাবে মাসজিদে যেতে দেখবে তখন তাকে মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্র মাসজিদসমূহকে তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে"।[১৪০]

অতএব, প্রকৃত মু'মিনের নিদর্শন হলো- নিয়মিত জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা। যখনই কোন ব্যক্তি জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য উদগ্রীব থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মন সব সময় মাসজিদের সাথে লেগে থাকে। আর যে ব্যক্তি এই ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে মহান আল্লাহও তাকে হাশরের দিন তাঁর বিশেষ ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন।

চার. আল্লাহ্র জন্যে যারা একে অপরকে ভালবাসে: প্রকৃত মুসলিম তার অপর ভাইয়ের কল্যাণকামী হয়। সে নিজের জন্য যা ভালবাসে অপর ভাইয়ের জন্যও তাই ভালবাসে। নিজের জন্য যা অপছন্দ করে অপরের জন্যও তাই অপছন্দ করে। অপর ভাইয়ের কল্যাণকামী হয় বলেই তার কোন কল্যাণ দেখলে সে খুশি হয় আর অকল্যাণ দেখলে সে দু:খী হয়। তাকে ভাল কাজ করতে দেখলে তার প্রতি ভালবাসা বেড়ে যায়। মন্দ কাজ করতে দেখলে তার প্রতি বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়।

আর এটি হয় এ কারণে যে, সে যত কাজ করে সব কাজেরই লক্ষ্য হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই ভাইটি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করে তখন তার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আবার ভাইটি যখন আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ করে তখন তার প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। এটিই হলো প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ .

---

১৪০ সুনান আদ্‌দারিমী, খ. ১, পৃ. ৩০২, হাদীস নং- ১২২৩

www.pathagar.com

আবূ উমামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে অপছন্দ করল। আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে দান করল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকল, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।[১৪১]

যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একে অপরকে ভালবাসে তাদের মর্যাদা বলতে গিয়ে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন- আমার বড়ত্ব ও মাহাত্মের খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারা আজ কোথায়? আমি তাদেরকে আমার ছায়াতলে আশ্রয় দিব, যখন আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।[১৪২]

অতএব কারো সাথে সম্পর্ক নিবিড় করা কিংবা সম্পর্ক কমিয়ে দেয়ার মাপকাঠিও হবে সে আল্লাহর পথে চলে কি চলে না, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন কি বাসেন না। তাই আল্লাহরই জন্য যারা পরস্পরকে ভালবাসবে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে আল্লাহ তাদেরকে ভালবেসে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। হাশরের দিন কঠিন সময়ে তাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন।

পাঁচ. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী: নির্জনে আল্লাহর ভয়ে চোখের অশ্রু ফেলা মু'মিনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি গুণ। মু'মিনরা আল্লাহর কথা স্মরণ করে দু'কারণে চোখের অশ্রু ফেলে: (এক) আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চিন্তা করে তাঁর ভয়ে। (দুই) নিজের অপরাধের কথা চিন্তা করে তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যারা এভাবে কান্না করে মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন না। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

---

১৪১ সুনান আবী দাউদ, খ. ৪, পৃ. ২২০, হাদীস নং- ৪৬৮১

১৪২ সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৮৮, হাদীস নং- ২৫৬৬

www.pathagar.com

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধকে পুনরায় ওলানে প্রবেশ করানো। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে জিহাদের ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না।[১৪৩] অপর এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ .

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: দু' ধরনের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। (এক) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায় এবং (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর পথে রাত জেগে পাহারা দেয়।[১৪৪]

তাই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যারা নির্জনে চোখের পানি ফেলে মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর 'আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।

ছয়. আল্লাহকে ভয় করে পাপ সংবরণকারী: যৌনলিপ্সা মানুষের সৃষ্টিগত চাহিদা। এ চাহিদা মেটাবার জন্য মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে মানুষের জন্য বিবাহের বৈধ পন্থা রেখেছেন। শাইতান মানুষকে এ চাহিদার ব্যাপারে সুরসুরি দেয় এবং তাকে উচ্ছৃংখলতার দিকে ডাকে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহর ভয়ই মানুষকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে। সম্ভ্রান্ত বংশের কোন সুন্দরী রমণী যখন কোন পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহবান জানায় তখন আল্লাহর ভয় প্রবল থাকলেই কেবল ঐ পুরুষের পক্ষে নিজেকে হিফাযাত করা সম্ভব। তাই যারা এরূপ করতে পারে মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর 'আরশের নিচে ছায়া দিয়ে

---

১৪৩ সুনানুত্ তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৫৫৫, হাদীস নং- ২৩১১
১৪৪ সুনানুত্ তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং- ১৬৩৯

www.pathagar.com

পুরস্কৃত করবেন। আলকোরআনের সূরা আল মু'মিনূনে মহান আল্লাহ সফলকাম মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ .

"আর (সফলকাম মু'মিন তারা) যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযাত করে"।[১৪৫] অর্থাৎ যারা নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অবৈধ কোন পন্থা অবলম্বন করে না।

সাত. দানকে গোপনকারী: আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দান করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। যারা আল্লাহর পথে দান করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। অপরকে উৎসাহিত করার জন্য এই দান প্রকাশ্যেও করা যায়। তবে গোপনে করা অধিকতর ভাল। গোপনে দান করলে দানকারীর মধ্যে লোক দেখানোর মনোভাব সৃষ্টি হয় না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنْ تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

"যদি তোমাদের সাদাকাহ প্রকাশ্যে দান করো তবে তাও ভালো। কিন্তু যদি গোপনে অভাবীদেরকে দাও তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও বেশি ভালো। এরূপ কাজের ফলে তোমাদের অনেক পাপের কাফ্ফারাহ হয়ে যায়। আর যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ অবশ্যই তার খবর রাখেন"।[১৪৬]

শুধু দানই নয়, অন্যান্য নাফল 'ইবাদাতও গোপনে করাই অধিকতর শ্রেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবয়ব ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না; তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও বাস্তব কর্মের দিকে।[১৪৭]

---

১৪৫ আলকোরআন: সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:৫
১৪৬ আলকোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:২৭১
১৪৭ সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস নং- ২৫৬৪

www.pathagar.com

সপ্তম শ্রেণি সম্পর্কে বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বললেন: যে ব্যক্তি দান করার পর তা এমনভাবে গোপন রাখে যে, ডান হাত দিয়ে সে কী দান করল তা তার বাম হাতও জানে না। এথেকে বুঝা যায় যে, দান প্রকাশ্যে করতেও দোষ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তা মানুষকে বলে না বেড়িয়ে গোপন রাখা উচিত। কারণ দানের কথা বলে বেড়ালে একদিকে দানকারীর অহমিকা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে দানগ্রহীতার মর্যাদার হানি হয়। আর যদি তা খুটা দেয়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তো সেই দান প্রতিদানশূন্যই হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের দান-খয়রাতকে অন্যের কাছে বলে বেড়ায়ে বা কষ্ট দিয়ে ঐ লোকের মতো নষ্ট করে ফেলো না, যে শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করে এবং যে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। তার খরচ করার উদাহরণ এ রকম, যেমন একটা পাথর ছিলো, যার উপর কিছু মাটি জমেছিলো। যখন এর উপর জোরে বৃষ্টি পড়লো তখন সবটুকো মাটি ধুয়ে মুছে গেলো। আর পাথরটি পরিষ্কার পাথরই রয়ে গেলো। এ ধরনের লোক দান-খয়রাত করে যেটুকু নেকী কামাই করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে সঠিক পথ দেখান না"।[১৪৮]

হাদীসের এ অংশে ডান হাত এবং বাম হাতের দৃষ্টান্ত দেয়া তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, কাউকে কোন কিছু দেয়া, কারো থেকে কোন কিছু নেয়া এবং সকল ভাল কাজ ডান হাত দিয়েই সম্পাদন করতে হয়। তাছাড়া মানুষের দুই হাতের সম্পর্ক এত নিবিড় যে, তারা খুবই কাছাকাছি অবস্থান করে। একহাত যখন কিছু করে অপর হাত তখন তার পাশেই থাকে। প্রয়োজনে সে তাকে সহযোগিতা করে এবং তার কাজের সাক্ষী হয়ে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১৪৮ আলকোরআন: সূরা আল বাকারাহ, ২:২৬৪

www.pathagar.com

এভাবে বলে ইঙ্গিত করলেন যে, দানের ক্ষেত্রে এতটাই গোপনীয়তা অবলম্বন করা ভালো যে, নিজের অতি কাছের সাক্ষীটিও যেন টের পেয়ে না যায়।
তাই যারা দান করার পর তা গোপন করে এবং মানুষকে না জানিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই টার্গেট করে মহান আল্লাহ তাদেরকে হাশরের ময়দানের কঠিন মুহূর্তে তাঁর 'আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দান করবেন।

হাদীসটির শিক্ষা:

- ন্যায় পরায়ন শাসক হতে পারা এক মহা সৌভাগ্যের বিষয়।
- মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর রাসূলের আদর্শের অনুসারী হয়ে সকলেরই যার যার দায়িত্ব পালন করা উচিত।
- সন্তানদেরকে বাল্যকাল থেকেই মহান আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।
- যৌবনের শক্তি সামর্থকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।
- পারিবারিক পরিবেশকে সুন্দর রাখতে পারলে সকলেরই কল্যাণ সাধিত হবে।
- মনকে সবসময় মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পারলে অনেক পাপাচারিতা থেকে বাঁচা যায়।
- সালাত কায়েমের মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।
- সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মাসজিদে গিয়ে আদায় করলে এই ফযীলত অর্জন করা সম্ভব।
- মানুষের সাথে ভালবাসা ও শত্রুতার ভিত্তি হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি।
- প্রকৃত মু'মিনের ভালবাসা এবং ঘৃণা উভয়ই হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে; অন্য কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে নয়।
- একান্তে নিভৃতে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করে কান্না করা এক বরকতময় অভ্যাস।
- শয়তান মানুষকে সবসময় অশ্লীলতার দিকে ডাকে। যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে শয়তানের উপর জয়ী হয়, তারাই প্রকৃত সফল।
- গোপনে দান করা প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে উত্তম।
- অন্যকে উৎসাহিত করতে প্রকাশ্যেও দান করা যাবে। তবে দান করার পর কোন অবস্থাতেই খুটা দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

সম্পদ আল্লাহর দেয়া আমানাত। তাই একে গোপনে ও নি:স্বার্থভাবে আল্লাহর পথে দান করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত গুণগুলো অর্জন করার তাওফীক দান করুন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের মাধ্যমে হাশরের দিন কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর 'আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করার উপযুক্ত করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর একান্ত অনুগ্রহে আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা